ভালোবাসা সবার তরে
ঘৃণা নয়কো কারো 'পরে

The Ahmadi Fortnightly

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্

পাক্ষিক
আহ্‌মদী

নব পর্যায় ৭৪ বর্ষ | ২৪তম সংখ্যা

রেজি. নং-ডি. এ-১২ | ১৬ আষাঢ়, ১৪১৯ বঙ্গাব্দ | ১০ শাবান, ১৪৩৩ হিজরি | ৩০ ইহ্‌সান, ১৩৯১ হি. শা. | ৩০ জুন, ২০১২ ঈসাব্দ

এই সংখ্যাতে থাকছে:

- হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) প্রদত্ত
  ২৫ মে ২০১২-এর জুমুআর খুতবা
  বিষয়: হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর প্রতি
  তাঁর সাহাবাদের গভীর বিশ্বস্ততা ও আনুগত্য
- হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) প্রদত্ত
  ১৮ মে ২০১২-এর জুমুআর খুতবা
  বিষয়: নামায ও আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্কের প্রয়োজনীতা
- উথলি জামা'তের আদি কথা
- বাংলার কিংবদন্তি
  জার্মানীর প্রথম মিশনারী
  খান সাহেব মৌলভী মোবারক আলী
- পবিত্র মাহে রমযানের পূর্ব প্রস্তুতি...
- মায়ের পদ তলে সন্তানের জান্নাত

আবারও সত্যের সন্ধানে

১২ থেকে ১৫ জুলাই টানা ৪ দিন ব্যাপী
এখন থেকেই প্রস্তুতি নিন...

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, কানাডা'র ৩৬ তম সালানা জলসা মোবারক হোক

By the Grace of Allah the Almighty, the Jalsa Salana (Annual Convention) Canada will be held on July 6, 7 & 8th of 2012. Insha`Allah! Our beloved Khalifa, Hadhrat Mirza Masroor Ahmed, Khalifatul Masih V- the world wide head of Ahmadiyya Muslim Community will grace us with his presence at the Jalsa Salana Canada.

Luxury Forever...

Bashundhara
Size : 1285-1750 sft

Dhanmondi
Size : 1350 sft

Zigatola
Size : 1285 sft

Nurer Chala
Size : 1210-1215 sft

Mirpur
Size : 1275-1350 sft

Nordha
Size : 1165-1350 sft

Land Wanted

Hot Line : 01817-033388
01819-296797
01817-143100

উত্তম বাসস্থানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ
কৌণিক প্রপার্টিজ লিঃ

Member | REHAB

Kounik Properties Ltd

Corporate Office : Safwan Road, House # 193, Level # 6, Block # B, Bashundhara, Baridhara, Dhaka-1229, Bangladesh.

LOVE FOR ALL, HATRED FOR NONE

veronica tours & travels

Muhammad Belal Ahmad (Tushar)
ceo

Travel Agent & Tour Operator

VERONICA TOURS & TRAVELS
207/2, West Kafrul, Begum Rokeya Swarani, Mirpur, Dhaka-1207
Phone: 88 02 9113176, Cell: 01733 004412, 01552 403395, E-mail: veronica@ithbd.com, tusharith@gmail.com

Our Sister Concern:
International Trading House (Garments Accessories Supplier),Hafsa Fashion Ltd. (Readymade Garments Manufacturer)
Awl Fashion (Buying Office), Color Clouds (Arts & Craft House), Bakers Bay (Bakery & Sweets)

Amecon
Since 1983
www.amecon-bd.net

Our Activities
- Crest
- Trophy
- Sign Board
- Metal Sign
- Acrylic Letter
- POP & Interior
- Digital Printing

MEMBER ARA

H-79/3, Block-E, Chairman Bari, Banani, Dhaka-1213
Tel: 8824945, 9895686, 03792003208, Fax: 880-2-8824945
E-mail: amecon2007@yahoo.com, amecon2008@gmail.com

AMECON
NIAZ METALLIC

Meer Hasan Ali Niaz
Founder

Mobile: 01713001536, 01973001536

H - 79, Block # H / 11, Banani Chairman Bari,
Zia Int'l Airport Road, Dhaka Tel : 9861046, 8856075, 8812459, Fax:8856075

Jessore Office	Bogra Office	Chittagong Office
Palbari More, New Khairtola	Kanas Gari, Sherpur Road	205, Baizid Bostami Road
Jessore. Tel : 67284	Bogra. Tel : 73315	Ctg. Tel : 682216

ameconniaz@yahoo.com

সম্পাদকীয়

mPxc Î

মানুষের ক্রমাগত উন্নতি

আমি যখন খোদার পবিত্র বিধান নিয়া চিন্তা করি, তখন দেখিতে পাই যে, তিনি তাঁহার শিক্ষায়, প্রথমে মানুষের দৈহিক ও স্বাভাবিক অবস্থার সংস্কারের বিধান প্রদান করিয়া, পরে তাহাকে ক্রমশঃ ঊর্ধ্ব দিকে আকর্ষণ করিয়াছেন এবং তাহাকে সর্বোচ্চ আধ্যাত্মিক অবস্থা পর্যন্ত পৌঁছাইতে চাহিয়াছেন। এই জ্ঞান গর্ভ বিধান দেখিয়া আমার মনে হয় যে, প্রথমে খোদা চাহিয়াছেন, মানুষকে উঠা-বসা, পানাহার, কথা-বাতা এবং সামাজিক জীবন যাপনের সর্বপ্রকার নিয়ম শিক্ষা দিয়া, তাহাকে অসভ্য আচরণ হইতে মুক্তি দান করেন এবং পশুসদৃশ অবস্থা হইতে সম্পূর্ণ রূপে আলাদা করিয়া লইয়া, নিম্ন পর্যায়ের এক নৈতিক অবস্থা শিক্ষা দেন, যাহা আদব ও শিষ্টাচার নামে অভিহিত হওয়ার উপযোগী।

তারপর, মানুষের স্বভাবজাত অভ্যাসকে, অন্য কথায় যাহাকে নিম্ন স্তরের চরিত্র বলা যাইতে পারে, সুষ্ঠু অবস্থায় আনেন, যাহাতে উহা সুনিয়ন্ত্রিত ও সুসমঞ্জস হইয়া উন্নত চরিত্রের রূপ পরিগ্রহ করে। কিন্তু এই উভয় পন্থাই প্রকৃতপক্ষে এক। কারণ উহা প্রকৃতগত অবস্থার ইসলাহ্ (সংশোধন) মাত্র। শুধু উচ্চ ও নিম্ন পর্যায়ের পার্থক্য ইহাদিগকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছে; এবং সেই পরম প্রজ্ঞাময় খোদা, নৈতিক ব্যবস্থাকে এমন ভাবে পেশ করিয়াছেন যে, তদ্বারা মানুষ চরিত্রের সর্বনিম্ন স্তর হইতে সর্বোচ্চ স্তরে উন্নতি লাভ করিতে পারে।

তারপর, তৃতীয় পর্যায়ে উন্নতির জন্য এই ব্যবস্থা করা হইয়াছে যে, মানুষ তাহার স্রষ্টার প্রেম ও সন্তুষ্টিতে বিলীন হইয়া যাইবে এবং তাহার সমস্ত অস্তিত্ব খোদার জন্য হইয়া যাইবে। এই সেই মর্যাদা, যাহা স্মরণ করাইতে মুসলমানদের ধর্মের নাম ইসলাম রাখা ইহয়াছে। কারণ, ইসলামের অর্থ এই যে, সম্পূর্ণভাবে খোদার হইয়া যাওয়া এবং নিজের বলিতে কিছুই বাকী না রাখা। (ইসলামী নীতি-দর্শন পুস্তক থেকে উদ্ধৃত)

ক্রমাগত এই উন্নতি লাভের প্রশিক্ষণের সুযোগ দানের উদ্দেশ্য নিয়ে পবিত্র মাহে রমযান আসন্ন। এই সময়কালে আমাদের মহান আল্লাহ্ তাআলার দরবারে নিজেদেরকে সঁপে দিতে প্রত্যেকেরই প্রস্তুতি নেয়া উচিত।

৩০ জুন ২০১২

কুরআন শরীফ	২
হাদীস শরীফ	৩
অমৃত বাণী	৪
২৫ মে ২০১২-এ প্রদত্ত **জুমুআর খুতবা** হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) বিষয়: হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর প্রতি তাঁর সাহাবাদের গভীর বিশ্বস্ততা ও আনুগত্য	৫
১৮ মে ২০১২-এ প্রদত্ত **জুমুআর খুতবা** হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) বিষয়: নামায ও আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্কের প্রয়োজনীয়তা	১৩
উথলি জামা'তের আদি কথা সরফরাজ এম, এ, সাত্তার রঙ্গু চৌধুরী	১৯
বাংলার কিংবদন্তি **জার্মানীর প্রথম মিশনারী খান সাহেব মৌলভী মোবারক আলী** মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল	২২
পবিত্র মাহে রমযানের পূর্ব প্রস্তুতি ও কিছু কথা মাহমুদ আহমদ সুমন	২৪
মায়ের পদ তলে সন্তানের জান্নাত মোহাম্মদ মজিদুল ইসলাম	২৫
পাঠক কলাম	২৮
সংবাদ	৩১
বাংলাদেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠার শতবার্ষিকী জুবিলী ২০১৩ পালনের জন্যে দোয়া ও ইবাদতের আধ্যাত্মিক কর্মসূচী	৩৪
এম টি.এ-এর বাংলা অনুষ্ঠানসূচী	৩৫
সত্যের সন্ধানে অনুষ্ঠানসূচী	৩৬

কুরআন শরীফ

সূরা আর্ রা'দ-১৩

اَفَمَنْ يَّعْلَمُ اَنَّمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ اَعْمٰى ؕ اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُوا الْاَلْبَابِ ۙ﴿۲۰﴾

২০। তোমার প্রতি তোমার প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তা যে সম্পূর্ণ সত্য, এ কথা যে জানে সে কি তার মত হতে পারে যে অন্ধ? কেবল বুদ্ধিমানেরাই উপদেশ গ্রহণ করে।

الَّذِيْنَ يُوْفُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْقُضُوْنَ الْمِيْثَاقَ ۙ﴿۲۱﴾

২১। (অর্থাৎ) যারা আল্লাহ্‌র সাথে (কৃত) অঙ্গীকার পূর্ণ করে এবং দৃঢ় অঙ্গীকার ভঙ্গ করে না

وَالَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ مَآ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖٓ اَنْ يُّوْصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُوْنَ سُوْٓءَ الْحِسَابِ ﴿۲۲﴾

২২। এবং আল্লাহ্ যে সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখতে আদেশ করেছেন তা অক্ষুণ্ন রাখে এবং তাদের প্রভু প্রতিপালককে[১৪৩৪] ভয় করে এবং মন্দ হিসাবনিকাশকে ভয় পায়।

وَالَّذِيْنَ صَبَرُوا ابْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً وَّيَدْرَءُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ ﴿۲۳﴾

২৩। আর তারা তাদের প্রভু-প্রতিপালকের সন্তুষ্টির জন্য ধৈর্য ধরে, নামায কায়েম করে, আমরা তাদের যা-ই দিয়েছি তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে এবং পুণ্যের[১৪৩৫] মাধ্যমে পাপকে প্রতিহত করে। এদেরই জন্য রয়েছে পরকালের উত্তম পরিণাম।

১৪৩৪। সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ তাআলার প্রতি বিশ্বস্ততার সাথে দায়িত্ব পালন করার পর মু'মিন (বিশ্বাসী) কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তাঁর সৃষ্ট জীবের প্রতি কর্তব্য সমাপন করে থাকে। এই দু'টি কর্তব্য সম্পাদনের উপরই ধর্মের সম্পূর্ণ কাঠামো স্থাপিত।

১৪৩৫। মন্দের বা অনাচারের মূলোৎপাটনের জন্য মু'মিন বান্দারা যথোপযুক্ত পন্থা অবলম্বন করে থাকে। তারা শাস্তি বা ক্ষমা উভয় পন্থা প্রয়োজনানুযায়ী অবলম্বন করে থাকে। শাস্তি দ্বারা যদি প্রয়োজনমত সংশোধনের কাজ হয় এবং ক্ষমা প্রদর্শনে যদি ইপ্সিত সুফল পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে তবে তারা সেই পন্থা অনুযায়ী ব্যবস্থা প্রয়োগ করে থাকে। সংক্ষেপে বলা যায়, বিশ্বাসীরা অবস্থাভেদে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা প্রয়োগ করে মন্দকে সমূলে বিনষ্ট করে দেয়।

হাদীস শরীফ

হযরত রসূল করীম (সা.)-এর শ্রেষ্ঠত্ব

কুরআন ঃ

"হে নবী! নিশ্চয় আমরা তোমাকে পাঠিয়েছি সাক্ষী, সুসংবাদাতা ও সতর্ককারীরূপে। এবং আল্লাহ্‌র আদেশানুযায়ী তাঁর দিকে আহ্বানকারী এবং দীপ্তিমান প্রদীপরূপে" (সূরা আল-আহযাব ঃ ৪৬-৪৭)।

হাদীস ঃ

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) রেওয়ায়েত করেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "আমি কিয়ামতের দিন আদম সন্তানদের নেতা হবো, আর আমি সেই ব্যক্তি যার কবর সর্বপ্রথম বিদীর্ণ হবে। আমিই সর্বপ্রথম শাফাআতকারী হবো এবং আমার সুপারিশই সর্ব প্রথম কবুল করা হবে" (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ

হযরত আকদাস মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম এ জগতের মধ্যমণি, তাঁর (সা.) আগমনে তৌহীদ ও স্রষ্টার অপরূপ জ্যোতিতে এ জগত দীপ্তিমান হয়েছে। তিনি এমন সূর্যরূপে আবির্ভূত হয়েছেন যা শুধু এ জগতকেই নয় বরং আ'লামীন বা বিশ্বজগতকে কিয়ামতকাল অবধি স্বীয় জ্যোতিতে জ্যোতির্ময় রাখবেন। তাঁর (সা.) শ্রেষ্ঠত্বের বর্ণনা করা মানবের সাধ্যাতীত। তিনি সেই সত্ত্বা যাঁর প্রশংসা স্বয়ং খোদা তাআলা করেন এবং ফিরিশ্‌তা ও মানবমন্ডলী প্রেরণ করে তাঁর (সা.) প্রতি দরূদ। কুরআন শরীফের উপরোক্ত আয়াত ও হাদীস হতে হযরত নবী করীম (সা.)-এর অনুপম ব্যক্তিত্বের দর্পণ আমাদের সামনে উদ্ভাসিত হয়। তিনি (সা.) শুধু যে জগতের দীপ্তিমান সূর্য তা নয় বরং পরকালেরও আলোকবর্তিকা। তাঁর (সা.) সত্ত্বা এ দুনিয়াতে যেভাবে কল্যাণ বন্টনকারী পরকালেও তিনি (সা.) মানবমন্ডলীকে তাঁর কল্যাণের দ্বারা উপকৃত করবেন। পৃথিবীতে শুধু একজনই এমন হয়েছেন যাঁকে দু'জাহানের জন্য সূর্য বানানো হয়েছে অর্থাৎ যাঁর কল্যাণ দু'জগতেই সমভাবে মানবের কল্যাণ ঘটাবে। তিনিই সকল কল্যাণের উৎস। কিয়ামত দিবসে খোদা তাআলা যাঁকে সর্বপ্রথম উত্থিত করবেন, যিনি সর্বপ্রথম জ্ঞান ফিরে পাবেন এবং যিনি সুপারিশ করার অধিকার পাবেন তিনি হলেন, আমাদের নবী খাতামান্নাবীঈন হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম।

যুগ ইমাম হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন ঃ "আমি সর্বদা আশ্চর্যের দৃষ্টিতে দেখে থাকি এই আরবী নবী, যাঁর নাম মুহাম্মদ, হাজার হাজার দরূদ ও সালাম তাঁর ওপর। তিনি উচ্চ মর্যাদার নবী। তাঁর সুউচ্চ মোকামের চূড়ান্ত সীমাকে জানা সম্ভব নয়। খোদা তাআলা, যিনি তাঁর (সা.) অন্তরের গোপন রহস্য জানতেন, তিনি তাঁকে সকল নবী এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তীগণের ওপরে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। তাঁর সকল উদ্দেশ্য ও সকল আকাঙ্খাকে তিনি (আল্লাহ্) তাঁর (সা.) জীবদ্দশাতেই তাঁকে (সা.) সফলতা প্রদান করেছেন, সকল ফয়েয ও কল্যাণের একমাত্র উৎস তিনিই।" (রূহানী খাযায়েন, ২২তম খণ্ড, ১৪৪ পৃঃ)

আল্লাহ্ তাআলা আমাদের সকলকে মহানবী (সা.)-এর অনুকরণ অনুসরণ করার এবং তাঁর (সা.) প্রেমে বিভোর হয়ে খোদার সান্নিধ্যে পৌঁছার তৌফিক দিন, আমীন।

আলহাজ্জ মওলানা সালেহ্ আহমদ
মুরব্বী সিলসিলাহ্

অমৃতবাণী

অশুভ পরিণতির পথ বেছে নিও না

হযরত ইমাম মাহদী (আ.)

হে মুসলমানগণ! অশুভ পরিণতির পথ বেছে নিও না। হে পুণ্যবানদের উত্তরসূরীগণ! তোমরা ইবলীসের হাতের ক্রীড়নক সেজো না। তোমাদের কী হয়েছে? তোমরা কেন পবিত্রতা অবলম্বন করছো না? দেখ, খোদা বিভিন্ন ভাবে বান্দার নিকটে আসেন আর তাঁর অনুগ্রহ বহুমুখী। তাঁর সবচেয়ে মহান নৈকট্যের সময় যখন আসে তখন মানুষ জাগ্রত হয়। অবাধ্যরা ছাড়া বাকী সবাই তাঁর আবির্ভাবের সময় সচেতন হয়ে যায়। তত্ত্বজ্ঞানীরা ভালভাবে জানেন, খোদার প্রত্যেক অবতরণের একটি উদ্দেশ্য ও একটি উপলক্ষ্য থাকে। খোদার সবচেয়ে মহান বিকাশ বিদ্রোহীদের ছড়ানো অগ্নি নির্বাপণের লক্ষ্যে মানুষের জন্য যুগোপযোগী শিক্ষা সহকারে ঘটে থাকে। কিন্তু যারা মূর্তি পূজায় রত তারা তাঁকে অস্বীকার করে, গালি দেয় এবং কাফের আখ্যায়িত করে। এ যে এক স্বর্গীয় কল্যাণধারা তারা তা জানে না। যারা ভ্রষ্ট, অজ্ঞ ও সন্দেহবাদীদের কথাকে ঘৃণা করে তাদের জন্য তা নিশ্চিত নিরাময়ের কারণ। অতএব আল্লাহ্ তাআলা যুগের রোগ-ব্যাধির নিরিখে তাঁদেরকে জ্ঞান ও বুদ্ধি-বিবেক প্রদান করেন, যার মাধ্যমে তারা প্রশান্তি লাভ করেন। সে জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি যেন একান্ত মোলায়েম ও সতেজ ফল এবং বহমান ঝর্ণা যা থেকে তাঁরা আহার ও পান করেন।

সারকথা হলো, মাহদী হলেন পাপের বন্যার মুখে সংশোধনকারী সংস্কারক আর সর্বশক্তি ও নিষ্ঠা উজার করা মানবকূল প্রভুর শিক্ষার প্রচারক। তাঁকে প্রতিশ্রুত মাহদী, যুগ ইমাম এবং বিশ্ব জগতের প্রভু আল্লাহ্‌র 'খলীফা' নাম দেয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে প্রকাশ্য রহস্য যা আল্লাহ্ তাঁর কিতাবে উল্লেখ করেছেন তা হলো, শেষ যুগে ইসলামের ওপর নানা বিপদাপদ নেমে আসবে এবং এক নৈরাজ্যবাদী জাতির উদ্ভব হবে যারা প্রত্যেক উঁচু স্থান থেকে ধেয়ে আসবে। তিনি তাঁর উক্তি 'প্রত্যেক উঁচু স্থান' দ্বারা এ কথার দিকে ইঙ্গিত করেছেন, তারা সব উর্বর ও পতিত ভূমির অধিপতি হবে এবং সব দেশ ও শহরকে পরিবেষ্টন করবে। তারা পুণ্যবান এবং পাপীদের সব গোত্রের মাঝে সর্বত্র এক সর্বগ্রাসী কদাচার ছড়াবে। মানুষকে এরা বিভিন্ন ছল-চাতুরী এবং ধ্বংসাত্মক প্রতারণার মাধ্যমে পথভ্রষ্ট করবে। বিভিন্ন প্রকারের মিথ্যা রটনা এবং অপবাদ আরোপের মাধ্যমে ইসলামের চেহারায় কলঙ্ক লেপন করবে। সব দিক থেকে উপর্যুপরি অন্ধকার প্রকাশ পাবে। এর ফলশ্রুতিতে ইসলাম ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে উপনীত হবে। ভ্রষ্টতা, মিথ্যা এবং প্রতারণা বৃদ্ধি পাবে, ঈমান হারিয়ে যাবে, শুধু বড় বড় দাবী এবং বাহ্যিক চাকচিক্য বাকী রয়ে যাবে। এক পর্যায়ে সোজা রাস্তা দৃষ্টির আড়ালে হারিয়ে যাবে আর সনাতন রাজপথ অজানা অচেনা লাগবে। তারা সঠিক পথ অবলম্বন করবে না, তাদের পা পিছলে যাবে এবং কু-প্রবৃত্তি তাদের ওপর রাজত্ব করবে। মুসলমানদের মাঝে অনেক মতভেদ ও শত্রুতা বিরাজ করবে এবং এরা পঙ্গপালের ন্যায় বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে। এদের মাঝে ঈমানের কোন জ্যোতি ও তত্ত্বজ্ঞানের কোন লক্ষণ অবশিষ্ট থাকবে না বরং এদের অধিকাংশ পশুবৎ বা নেকড়ে ও সাপের মত হয়ে যাবে যারা ধর্ম সম্পর্কে উদাসীন। এ সবকিছু ইয়া'জুজ মা'জুজের প্রভাবে হবে। মানুষ পক্ষাঘাত কবলিত অঙ্গের মত বরং একেবারে মরার মত হয়ে যাবে।

অধুনা, মৃত্যু ও ভ্রষ্টতার সমুদ্র যখন উত্তাল, মানুষ উন্মাদের ন্যায় যখন তুচ্ছ পৃথিবীর পিছনে ছুটছে এবং মহা প্রতাপের অধিকারী প্রভুর কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে, এহেন পরিস্থিতিতে কোন বাহ্যিক শিক্ষা না থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ্ তাঁর পরম শক্তিমত্তা ও রবুবিয়তের (অর্থাৎ লালন পালনের বৈশিষ্ট্য) গুণে আদম সৃষ্টির আদলে এক অনুগত দাস সৃষ্টি করেছেন। এ দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁর নাম রেখেছেন আদম। অতএব আল্লাহ্ তাআলা আদম সৃষ্টি করে তাঁকে ঐশী বৈশিষ্ট্যাবলীর জ্ঞান দিয়েছেন এবং তাঁর প্রতি অনেক বড় অনুগ্রহ করেছেন। তাঁকে মাহ্‌দী নিযুক্ত করেছেন এবং তাঁকে ভালমন্দের প্রখর বিচারশক্তি দান করেছেন। (সির্‌রুল খিলাফাহ্, পৃঃ ৫৮-৫৯ থেকে উদ্ধৃত)

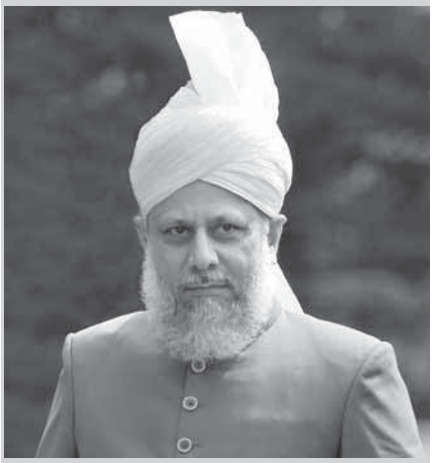

জুমুআর খুতবা

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক জার্মানীর ফ্রাঙ্কফুর্টস্থ বাইতুস্ সুবুহ্ মসজিদে প্রদত্ত ২৫ মে ২০১২-এর (২৫ হিজরত, ১৩৯১ হিজরী শামসি) জুমুআর খুতবা

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর প্রতি তাঁর সাহাবাদের গভীর বিশ্বস্ততা ও আনুগত্য

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۝ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

বাংলা ডেস্ক নিজ দায়িত্বে খুতবার এই বঙ্গানুবাদ উপস্থাপন করছে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এক স্থানে বলেন, 'আমি আল্লাহ্ তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই, তিনি আমাকে একটি নিবেদিত প্রাণ ও বিশ্বস্ত জামাত দিয়েছেন। আমি লক্ষ্য করেছি, যে কাজের জন্য এবং যে উদ্দেশ্যে তাদেরকে আহবান করি তারা তাৎক্ষণিকভাবে পরম আন্তরিকতার সাথে প্রতিযোগিতামূলক ভাবে নিজ শক্তি সামর্থ অনুসারে এগিয়ে আসেন। আমি দেখছি তাদের মধ্যে সততা ও নিষ্ঠা রয়েছে। আমার পক্ষ থেকে যখনই কোন নির্দেশ আসে, তারা তাৎক্ষণিকভাবে তা পালনে তৎপর হয়'।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আরো বলেছেন, 'প্রকৃত অর্থে কোন জাতি বা জামাত গঠিত হওয়া সম্ভব নয় যদি তাদের মাঝে স্বীয় ইমামের আনুগত্য ও তাঁকে অনুসরণের এমন উদ্দীপনা, আন্তরিকতা ও বিশ্বস্ততার বৈশিষ্ট্য না থাকে'। তিনি (আ.) আরো বলেন, 'হযরত মসীহ (আ.)-কে অনেক কঠিন অবস্থা ও সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। তাঁর কষ্টের কারণগুলোর মধ্যে তাঁর জামাতের দুর্বলতা এবং অবহেলাও ছিল (অর্থাৎ ঈসা (আ.) সম্পর্কে বলছেন)। পক্ষান্তরে মহানবী (সা.)-এর সাহাবারা (রা.) বিশ্বস্ততা ও নিষ্ঠার এমন নমুনা দেখিয়েছেন যার দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে পাওয়া যাবে না। তারা তাঁর (সা.) জন্য সকল প্রকার দুঃখ-কষ্ট সহ্য করাকে অতি সহজ ভাবে নিয়েছেন, এমনকি তারা নিজের প্রিয় জন্মভূমি ছেড়ে গেছেন। নিজেদের সহায়-সম্পদ, উপায়-উপকরণ ও স্বজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছেন। চূড়ান্ত পর্যায়ে তারা তাঁর জন্য নিজের প্রাণ বিসর্জন দিতেও দ্বিধা বা কুণ্ঠাবোধ করেন নি। এই সততা ও বিশ্বস্তাই অবশেষে তাদেরকে সাফল্যমন্ডিত করেছিল। অনুরূপভাবে আমি দেখছি আল্লাহ্ তা'লা আমার জামাতকে এর মান ও অবস্থানের নিরিখে এরূপ এক আন্তরিকতা দান করেছেন যে, তারা বিশ্বস্ততা ও নিষ্ঠার উত্তম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন'।

এরপর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাঁর 'হকীকাতুল ওহী' গ্রন্থে আল্লাহ্ তা'লার নিদর্শনের উল্লেখ করতে গিয়ে ৭৬তম নিদর্শনে বলেন, 'বারাহীনে আহমদীয়া' গ্রন্থে আমার সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লার ভবিষ্যৎবাণী আছে, "আল কায়তো আলাইকা মুহাব্বাতাম্ মিন্নি ওয়া লিতাসনায়া আলা আইনী" অর্থাৎ আল্লাহ্ বলেন, "আমি মানব হৃদয়ে তোমার ভালবাসা সঞ্চার করব এবং আমি আমার চোখের সামনে তোমায় লালন-পালন করব।" এটি সে যুগের ইলহাম যখন একজনও আমার সাথে সম্পর্ক রাখত না। এরপর এক দীর্ঘকালের ব্যবধানে এই ইলহাম পূর্ণতা পেল। খোদা তা'লা হাজার হাজার এমন মানুষ সৃষ্টি করলেন, যাদের অন্তরকে তিনি আমার ভালবাসায় সমৃদ্ধ করেছেন। কেউ কেউ আমার জন্য প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে, কেউ কেউ আমার খাতিরে অর্থনৈতিক দুরাবস্থার শিকার হয়েছেন। অনেকেই আমার খাতিরে দেশ থেকে বিতাড়িত হয়েছেন, দুঃখ-কষ্ট সহ্য করেছেন। হাজার হাজার এমন মানুষও আছেন, যারা তাদের নিজেদের প্রয়োজন অগ্রাহ্য করে আমাকে অগ্রাধিকার দিয়ে নিজেদের সম্পদ আমার হাতে তুলে দেন'। এখানে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাঁর একজন নিবেদিত প্রাণ সাহাবী হযরত সৈয়্যদ নাসের শাহ সাহেব ওভারশিয়ারের এক পত্রের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন, "আমার প্রবল বাসনা হলো, কিয়ামত দিবসে হুযূরের ছায়ায় তাঁর কল্যাণ মন্ডিত জামাতের সদস্যদের অর্ন্তভূক্ত হওয়া, যেমনটি কিনা এখন আছি। মহাসম্মানিত হুযূর! আল্লাহ্ জানেন, বহু গুণের সমাহার আপনার পবিত্র-সত্তার জন্য আমার অন্তরে এত ভালবাসা রয়েছে যে, আমার সমস্ত সম্পদ ও প্রাণ আপনার জন্য নিবেদিত, আমার প্রাণ আপনার জন্য কুরবান (হতে প্রস্তুত)। আমার ভাই আমার মা-বাবা আপনার জন্য নিবেদিত! আল্লাহ্ তা'লা আপনার ভালবাসা ও আনুগত্যের মাঝে আমার জীবনের অবসান ঘটান", (আমীন)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, 'যখন আমি আমার জামাতের বেশীরভাগ সদস্যের মাঝে এমন নিষ্ঠা ও ভক্তি দেখি তখন আমার মন নির্দ্বিধায় বলে উঠে, হে আমার সর্বশক্তিমান খোদা! প্রকৃতপক্ষে প্রতিটি অনু-পরমানু তোমার নিয়ন্ত্রণে, এমন দুর্যোগপূর্ণ যুগেও তুমি তাদের

হৃদয়গুলোকে আমার প্রতি আকৃষ্ট করেছ এবং তাদেরকে তুমি দৃঢ়তা দান করেছ, এটি তোমার ক্ষমতার এক মহা নিদর্শন'।

এখন আমি এমন কতক নিষ্ঠাবান সাহাবীর রেওয়ায়েত বা ঘটনাবলী উল্লেখ করব, যারা বিশ্বস্ততা, ভক্তি-ভালবাসা ও আনুগত্যের প্রেরণায় সমৃদ্ধ ছিলেন। বাহ্যতঃ কিছু বিষয় সাধারণ বলে মনে হয়, অনেক ছোট-খাট বিষয় রয়েছে, মানুষ মনে করে এ আবার কেমন আনুগত্য, এটি তো একটি সাধারণ বিষয়। কিন্তু আনুগত্যের প্রতিটি (এমন) ঘটনায় সুগভীর শিক্ষা অন্তর্নিহিত রয়েছে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি সাহাবীদের ভালবাসা ও বিশ্বস্ততার কল্যাণে তারা যে কত আন্তরিকতার সাথে তাঁর আনুগত্য করতেন, তা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না! এসব বিষয় আমাদের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ। আসলে এগুলোই প্রকৃত আনুগত্য ও সুসম্পর্ক যা পরবর্তীতে তাক্বওয়ার ক্ষেত্রেও উন্নতির কারণ হয় এবং জামাতের ঐক্য ও উন্নতির কারণ হয়।

অবসর প্রাপ্ত পোষ্টম্যান হযরত ফযলে ইলাহী সাহেব (রা.) বলেন, সরকারের পক্ষ থেকে আমার পদোন্নতির আদেশ জারী হলে আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে বলি, 'হুযূর আমার পদোন্নতি হয়েছে, এখন আমি এখান থেকে চলে যাব, কেননা এখন আমার বদলি হয়ে যাবে। হুযূর বললেন, দেখ ফযলে ইলাহী! এখানে মানুষ হাজার হাজার রূপী খরচ করে আসছে আর তুমি পদোন্নতির জন্য এখান থেকে (অর্থাৎ কাদিয়ানে) চলে যাবে? তুমি এখানেই থাক, আমি তোমার ক্ষতি পুষিয়ে দিব। তিনি বলেন, হুযূরের কথা মতো আমি যেতে অস্বীকার করলাম এবং সেখানেই রয়ে গেলাম, আর আর্থিক লাভের বিষয়টিও জলাঞ্জলি দিলাম।

হযরত মুফতী ফযলুর রহমান সাহেব (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) মামলায় হাজিরা দেবার জন্য গুরুদাসপুর যেতেন আর আমাকে তিনি তাঁর সাথে আর্দালী হিসেবে রাখতেন। সে যুগে এক্কা (টমটম বা ঘোড়ার গাড়ি) গাড়ির প্রচলন ছিল। হুযূর (আ.) সকালে যখন যাত্রার উদ্দেশ্যে বের হতেন, তখন বলতেন, মিয়াঁ ফযলুর রহমান কোথায়! আমি উপস্থিত থাকলে উত্তর দিতাম, আর না থাকলে বাড়িতে লোক পাঠিয়ে আমায় ডেকে পাঠাতেন, তাড়াতাড়ি আস! হুযূরের এক্কা সর্বদা আমিই চালাতাম। কিন্তু আমার এক্কা চালানোর অনুমতি ছিল না। আমি এক্কা চালকের আসনে বসতাম এবং মরহুম মিয়াঁ শাদী খাঁন সাহেব আমার সাথে সামনে বসতেন আর এক্কাতে হুযূর (আ.) একা বসতেন। তখন (অর্থাৎ এই মামলা চলাকালে) আমার দ্বিতীয় সন্তান অসুস্থ হয়ে পড়ে, তার টাইফয়েড হয়। অধিকাংশ সময়ই হুযূর (আ.) ওকে দেখতে আসতেন। মামলার তারিখের একদিন পূর্বে আমার স্ত্রী আমাকে বলল, হুযূরের কাছে দোয়ার জন্য লিখুন। আমি বললাম, হুযূর যখন প্রতিদিনই তাকে দেখতে আসেন তখন আর লেখার দরকার কি? কিন্তু তিনি জোর দেন– ফলে আমি একটি দোয়ার আবেদনপত্র লিখে দেই।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাতে লিখে দেন, দোয়া করব, কিন্তু তকদীরে মুবরাম (অর্থাৎ অটল তকদীর) হলে বিপদ টলবে না। এ কথা পড়ে আমার চোখে অশ্রু নেমে আসে। আমার স্ত্রী আমাকে জিজ্ঞেস করল, চোখে পানি কেন? আমি বললাম, এ সন্তান এখন আর আমাদের কাছে থাকতে পারে না। সে যদি সুস্থ হতো তবে তিনি (আ.) এ কথা লিখতেন না। যাহোক পরবর্তী দিন সকালে রওয়ানা হবার কথা ছিল, সব লোক চত্তরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল, হুযূর বের হয়ে আর কারো সাথে কোন কথাবার্তা না বলে সোজা আমার বাড়ি আসেন– ছেলেকে দেখেন, ওকে দম করেন এবং আমাকে বলেন, আজ তুমি এখানেই থাক আমি কাল চলে আসব, ছেলের অবস্থা খুব খারাপ ছিল তাই আমি রয়ে গেলাম। এদিন ব্যতীত বাকী সব ক'টি সফরে হুযূর (আ.)-এর সাথে গিয়েছিলাম। সন্তানের জন্য মর্ম যাতনার কথা বলার অপেক্ষা রাখে না কিন্তু একদিন সাথে যেতে না পারার যে দুঃখ তা সুস্পষ্টভাবে বুঝা যাচ্ছিল।

মৌলভী নিযামুদ্দীন সাহেবের ছেলে হাফিয আব্দুল আলী সাহেব (রা.) বলেন অবসর প্রাপ্ত সিভিল সার্জন হযরত মীর মোহাম্মদ ইসমাঈল (রা.) তাকে বলেছেন, তিনি যখন লাহোর মেডিকেল কলেজে পড়ার জন্য আসেন তখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাকে বলেছেন, তুমি লাহোরের বাসায় একা থাকবে না, বরং নিজের সাথে অবশ্যই কাউকে রেখো। হুযূর (আ.)-এর এ নিদের্শের কারণে আমি দেখেছি, হযরত মীর মোহাম্মদ ইসমাঈল সাহেব কোন শহরে একা থাকতেন না। সে সময় মেডিকেল কলেজের কোন ছাত্রাবাস ছিল না। মীর সাহেব বাসা ভাড়া করে থাকতেন। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি হুযূর (আ.)-এর এ নির্দেশকে বিচ্ছিন্ন নির্দেশ মনে করেন নি, বরং সারা জীবন যেখানেই থাকতেন, কাউকে না কাউকে সাথে রাখতেন।

আমীর বখ্‌শ সাহেবের ছেলে হযরত মালেক শাদী খাঁন সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, আমি একবার মরহুম মিয়াঁ জামালউদ্দিন এর সাথে কাদিয়ান গেলাম। আমরা যোহরের সময় মসজিদে মুবারক এ পৌঁছি। হযরত সাহেব নামায পড়াতে মসজিদে আসলে আমি তাঁর (আ.) সাথে করমর্দন করি। আমার কানে ছোট ছোট দুল ছিল। হুযূর (আ.) জিজ্ঞেস করলেন কানে এই দুল কেন? মুসলমানরা তো এগুলো পড়ে না। জামালউদ্দিন সাহেব বললেন, হুযূর গ্রামের লোকেরা এমনই হয়ে থাকে, এমন বিষয় সম্পর্কে তারা অজ্ঞ হয়ে থাকে। তিনি (আ.) বললেন, তার কান থেকে দুল গুলি খুলে ফেল। মীর নাসের নওয়াব সাহেব বললেন তাড়াতাড়ি খুলে ফেলো, কেননা হযরত সাহেব নির্দেশ দিয়েছেন। হুযূর (আ.) যখন আসরের নামাযে আসলেন, আমাকে দেখে বললেন এখন মুসলমান বলে মনে হয়। এরপর আমি বয়আত করি, এর পূর্বে তিনি বয়আত করেন নি।

ইদানিং কতক ছেলে ফ্যাশন করতে গিয়ে উদ্ভট ও বাজে জিনিস পরিধান করে, কেউবা গলায় সোনার চেইন পরে। এসব নিষিদ্ধ, পুরুষদের জন্য সোনা পরিধান করা নিষেধ। অনেক সময়ে পরিবেশের প্রভাব পড়ে, যার ফলে আমি আহমদী ছেলেদেরও এ ধরনের ফ্যাশন করতে দেখেছি।

আব্দুর রহমান সাহেব ভাট্টির মেয়ে যিনি বশীর আহমদ ভাট্টি সাহেবের মাতা– বর্ণনা করেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একবার নিজ বাসায় পোলাও রান্না করান। হুযূর (আ.)-এর নির্দেশে হযরত উম্মুল মু'মিনীন কাদিয়ানের প্রতিটি আহমদী ঘরে অল্প অল্প করে পোলাও পাঠান। এ পোলাও বরকতের (কল্যাণের) পোলাও বলে প্রসিদ্ধ। হুযূর (আ.)-এর নির্দেশ

ছিল, ঘরের প্রতিটি সদস্যকে এ পোলাও খাওয়াবে। অতএব, কাজী সাহেব তার বড় ছেলে আব্দুর রহীমকে (বশীর আহমদের পিতা), যিনি জম্মুতে চাকুরিরত ছিলেন খামে করে কয়েকটি পোলাও পাঠিয়ে দেন, কেননা হুযূর (আ.)-এর নির্দেশ ছিল ঘরের প্রতিটি সদস্য যেন এ পোলাও খায়। হুযূর (আ.)-এর এ নির্দেশ পালন করতে গিয়ে তার সন্তান যে কাদিয়ানে উপস্থিত ছিল না তাকেও খামে করে পাঠিয়ে দিয়েছেন। পত্রে লিখে দিয়েছেন, কাগজের এই কোনায় পোলাও আছে, তা খেয়ে নাও। একেই বলে সত্যিকার ভালবাসা ও আনুগত্য।

হযরত মিয়াঁ আব্দুল গাফফার সাহেব জাররাহ্ (রা.) বর্ণনা করেন, হুযূর (আ.) যখন শেষ বারের মত লাহোরে আসেন তখন চিঠি লিখে আমার পিতাকে ডেকে পাঠালেন। পিতা মহোদয় যখন লাহোরে পৌঁছান তখন খাজা কামাল উদ্দিন সাহেব বললেন, মিয়াঁ গোলাম রসূল! তুমি আমাদের এখানে কী করছ? অর্থাৎ তোমার আগমনের হেতু কী? পিতা মহোদয় হযরত সাহেবের পত্র বের করে দেখালেন এবং বললেন, এই ব্যক্তির কাছে জিজ্ঞেস কর, যিনি আমাকে ডেকেছেন। এরপর হুযূরের সাথে সাক্ষাত করলেন এবং হুযূরের চুল ছাঁটলেন, মেহেদি লাগালেন, আর খাজা সাহেবের কথার উল্লেখও করলেন। হযরত সাহেব একটি চিরকুট লিখে দিলেন তা নিয়ে পিতা মহোদয় নিচে গিয়ে দেখালেন, এতে সবাই নিরব হয়ে গেল, কেউ কোন কথা বলল না। শুধু তাই নয় ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ স্বরূপ হুযূর আমার পিতা মহোদয়কে পাঁচ রূপী দিলেন এবং বললেন, আপনাকে আমি ডেকেছি, আপনি তাদের কথায় কর্ণপাত করবেন না। সাহাবাদের সাথে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এবং মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি সাহাবীদের ভালবাসার আচরণ এমনই ছিল। আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর চেয়েও বেশী স্নেহ ও ভালবাসা রাখতেন।

হযরত শেখ জয়নুল আবেদীন সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, হাফিয সাহেব যখন কাদিয়ান এসেছিলেন, তখন তিনি অনেক বেশী হুক্কা পান করতেন এবং লুকিয়ে লুকিয়ে মিয়াঁ নিযামুদ্দিন সাহেবের বাড়ি গিয়েও পান করতেন। এরা (নিযামুদ্দীন) হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আত্মীয় কিন্তু ঘোর বিরোধী ছিলেন। হযরত সাহেব হুক্কা পান করার বিষয়টি জেনে গেলেন। তিনি বললেন, মিয়াঁ হামেদ আলী! এই নাও টাকা, বাজারে গিয়ে হুক্কা কিনে নিয়ে আস এবং যখনই প্রয়োজন পড়বে, ঘরেই পান কর। এদের কাছে যেও না কেননা এরা ইসলামেরই ধার ধারে না। অতএব তিনি হুক্কা কিনে পান করতে থাকেন আর অন্যান্য অতিথিরাও সেই হুক্কা পান করত। ছয় সাত মাস পর হযরত সাহেব বললেন, মিয়াঁ হামেদ আলী! হুক্কা যদি ছেড়ে দিতে, তাহলে কতই ভাল হত? হাফিয সাহেব বললেন, বেশ হুযূর তাই হবে। তিনি তখনই হুক্কা পান করা ছেড়ে দিলেন। (অসৎ সঙ্গ থেকে মুক্ত করানোর জন্য সাময়িক সমাধান হিসাবে অস্থায়ী ব্যবস্থা করে দিয়েছেন যে, যাও নিজের হুক্কা নিয়ে আস এবং ঘরে বসে পান কর। আর কিছুদিন অতিবাহিত হবার পর বললেন, যেহেতু এটি এমন জিনিস, যা স্বাস্থ্যের জন্য হানিকর আর বদভ্যাসে লিপ্ত করে তাই এটি যদি ছেড়ে দাও তাহলে ভাল। এ ঘটনা থেকে কেউ যেন এমন ধারণা না করে, যেহেতু একবার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন, তাই এটি সিদ্ধ হয়ে গেছে। ধুমপান এবং এ জাতীয় যেসব জিনিস রয়েছে, সেগুলো এমন কুঅভ্যাস যা পরিত্যাগ করাই শ্রেয়। বরং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক স্থানে বলেছেন, 'যদি মহানবী (সা.)-এর যুগে এগুলো অর্থাৎ তামাক, প্রভৃতি থাকতো তাহলে তিনি (সা.) এর ব্যবহার নিষেধ করতেন'।

হযরত মালেক গোলাম হোসেন সাহেব মুহাজের (রা.) বর্ণনা করেন, একবার (জনৈক শেঠ সাহেবের উল্লেখ করে বলেন) তিনি আসলে হযরত আকদাস আমাকে ডেকে বললেন, মিয়াঁ গোলাম হোসেন! শেঠ সাহেবের সেবার জন্য পিরাঁ এবং মিয়াঁ করম দাদ'কে আমি নিযুক্ত করেছি ঠিকই কিন্তু তারা খুবই সহজ-সরল মানুষ, তাই আপনিও তাঁর দেখাশুনা করুন। বাজার থেকে প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয় করে আনার দায়িত্ব ছিল পিরা'র। আর তিনি যেহেতু তামাক সেবন করতেন করম দাদ তার জন্য হুক্কা সাজিয়ে দিত। হুযূর আমাকে এই দু'জনের তত্ত্বাবধানের জন্য নিযুক্ত করে বলেন, তুমিও তার (অর্থাৎ শেঠ সাহেবের) খেয়াল রাখবে। খুবই সম্মানিত মানুষ, আর অনেক দূর থেকে অনেক কষ্ট করে আসেন। শেঠ সাহেব আমাকে বলতেন, মিয়াঁ গোলাম হোসেন! আমি দৌড়ে গিয়ে বড় মসজিদ হতে টাটকা পানি নিয়ে আসতাম, তার খাবারও ঘর হতে (মসীহ্ মওউদ এর ঘর) রান্না হয়ে আসতো। আমিই তাকে খাবার পরিবেশন করতাম। তিনি একনাগাড়ে প্রায় এক থেকে দেড় মাস পর্যন্ত থাকতেন। হযরত সাহেব কখনো কখনো খাকসারের কাছে জিজ্ঞেসও করতেন, শেঠ সাহেবের কোন অসুবিধে হচ্ছে না তো? মসজিদে একবার হযরত সাহেব মুচকি হেসে শেঠ সাহেবকে জিজ্ঞেস করেন, শেঠ সাহেব! আপনার কোন সমস্যা হচ্ছে না তো? তিনি নিবেদন করেন, হুযূর! কোন সমস্যা হচ্ছে না, মিয়াঁ গোলাম হোসেন তো পানিও মসজিদ থেকে এনে দেয়। হযরত সাহেব শেঠ সাহেবকে বিদায় দেয়ার জন্য দারুস্ সেহেত পর্যন্ত যেতেন। আর যখন হযরত সাহেব ফেরত আসতেন তখন আমাকে, পিরাঁ দিত্তা ও করম দাদ'কে ডেকে তাদের দু'জনকে দুই রূপি করে বখশিশ দিতেন, আর আমাকে পাঁচ রূপি বখশিশ দিতেন।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর নির্দেশে অতিথিদের সেবা, সম্মান ও আতিথিয়েতা সবাই করতেন। এমনিতেই আতিথেয়তার নির্দেশ রয়েছে কিন্তু এখানে আর একটি মাত্রা যুক্ত হল, প্রধাণতঃ সেবার সওয়াব লাভের জন্য, আর দ্বিতীয়টি ভালবাসা এবং আনুগত্যের বহিঃপ্রকাশের জন্য।

হযরত মৌলভী আযীয দ্বীন সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, একবার মুফতী মুহাম্মদ সাদেক সাহেব (রা.) যিনি সে সময় লাহোরে চাকরী করতেন– সকালে ফিরে যাবার জন্য হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর নিকট অনুমতি চাইলেন। হযরত সাহেব বললেন, আপনি যাবেন না, আজকে এখানেই থাকুন। এরপর মুফতী সাহেব দুপুরে নিবেদন করলেন, হুযূর! চাকরীর ব্যাপার, আজকে পৌঁছানো আবশ্যক ছিল। ইতোমধ্যে অনেকটা সময় পার হয়ে গেছে। হযরত সাহেব বললেন, সময়ের ব্যাপারে কোন চিন্তা করবেন না। আপনি এখনিই চলে যান অবশ্যই পৌঁছে যাবেন, ইনশাআল্লাহ্। মুফতী সাহেব বাটালার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন, আর আমিও তার সাথে বাটালার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। ৪টা বেজে গিয়েছিল; সে যুগে

বাটালা থেকে দুপুর দু'টার সময় লাহোরের উদ্দেশ্যে গাড়ি ছেড়ে যেতো। সবাই হতাশ ছিল, কিন্তু স্টেশনে পৌঁছে জানতে পারলাম গাড়ি দুই ঘন্টা বিলম্বে ছাড়বে। গাড়ি আসলো, আর আমরা গাড়িতে উঠে লাহোরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। এটি জলসার সময়কার ঘটনা নয় বরং অন্য সময়ের ঘটনা।

হযরত মিয়াঁ আব্দুল আযীয (রা.) বর্ণনা করেন, মিয়াঁ চেরাগ দ্বীন সাহেব বলতেন, একবার রোববারে আমি হযরত সাহেবের কাছে অনুমতি প্রার্থনা করি, হুযূর! আমাকে অফিসে পৌঁছতে হবে। হযরত সাহেব অধিকাংশ সময়ই অনুমতি দিয়ে দিতেন, কিন্তু সেদিন অনুমতি দেন নি, বরং সোমবার সকালে অনুমতি দিলেন। এখান থেকে ১১টায় গাড়িতে চড়ে ৩টায় লাহোর পৌঁছলাম এবং টমটমে বসে সাড়ে তিনটায় অফিসে উপস্থিত হলাম। (যেহেতু তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর নির্দেশে আনুগত্য বশতঃ রয়ে গিয়েছিলেন তাই আল্লাহ্ তা'লা কেমন ব্যবহার করেছেন আর কেমন অলৌকিক ঘটনা ঘটেছে দেখুন!) আমি চেয়ারে বসা মাত্রই অফিসের একজন ক্লার্ক এসে বলল, বারটায় আপনাকে একটি কাগজ দিয়েছিলাম, আপনি কি সেটির কাজ করেছেন? (অথচ তিনি পৌঁছেছেন বেলা ৩টায়) এরপর আরেকজন কর্মকর্তা এসে বললেন, চেরাগ দ্বীন! ১১টায় আপনি যে চিঠি দিয়েছিলেন, এটি তার উত্তর (অর্থাৎ ঐ অফিসারের সামনে আল্লাহ্ তা'লা এমন ব্যবস্থা করেছেন, হয়ত কেউ চিঠি নিয়ে গেছে তিনি মনে করেছেন, চেরাগ দ্বীন নিয়ে এসেছে, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা নিজ ফিরিশতা দ্বারা কোন ভাবে কাজ করিয়েছেন)। তিনি বলেছেন, অফিসের প্রত্যেকেই ভেবেছিল, আমি অফিসে আছি। অতএব ৪টায়, সন্ধ্যার দিকে আমি অফিস থেকে বাড়িতে চলে যাই। আনুগত্য ও বিশ্বস্ততা এবং সাহাবীদের সাথে আল্লাহ্ তা'লার যে স্নেহপূর্ণ ব্যবহার ছিল এটি তার একটি উদাহরণ মাত্র।

হযরত মীর মাহ্দী হোসেন সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, হুযুর (আ.) আমাকে ডেকে নির্দেশ দেন, আমাদের অতিথিশালায় জ্বালানী নেই, তুমি গ্রাম থেকে আগামী কালের জন্য জ্বালানী ক্রয় করে আজ সন্ধ্যার মধ্যে ফেরত আসবে। একথা বলে তিনি আমাকে জ্বালানী ক্রয় করার জন্য চার টাকা প্রদান করেন। আমি দুই টাকা নিয়ে সোজা মসজিদ মুবারকের ছাদে চলে যাই। বর্তমান মিনার যা মসজিদ থেকে পৃথক দাঁড়িয়ে আছে এর পাশে দাঁড়িয়ে দোয়া করি হে প্রভু! তোমার মসীহ্ আমাকে এমন একটি কাজের নির্দেশ দিয়েছেন, যে সম্পর্কে আমার কোনই অভিজ্ঞতা নেই। আমাকে এমন পথ বাতলে দেয়া হোক যেখান থেকে আমি সন্ধ্যার মধ্যে জ্বালানী নিয়ে ফেরত আসতে পারি।

আমি মিনারের সামান্য উপর থেকে একটি ধ্বনী শুনতে পাই, আর আওয়াজটি ছিল "রেগেস্তান" অর্থাৎ মরুভূমি। আমি ভাবলাম আমার পায়ের ক্ষতের কারণে হয়তঃ আল্লাহ্ তা'লা আমাকে যেতে বারণ করেছেন। আমি পুনরায় নিবেদন করলাম– হে প্রভু! অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লার নিকট আবেদন করেন, আমি খুড়িয়ে খুড়িয়েই চলে যাব। কিন্তু তোমার মসীহ্‌র নির্দেশ যেন সন্ধ্যার মধ্যে পালিত হয়। দ্বিতীয়বার উত্তর আসে এখানেই এসে যাবে। কোথাও যাবার প্রয়োজন নেই। আমি কৃতজ্ঞতার সেজদা করলাম এবং বললাম, যদি এভাবেই মসীহ্‌র কাজ সম্পন্ন হয় তাহলে তো সমস্ত পৃথিবীই জয় হবে। আমি সেখানেই বসে পড়লাম এবং দোয়া করতে আরম্ভ করলাম, হে আমার প্রভু! সন্ধ্যার সময় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর নিকট লজ্জিত যেন হতে না হয়। অতঃপর হৃদয়ে এই প্রশ্নের উদয় হল, আমি কোন নবী বা ওলী নই, যার ইলহাম এত দ্রুত পূর্ণ হবে। বরং আমার কোথাও যাওয়া উচিত। পুনরায় মনে হল, যদি কোন ব্যক্তি কাউকে দাওয়াত দেয় যে, রাতে আমাদের বাড়িতে খাবার খাবে, তাহলে সে দ্বিধাদ্বন্দ্বে লিপ্ত হয় না, তাই আমারও খোদা তা'লার প্রতিশ্রুতির প্রতি ভরসা করা উচিত। তিনি অবশ্যই এখানে জ্বালানী পৌঁছানোর ব্যবস্থা করে দিবেন। আমি এতে প্রশান্ত হয়ে মসজিদের ছাদেই বসে থাকি। দুপুর ঘনিয়ে আসছিল।

আমি নিচে নেমে আসতেই যে খাদেমার (আয়া) সামনে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাকে জ্বালানী আনার জন্য টাকা দিয়েছিলেন সে আমাকে দেখে বলে, তুমি এখনো জ্বালানী আনতে যাও নি। আমি হ্যাঁ সূচক জবাব দিয়ে মনে করলাম, সে যেহেতু হুযুরের নিকট অবস্থান করে তাই সে অবশ্যই জানে যে, হুযুরের উপর ইলহামও হয় আবার তা পূর্ণতাও যায়। আমি বললাম দুঃশ্চিন্তার কিছু নেই। খোদা তা'লা আমাকে ইলহাম দ্বারা জানিয়েছেন, জ্বালানী এখানেই পৌঁছে যাবে। এতে সে রাগান্বিত হয়ে বলল, তার মানে তুমি বলতে চাচ্ছ যে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার প্রতি ইলহাম না হবে, আমি কোথাও যাব না। দেখ! আমি এখনই হযরত সাহেবের নিকট গিয়ে বলছি। সে এ কথাকে অন্যভাবে নিয়েছে। তিনি বলেছিলেন, সেখানে পৌঁছে যাবে। সে অর্থ করে, যতক্ষণ পর্যন্ত ইলহাম না হবে আমি কোথাও যাব না। আমি তাকে বাঁধা দেয়া সত্ত্বেও সে হুযুরকে গিয়ে বলে দেয় যে, সে বলছে যতক্ষণ পর্যন্ত আমার প্রতি ইলহাম না হবে আমি কোথাও যাব না। আমার দুঃশ্চিন্তা হল, এখন হুযুর আমাকে ডেকে জিজ্ঞেস করবেন আর আমাকে নিজের ইলহামের বর্ণনা দিতে হবে। একজন ভিক্ষুক বাদশাহ্‌র সম্মুখে কীভাবে বলতে পারে যে, আমিও সম্পদশালী। {অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি তো সবসময়ই ইলহাম হয়। আমি কীভাবে বলব যে, আমার প্রতিও ইলহাম হয়েছে।}

এ কারণে আমি মসজিদের সিড়ি দিয়ে নেমে বাটালার দিকে যাবার দরজার পানে ছুটলাম। আর পিছন ফিরে দেখছিলাম কেউ আমাকে ডাকছে না তো? বাটালা যাবার দরজার নিকট পৌঁছে আমি স্থির করলাম, সিখওয়া গিয়ে মৌলভী ইমাম উদ্দীন ও খায়ের উদ্দীন সাহেবের সহযোগিতায় জ্বালানী খুঁজবো। কিছুদুর যাবার পর আমার পুনরায় মনে হল, খোদা তা'লা বলেছেন জ্বালানী এখানেই আসবে। যদি আমি বাহিরে চলে যাই তাহলে কীভাবে কাজ হবে কেননা টাকাও আমার কাছে। এ কারণে আমি পুনরায় ফেরত এসে মসজিদের ছাদে বসে দোয়া করতে থাকি– খোদার কৃত অঙ্গীকার যেন পূর্ণ হয়। হযরত আকদাসের পিরাঁ দিত্তা নামক একজন কর্মচারী, যাকে পাহাড়ীয়া বলা হতো, সে আমাকে দেখে ডাক দিয়ে বলল, বালান, অর্থাৎ জ্বালানীর গাড়ি পাহাড়ী দরজার নিকট পৌঁছেছে তাড়াতাড়ি এসে কিনে নাও। আমি কৃতজ্ঞতামূলক সিজদা করে তার সাথে গিয়ে দেখি, জ্বালানী বোঝাই একটি বাহন পাহাড়ী দরজায় এসেছে। গিয়ে দেখি, একটি পুটলি ছিল গোবরের জ্বালানীর, বাকী সব ছিল

লাকড়ির আর তা ক্রয়ের জন্য ১২জন ক্রেতা, একজন আরেকজনের তুলনায় দুই আনা দুই আনা করে বাড়িয়ে দর-দাম হাঁকছিল। এভাবে এক টাকা বার আনা পর্যন্ত মূল্য পৌঁছে যায়। নাজিম উদ্দীন সাহেব দুই টাকা দিয়ে নিতে চাইলেন। আমি হাঁক দিয়ে বললাম, আগে দেখে নেই এখানে কত টাকার জ্বালানী আছে। এরপর গাড়ীর দিকে ফিরে বললাম, এখানে একটাকা বার আনার চেয়ে এক পয়সারও বেশী জ্বালানী নেই। এটি লাকড়ি, গোবরের জ্বালানী নয়– যার খুশি সে কিনে নিক। এটা বলে আমি চলে আসলাম, আর মনে মনে বললাম, হে প্রভু! তোমার অনুগ্রহ ছাড়া আমার পক্ষে এটি পাওয়া সম্ভব নয়। আমার চলে আসার পর একে একে সকল ক্রেতা চলে যায় কেবল পিরাঁ দিত্তা সেখানে দাঁড়িয়ে থাকে। এটি ক্রয় করার কেউ নেই দেখে লাকড়ীওয়ালা আশ্চর্য হয়। পিরাঁ দিত্তা তাকে বলল, গাড়ি নিয়ে আমার সাথে চল, আমি তোমাকে একটাকা বারআনায় কাঠ বিক্রি করে দিব। বাহক তার সাথে যখন আসলো তখন আমি মসজিদ মুবারকে দোয়ায়রত ছিলাম। শুনতে পেলাম পিরাঁ দিত্তা ডেকে বলছে, জ্বালানীর গাড়ি এসেছে, এটি সামলাও। জ্বালানীর গাড়ী অতিথিশালায় পৌঁছে দিয়ে আমি মনে করলাম হযরত সাহেবকে অবহিত করি যে, আপনার নির্দেশ অনুসারে কাজ হয়ে গেছে। আবার ভাবলাম এই সামান্য কাজের জন্য কি আর সংবাদ দিব। সংবাদ দেয়ার আমার প্রয়োজন নেই। খোদা স্বয়ং হযরত সাহেবকে অবহিত করবেন। সকালবেলা হযরত আকদাস প্রাতঃভ্রমনে বের হন। খালের দিকে আমার পিতার প্রস্তুত করা রাস্তার পথে ফেরত আসার সময় কৌতুকের ছলে বলেন এখানে কি মেহেদি হাসান এসেছে? আমি তাকে জ্বালানী আনার জন্য বলেছিলাম, কিন্তু সে বলে, যতক্ষণ পর্যন্ত তার প্রতি ইলহাম না হবে (যেভাবে সেই মহিলা গিয়ে শুনিয়েছে) আমি এ কাজ করতে যাব না। এ ঘটনা শুনে উপস্থিত সবাই হেসে উঠেন। কিন্তু যাহোক, আল্লাহ্ তা'লার ব্যবহার দেখুন! তার (অর্থাৎ মহেদী হাসানের) কিছু অপরাগতা ছিল আর আল্লাহ্ তা'লাও স্বীয় অস্তিত্বের প্রমাণ দেয়ার ছিলেন। আশ্চর্যজনকভাবে তার দোয়া কবুল হয়েছে এবং সমস্ত ব্যবস্থা হয়ে গেছে।

হযরত গোলাম রসূল রাযেকী সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, আমি একদা দারুল আমানেই অবস্থান করছিলাম, খুব সম্ভব ১৯০৫ সালের ঘটনা। কপুরথলার মিয়াঁ আব্দুল হামীদ খাঁন সাহেব, যিনি মিয়াঁ মুহাম্মদ খাঁন সাহেবের বড় ছেলে ছিলেন। তিনি হচ্ছেন সেই মিয়াঁ মুহাম্মদ খান সাহেব, যার কথা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাঁর পুস্তক ইযালায়ে আওহামে বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। আব্দুল হামীদ খাঁন সাহেব আমাকে বলেন, আপনি পঠনপাঠন ও তবলীগের জন্য আমার সাথে কিছু দিন কপুরথলায় এসে অবস্থান করুন। আমি বললাম, দারুল আমানেই অবস্থান করব আর যদি যেতেই হয় তাহলে মাতৃভূমিতে ফেরত যাব। তিনি বলেন, যদি আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর নিকট আবেদন করে অনুমোদন নিয়ে নেই, তবুও কি আপনি যাবেন না। এমন ক্ষেত্রে কীভাবে আমি অস্বীকৃতি জানাতে পারি। তখন অবশ্যই আমাকে যেতে হবে। অতএব তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর নিকট লিখিত দেন যে, মৌলভী গোলাম রসূল রাযেকী সাহেবকে আমার সাথে কুপুরথলা গিয়ে সেখানে তালীম-তরবীয়ত ও তবলীগের জন্য কিছুদিন অবস্থানের নির্দেশনা দেয়া হোক। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এ আবেদনের প্রেক্ষিতে মৌখিকভাবে বলেন, আমার পক্ষ থেকে তার সেখানে যাবার অনুমতি রয়েছে। অতঃপর আমি তার সাথে কপুরথলা যাই এবং সেখানে ছিনিয়ার নিকট দরস ও তবলীগের কাজ আরম্ভ করি। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর অনুমতি ও নির্দেশনা অনুযায়ী ইসলামের কাজের জন্য জীবনের প্রথম সফর করার সুযোগ আমার লাভ হয়েছে।

হযরত মিয়াঁ খায়র উদ্দীন সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, করম দ্বীন সংক্রান্ত মামলা চলাকালে আমি গুরুদাসপুওে ছিলাম। মাগরীবের সময় ছিল, হুযূর বলেন, ডেস্কা নিবাসী ফিরোজ উদ্দীন সাহেব আসেন নি? সকালে তার সাক্ষ্য প্রদানের কথা ছিল। তিনি আহমদী ছিলেন না, তবে আন্তরিক ছিলেন। এরপর হুযূর মৌলভী সাহেবকে বলেন, এমন কোন ব্যক্তিকে ডাকো যে মৌলভী নূর আহমদ লোধী নাংগালওয়ালাকে চেনে। আমি উপস্থিত হলাম এবং বললাম, হুযূর! আমি তাকে চিনি। হুযূর বলেন, এখনই যাও এবং আগামীকাল ন'টার পূর্বে তাকে সাথে নিয়ে আসো। আমি রাতারাতি পৌঁছে গেলাম, আর কিছু সময় ক্ষেতে পানি সেচের জন্য যে নালা হয়ে থাকে, এমন একটি নালার পাশে বসে বিশ্রাম নিলাম এবং ভোরে গ্রামে পৌঁছলাম। মৌলভী সাহেব নামাযের পর ছাত্রদেরকে পাঠদান করছিলেন। আমাকে দেখে দূর থেকেই কুশলাদি জিজ্ঞেস করলেন এবং বললেন আগমনের উদ্দেশ্য কী? আমি বললাম, হুযূর আপনাকে স্মরণ করেছেন, তাই গুরুদাসপুর থেকে এসেছি। মৌলভী সাহেব তৎক্ষণাৎ বই বন্ধ করে দিলেন এবং এ আয়াতটি পাঠ করেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ

অর্থাৎ হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের ডাকে সাড়া দাও যখন সে তোমাদেরকে জীবিত করার উদ্দেশ্যে আহ্বান জানায় (সূরা আল আনফাল:২৫)। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি ঘরেও যান নি বরং সোজা আমার সাথে হাঁটা ধরলেন এবং ন'টার কাছাকাছি সময় আমরা গন্তব্যে পৌঁছে গেলাম।

জম্মু নিবাসী হযরত খলীফা নূরুদ্দীন সাহেব (রা.) বলেন, শহর পরিদর্শনের দিনগুলোতে যেখানেই যেতাম বিভিন্ন কবর সম্বন্ধে স্থানীয় লোকদের কাছে এবং প্রতিবেশীদের কাছে জিজ্ঞেস করতাম এবং অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতাম আর অনেক সময় এসব ব্যাপারে হযরত মওলানা নূর উদ্দীন সাহেব অর্থাৎ খলীফাতুল মসীহ্ আউয়ালকেও বলতাম। একবার আমি খাঁন ইয়ার মহল্লা দিয়ে যাচ্ছিলাম। একটি কবরের পাশে এক বৃদ্ধ পুরুষ এবং বৃদ্ধ মহিলাকে বসা দেখলাম। আমি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলাম, এটি কার কবর? তারা বললেন, নবী সাহেবের। আর এটি যুবরাজ নবী এবং পয়গম্বর ইউয আসফ সাহেবের কবর বলে প্রসিদ্ধ। আমি বললাম, এখানে নবী কোথা থেকে এসেছে? তারা বলল, এ নবী অনেক দূর থেকে এসেছিলেন এবং কয়েক শত বছর পূর্বে এসেছিলেন। মোটকথা তারা বলল যে মূল কবরটি নিচে। এতে একটি ছিদ্র ছিল সেখান থেকে সুগন্ধ আসতো কিন্তু একবার বন্যার পানি আসার কারণে এ সুগন্ধ আসা বন্ধ হয়ে গেছে। আমি হযরত মৌলভী সাহেবের কাছে এর উল্লেখ

করলাম। অর্থাৎ খলীফাতুল মসীহ্ আউয়ালের কাছে। এ ঘটনার পর এক দীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হয়ে যায়। মৌলভী সাহেব যখন চাকরী ছেড়ে কাদিয়ান চলে গেলেন তখন একদিন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মজলিসে হযরত মৌলভী সাহেবও উপস্থিত ছিলেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ –(সূরা আল্ মুমেনূন:৫১) এ আয়াত দ্বারা আমি মনে করি, ক্রুশের ঘটনার পর হযরত ঈসা (আ.) কাশ্মীর সদৃশ কোন একটি জায়গায় গিয়ে থাকবেন। তখন খাঁন ইয়ারের কবর সম্পর্কে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল আমার বর্ণনার উল্লেখ করলেন। হুযূর আমাকে ডাকলেন এবং এ ব্যাপারে আমাকে আরো গবেষণা করার নির্দেশ দিলেন। অতএব আমি উক্ত কবর সম্পর্কে আরো গবেষণা করে এবং কাশ্মীর ঘুরে ঘুরে ৫৬০জন উলামার কাছ থেকে দস্তখত সংগ্রহ করে হুযূরের সমীপে পেশ করলাম যা হুযূর খুবই পছন্দ করেছিলেন।

হযরত সৈয়্যদ তাজ হোসেন বোখারী সাহেব (রা.) বলেন, যখন হযরত সাহেব শিয়ালকোটে মীর হামেদ শাহ্ সাহেবের বাড়িতে অবস্থান করেন, তখন আমি আমার নানাজান হযরত সৈয়্যদ আমীর আলী শাহ্ সাহেবের মাধ্যমে তাঁর সমীপে উপস্থিত হলাম। হুযূর বয়আত নিলেন এবং বললেন, কাদিয়ান এসে পড়ালেখা কর। তুমি আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্যপ্রাপ্ত হবে অথবা ওলীদের মাথার মুকুট হবে। অতএব আমি ১৯০৬ সালে কাদিয়ানে তালিমুল ইসলাম হাইস্কুলে ভর্তি হয়ে গেলাম এবং প্রায়শঃ হযরত আকদাসের খিদমতে উপস্থিত থাকতাম আর কয়েকবার ভ্রমণেও সাথে গিয়েছি।

হযরত মিয়াঁ সোনে খাঁন সাহেব (রা.) বলেন, ১৮৯৯ সালে বাটালা জায়গীরে বন্দোবস্ত বিভাগে এই অধম চাকুরী পায়। ভূমি সীমা নির্ধারণের কাজ করছিলাম আমি। শেখ হাশেম আলী সানওয়ারী নিম্নশ্রেণীর ভূমিরাজস্ব পরিদর্শক ছিলেন, তিনি পরিদর্শনে আসেন আর কাজ দেখে খুবই সন্তুষ্ট হন। তিনি বর্ণনা করেন, তোমাদের এখান থেকে কাদিয়ানের দূরত্ব কত? আমি নিবেদন করলাম, ত্রিশ ক্রোশ। শেখ সাহেব বললেন, আমি মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর একজন সেবক। আমি উত্তর দিলাম, এক মির্যা সাহেব মেথরদের পীর সেজেছে (নাউযুবিল্লাহ্) ঈসা হয়ে গেছে (নাউযুবিল্লাহ্), আরও সম্পদ জড়ো করছেন। হাট গ্রামে একজন বুযূর্গ ওলী আল্লাহ্‌র মাযার ছিল তার নাম ফতেহ আলী শাহ্। স্বপ্নে এই বুযূর্গের মাযারে আমি জনাব মসীহ্ মওউদকে দেখেছি। আমি মসীহ্ মওউদকে পশমের চাদর বিছিয়ে দেই। হযরত সাহেব সেটার উপরে বসেন। আমি তাঁর কাছে দাঁড়িয়ে ছিলাম (তিনি তার স্বপ্নের বর্ণনা দিচ্ছিলেন) আর সেবা করে যাচ্ছিলাম। লাগতার এক মাস এই অবস্থা চলছিল। এরপর আমার স্বপ্নে সেই কবরে সমাহিত ব্যক্তি শাহ্ ফতেহ আলী সাহেব আসলেন আর বললেন, কাদিয়ানে যুগ ইমামের জন্ম হয়েছে। আমি নিবেদন করলাম, মির্যা গোলাম আহমদ! এই বুযূর্গ বললেন, মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব। আমি সাধারণ কোন স্বপ্ন মনে করে নিরব থাকি। অল্প কিছুদিন পরই আমার স্বপ্নের বুযূর্গ আবার আসেন আর বলেন, তুমি কাদিয়ান কেন যাও নি? কেন বয়আত কর নি? দ্রুত গিয়ে বয়আত কর। আমি সংকল্পবদ্ধ হয়ে ছুটি নিয়ে ঘরে আসি। কিছু পারিবারিক বিষয়ের কারণে আমার বিলম্ব হয়ে যায়। সেই ওলী আবার স্বপ্নে সাক্ষাত করে বলেন, আমরা তোমাকে ঘরে বসে থাকতে বলি নি। তুমি দ্রুত কাদিয়ান গিয়ে বয়আত নাও। সেদিন অধম ঘর থেকে রওয়ানা হয়ে রাসগো গ্রামে রাত্রি যাপন করে। এখানে আমার আত্মীয় ছিলেন, তিনি বলেন, পৌষ মাসের পরে যাবে। আমি তার কথা মেনে নেই। রাতে স্বপ্নে ফতেহ্ আলী সাহেব আবার আসেন আর বলেন, পনের ক্রোশ তো এসেই গেছ আর মাত্র সতের ক্রোশ বাকি আছে। আমরা তোমার সাথে আছি, তোমার কিসের ভয়? আবার ভোরে রওয়ানা হলাম। কাদিয়ান পৌঁছে যাই। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) অনেক লোক পরিবেষ্টিত হয়ে পূর্ব দিকে ভ্রমণে গেলেন। আমি লোকদেরকে জিজ্ঞেস করলাম, লোকেরা জঙ্গলে কেন একত্রিত হয়েছে? তারা বলল, মির্যা সাহেব ভ্রমণে যাচ্ছেন, তাঁর সাথে তারাও যাচ্ছে। আমিও লোকদের সাথে গিয়ে মিলিত হলাম আর হযরত সাহেবকে আসসালামু আলাইকুম বলে করমর্দন করলাম।

মির্যা সাহেব আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, কোথা থেকে এসেছ? বললাম, হুশিয়ারপুর জেলার মাড্ডিয়ানা গ্রাম থেকে এসেছি। জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নাম কি? আমি নিবেদন করলাম, সোনে খাঁন। বললেন, তুমি ঐ সোনে খাঁন, যে স্বপ্ন দেখেছে। মনে হল, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে আল্লাহ্ তা'লা তার বিষয়ে জানিয়ে দিয়েছেন। আমি নিবেদন করলাম, আমি আপনার সে দাসই। বললেন, তিন দিন অবস্থান কর। তিনদিন পর বয়আত নিব। তিনদিন পর বয়আত করি। বললেন, পূর্বের মসীহ্ নাসেরীর হাতেও গরীবরাই বয়আত করত। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তার বক্তব্য- "অনেক গরীব, মেথর ও চামাররা তাঁর হাতে বয়আত করছে, সে মসীহ্ হয়ে গেছে" এর প্রেক্ষিতে এই উত্তর দিলেন। তিনি নিজে এটি বলেন নি। অথবা হতে পারে সংবাদটা পূর্বেই তাঁর কাছে পৌঁছে গিয়েছিল। গরীব লোকেরাই পূর্বের মসীহ্‌র হাতে বয়আত করেছিলেন। আর আমার বয়আতও প্রথমে গরীবরাই নিচ্ছেন। এরপর আমাকে বললেন, আমাকে সত্যবাদী জানবে। যেসব উপদেশ দিলেন, তার একটা ছিল, আমার সত্যতার বিষয়ে পূর্ণ ঈমান রাখবে। দ্বিতীয়ত পাঁচ বেলা নামায পড়বে। আর তৃতীয় বিষয় হল, কখনো মিথ্যা বলবে না। আর একথা বলে আমাকে ফেরত যাবার অনুমতি দিলেন। এই তিনটি উপদেশ প্রত্যেক আহমদীর দৃষ্টিপটে রাখা আবশ্যক।

মোহাম্মদ বখ্‌শ সাহেবের পুত্র হযরত ফযলে ইলাহী সাহেব (রা.) বলেন, একবারকার ঘটনা, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ও হযরত আম্মাজান একদিন ভ্রমণ করতে করতে আমাদের গ্রামে আসেন। ফেরত যাবার সময় বললেন, পানি পান করাও। হযরত আম্মাজানের পিপাসা লেগেছে। (এটি হযরত আম্মাজানের আনুগত্য সংক্রান্ত ছোট্ট একটি ঘটনা) আমার মা গ্লাসে পানি ঢেলে আমার হাতে দিয়ে বললেন, নিয়ে যাও। আমি দ্রুত তাঁর কাছে পানি নিয়ে গেলাম। আম্মাজান ও হযরত সাহেব রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমি আম্মাজানকে পানি দিলাম। তিনি গ্লাস ধরে পান করা শুরু করলেন। হযরত সাহেব শুধু বললেন, পানি বসে পান করা উচিত। আম্মাজান শুধু এক ঢোক পানি পান করেছিলেন। একথা শুনে তিনি সাথে সাথে বসে গেলেন এবং বাকী পানি বসে পান করলেন।

হযরত নিযাম উদ্দীন সাহেব বর্ণনা করেন,

একবারের ঘটনা। ঐ যুগের রীতি অনুসারে প্রথমে সব অতিথি গোল কামরায় একত্রিত হতেন। হযরত আকদাসকে জানানো হত যে, হুযুর! সেবকগণ উপস্থিত। একদিন হযরত আকদাস পূর্বেই চলে আসেন। হযরত মৌলভী নূর উদ্দীন সাহেব (রা.) তখনো আসেন নি। আমাকে হুযুর বললেন, যাও মৌলভী সাহেবকে ডেকে আন। আমি দৌড়ে চিকিৎসালয়ে গেলাম এবং হযরত আকদাস তাঁকে ডেকেছেন বলে জানালাম। হযরত নূর উদ্দীন সাহেব বললেন, হযরত সাহেব চলে এসেছেন? আমি বললাম, হ্যাঁ। আরো বললাম, তিনি আপনাকে স্মরণ করেছেন। একথা শুনে তিনি ডাক্তারখানা থেকে দৌড়ে বের হন এবং গোল কামরায় পৌঁছেন। বৈঠকে হযরত খলীফা আউয়াল সাধারণত মাথা নত করে বসে থাকতেন। কেবল হযরত আকদাস তাকে সম্বোধন করলে মাথা তুলতেন, নয়ত দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত মাথা নত করে বসে থাকতেন।

হযরত হাফিয জামাল আহমদ সাহেব (রা.) বলেন, মরহুম মৌলভী গোলাম মোহাম্মদ সাহেব আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, একবার হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পক্ষ থেকে রাত এগার বা বারটার সময় কেউ একজন হযরত খলীফা আউয়াল (রা.)-এর ঘরে দুধ চাইতে আসল। মৌলভী সাহেব বললেন, আমার ঘরে তো এখন দুধ নেই, কিন্তু যত টাকাই লাগুক না, যেখান থেকেই হোক, এখনই দুধের ব্যবস্থা কর। হযরত সাহেবের লোক খালি হাতে ফেরত যাক, তা আমি চাইনা। {হয়ত কোন অতিথি এসেছে, তার জন্য হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) দুধ চেয়ে পাঠিয়েছেন)। আমি দৌড়ে এসে অতিথিশালার সামনে যে ঘর আছে, সেখানকার একজনকে জাগালাম। সে মহিষের দুধ দোহনের চেষ্টা করল এবং খোদার ফযলে দুধ পাওয়া গেল। (সাধারণত সন্ধ্যায় লোকেরা মহিষের দুধ দোহন করে নিত, কিন্তু তা সত্ত্বেও রাতে পুনরায় দোহনের পর দুধ বেরিয়ে আসল। মৌলভী সাহেব এতে খুবই আনন্দিত হলেন।

হযরত হাফিয জামাল আহমদ সাহেব (রা.) বলেন, মরহুম মৌলভী গোলাম মোহাম্মদ সাহেব বর্ননা করেন, একবার বাটালার এক সাহেব, আমি তার নাম ভূলে গিয়েছি, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর অনুমতিক্রমে হযরত খলীফা আউয়াল (রা.)-কে তার একটি রোগের চিকিৎসার জন্য বাটালা নিয়ে যান। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, মৌলভী সাহেব! সন্ধ্যার মধ্যেই আপনি ফিরে আসবেন। মৌলভী সাহেব বললেন, জী হুযূর, এসে পড়ব। খোদার মহিমা দেখুন! বাটালা পৌঁছানোর পর এমন বৃষ্টি হল যে, সর্বত্র পানিতে ডুবে গেল। সে অবস্থায় সন্ধ্যায় মৌলভী সাহেব কাদিয়ান পৌঁছে যান। হাটু পানিতে হাঁটতে হয়েছে। পায়ে কাঁটাও বিঁধেছে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এটি জানতে পেরে দুঃখ প্রকাশ করেন এবং বলেন, মৌলভী সাহেব! আমার কথার অর্থ এটি ছিল না। আপনি কেন এত কষ্ট করতে গেলেন ?

মোগল সাহেব হিসেবে পরিচিত হযরত আব্দুল আযীয সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, একবার হযরত মৌলভী নূর উদ্দীন সাহেব নিজের চিকিৎসালয়ে বসা ছিলেন। বেলা সম্ভবতঃ ১২টা অথবা ১টার দিকে, গরমকাল ছিল। হযরত উম্মুল মু'মিনীন ভেতর থেকে একজন সেবককে পাঠালেন, আর সে এসে বললো, মৌলভী সাহেব! হযরত উম্মুল মু'মিনীন বলেছেন, এসে আমার রগ খুলে দিন। তিনি বললেন, আম্মাকে গিয়ে বল, এই রোগের সময় চিকিৎসা শাস্ত্র অনুসারে রগকাটা নিষিদ্ধ। কিছুক্ষণ পর সে আবার ভেতর থেকে আসে আর একই কথার পুনরাবৃত্তি করে। হযরত মৌলভী সাহেবও একই উত্তর দেন। কিছুক্ষণ পর হযরত মিয়াঁ মাহমুদ আহমদ সাহেব আসেন, তাকে হযরত মৌলভী সাহেব কোলে তুলে নিলেন। আর জিজ্ঞেস করলেন, মিয়াঁ সাহেব, আসার উদ্দেশ্য জানতে পারি কী? বললেন, আব্বা বলছেন, এসে রগ খুলে দিতে। মৌলভী সাহেব গিয়ে সিংগা দেন। যখন চলে যাচ্ছিলেন, তখন গোলাম মোহাম্মদ সাহেব নামী এক ব্যক্তি বললেন, আপনি তো বলতেন, এটা নিষেধ। বললেন, এখন চিকিৎসা নয় বরং এটি নির্দেশ।

মিয়াঁ শরাফত আহমদ সাহেব (রা.) তাঁর পিতা হযরত মৌলভী জালাল উদ্দীন সাহেব মরহুমের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর প্রতি আমার পিতার খুবই ভক্তি ও ভালবাসা ছিল। আর হুযূর (রা.) ও তাঁকে বিশেষ স্নেহের দৃষ্টিতে দেখতেন। হযরত মৌলভী সাহেবের মা আওয়ান গোত্রের ছিলেন। অর্থাৎ মৌলভী জালাল উদ্দীন সাহেবের অপর দিকে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর মাও আওয়ান গোত্রের ছিলেন, আর মৌলভী জালাল উদ্দীন সাহেবও ঐ গোত্রের ছিলেন। এ জন্য হযরত মৌলভী সাহেব তাকে অনেক স্নেহ করতেন। তাঁর অর্থাৎ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর পক্ষ থেকে এ নির্দেশ ছিল, যখনই কাদিয়ান আসবে তখনই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বৈঠকে বসবে। এরপর আমার কাছে বসবে, আর কোথাও যাবে না। এই জায়গা ছাড়া আর কোথাও তোমার যাবার অনুমতি নেই। আব্বা বলতেন, আমি এমনই করতাম। পিতা বর্ণনা করেন, একবার আমি কাদিয়ানে রমযান কাটাই।

হযরত স্যার মুহাম্মদ জাফরুল্লাহ্ খাঁন সাহেবের পিতা চৌধুরী নাসরুল্লাহ্ খাঁন সাহেব বলেন, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) সে সময় চিকিৎসা ছাড়াও, যা আজকাল হাকীম কুতব উদ্দীন সাহেবের চিকিৎসালয়, সেখানে মৌলানা রূমীর মসনভীর দরস দিতেন। আমার পিতার সাথে ঐ দিনগুলোতে আমারও তার সাহচর্য লাভের সৌভাগ্য হত। আমার ভালভাবে স্মরণ আছে, অনেক সময় এই দরসের প্রাক্কালে এমন হয়েছে, কেউ একজন এসে বলেছে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বাহিরে এসেছেন, আর তা শোনামাত্রই হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) দরস বন্ধ করে উঠে দাঁড়াতেন। আর চলতে চলতে পাগড়ি বাঁধতেন আর জুতা পরার চেষ্টা করতেন। এই প্রক্রিয়ায় অধিকাংশ সময়ই তার জুতার গোড়ালীর অংশ ক্ষয় হয়ে যেত। যখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মজলিসে উপস্থিত হতেন, যতক্ষণ পর্যন্ত হুযূর তাঁকে সম্বোধন না করতেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি হুযূর (আ.)-এর পবিত্র চেহারার দিকে মুখ তুলে তাকাতেন না।

হযরত সুফী গোলাম মুহাম্মদ সাহেব (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মৃত্যুর পর লেখকগণ লিখেছেন, সবাই মৌলভী নূর উদ্দীন (রা.)-এর হাতে বয়আত করেন। আর মৌলভী সাহেব বলেন, গতকাল আমি তোমাদের ভাই ছিলাম। আজ আমি তোমাদের পিতা হয়ে গেলাম। তোমাদেরকে আমার আনুগত্য করতে হবে। আমাতুল হাফিয হুযূরের

সন্তানদের মধ্যে সবচে' ছোট ছিলেন, যদি আমাতুল হাফিযের হাতেও বয়আত করা হত তাহলে আমি তারও ঠিক তেমনই আনুগত্য করতাম, যেমন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি আনুগত্য ছিল।

আল্লাহ্ তা'লা সেই সমস্ত সাহাবীর (রা.) পদমর্যাদা উন্নত থেকে উন্নতর করুন, আর তাঁদের মনবাসনানুসারে পরকালেও তাঁরা যেন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথী হতে পারেন, এই ইচ্ছাও যেন পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। তাঁদের বংশধরদেরকেও বিশ্বস্ততা এবং আনুগত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখুন। আমাদেরকেও পুরো আনুগত্যের সাথে এ যুগের ইমামের সাথে দৃঢ় সম্পর্ক রক্ষা করার তৌফীক দান করুন। তিনি (আ.) তাঁর নিষ্ঠাবানদের জন্য দোয়া করেছেন আমরা যেন তারও উত্তরাধিকারী হতে পারি, আর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর উক্তি, যা আমি পাঠ করে শুনিয়েছি, তদনুসারে তাঁর (আ.) পরে তাঁর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত দ্বিতীয় কুদরতের সাথেও যেন বিশ্বস্ততা, ভালবাসা এবং আনুগত্যের উন্নত দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠাকারী হতে পারি; অর্থাৎ আমাদেরকে পরিপূর্ণ আনুগত্য করতে হবে। যে এই যুগে আল্লাহ্ তা'লার কৃপার উত্তরাধিকারীও হতে চায়, তাকে খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে এ জামাতের অংশ হতে হবে, কেননা, এটি ছাড়া আল্লাহ্ তা'লার কৃপা লাভ হতেই পারে না। মহান আল্লাহ্ তা'লা সবাইকে এর সৌভাগ্য দান করুন।

এখন জুমুআ এবং আসর এর নামায জমা করার পর আমি দু'টি গায়েবানা জানাযার নামায পড়াব। প্রথম জানাযা হচ্ছে, একজন শহীদ মরহুম মোবারক আহমদ সাহেবর পুত্র মুকাররম তারেক আহমদ সাহেবের। 'লাইয়া'র একটি গ্রামে তার জন্ম। তারেক সাহেবের জন্মের দু'মাস পূর্বেই তার পিতা মোবারক আহমদ সাহেবের মৃত্যু হয়। মুকাররম তারেক সাহেবের বয়স হয়েছিল ৪১ বছর। তিনি অত্যন্ত মেধাবী এবং যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। ২০১২ সনের ১৭ই মে, তারেক সাহেব বাজার করা আর ব্যবসায়ীদের টাকা ফেরত দেয়ার জন্য লাইয়া জেলার কারূডে যান। সেখান থেকে আসার পূর্বে আনুমানিক ৪ টার দিকে ঘরে ফোন করে বলেন, সবজি ও অন্যান্য বাজার করেছি, অন্য কোন কিছুর প্রয়োজন আছে কি না? এরপর থেকে তার সাথে আর কোন যোগাযোগ হয়নি। রাত পর্যন্ত ঘরে ফিরে আসেন নি। ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হয়, কিন্তু কোনভাবেই যোগাযোগ সম্ভব হয়নি। পরবর্তীতে জানা যায়, ফিরতি পথে অজ্ঞাত পরিচয় কয়েকজন তাকে অপহরণ করে অজানা স্থানে নিয়ে যায়। তার হাত পা বাঁধা অবস্থায় ছিল, তার উপর চরম নির্যাতন চালানো হয়। নির্যাতনের ভয়াবহতা এমনই ছিল যে, মরহুমের একটি পা ভেঙ্গে ফেলা হয়, কাঁধের একপাশ এবং পাজরও গুড়িয়ে দেয়া হয়। দু'হাটুতেই তারকাটা ফোটানোর চিহ্ন ছিল। চোখেও গভীর আঘাতের ছাপ ছিল। মাথাতেও চরম নিষ্ঠুরতার আঘাত ছিল, আর নিষ্ঠুরতার পরও মাথায় গুলি করে তাকে শহীদ করা হয়, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ।

এরপর এ অবস্থাতেও তারপ্রতি নিষ্ঠুর অত্যাচার করে এবং চরম বর্বরতা চালায়। মৃত্যুর পূর্বেও তা করা হয়েছিল। অতঃপর একটি ড্রামে ভরে রাজান শাহ্‌র নদীতে ফেলে দেয়। সৌভাগ্যক্রমে নদীর মুখে বাঁধ ছিল তা না হলে নদীতে লাশের কোন সন্ধানই পাওয়া যেত না। পরের দিন পুলিশ জানিয়েছে যে, লাশ পাওয়া গেছে, কিন্তু আঘাতের কারণে চেহারা এতটাই ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে যে, আত্মীয়-স্বজনরা শনাক্ত করতে পারছিলেন না। চেহারা অনেক বেশি খারাপ এবং বিকৃত করে ফেলা হয়েছিল। কাপড়-চোপড় এবং অন্যান্য চিহ্নের মাধ্যমে আত্মীয়-স্বজনরা তাকে শনাক্ত করেন।

আমীর সাহেবের রিপোর্টে বলা হয়েছে, এটি জামাতী বিরোধিতার কারণে হয়নি। কিন্তু আমার ধারণা– জামাতের বিরোধিতার কারণেই এমনটি ঘটেছে। কেননা পূর্বেও বিরোধিতা হয়েছে। যেহেতু তিনি ভদ্র মানুষ ছিলেন, কারো সাথে তার এমন কোন লেন-দেনের সম্পর্ক ছিল না। এছাড়া তার কোন আত্মীয়কেও কিছুদিন পূর্বে গুলি করে এমনিভাবে আহত করা হয়েছিল। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের পদমর্যাদা উন্নীত করুন, আর এই শত্রুদেরকেও দ্রুত দৃষ্টান্তমুলক নিদর্শনে পরিণত করুন। আর আহমদীয়াতের সত্যতার পক্ষে সমুজ্জ্বল নিদর্শনাবলী প্রকাশ করুন, আর অচিরেই তা প্রকাশ করুন।

সর্বদা স্মরণ রাখবেন! এমন অবস্থায় যতক্ষণ পর্যন্ত না দোয়ার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করা হবে আর আল্লাহ্ তা'লার কাছে নিদর্শন যাচনা না করা হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সেই সফলতা আমাদের দৃষ্টিগোচর হবে না যার অঙ্গীকার মহান আল্লাহ্ তা'লা করেছেন। সাধারণত যে সফলতা নিদর্শনের পর লাভ হয়– তা এমন এক সুস্পষ্ট সফলতা বলে গণ্য হয় যা শত্রুদেরও দৃষ্টিতে পরে আর এরই ফলশ্রুতিতে শত্রু সত্যকে গ্রহণ করে। যখন আমরা পরম বিনয়ের সাথে আল্লাহ্ তা'লার সমীপে সমর্পণকারী হব, তখনই একটি অলৌকিক সফলতা লাভ হবে। দোয়া প্রার্থনাকারী হব আর আল্লাহ্ তা'লা এবং তাঁর বান্দার প্রাপ্য অধিকার প্রদানকারী হব। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এর সৌভাগ্য দান করুন।

মরহুম শহীদের ভাই আরেফ আহমদ গিল সাহেব সিলসিলাহ্‌র মুরব্বী। তিনিও মরহুমের অনেক গুণাবলী বর্ণনা করে বলেন, তিনি সবাইকে ভালবাসতেন। মরহুমের স্ত্রী ছাড়াও ছয় ছেলে এবং দু'জন কন্যা রয়েছে। বড় ছেলের বয়স ১৮ বছর আর সবচেয়ে ছোট সন্তানের বয়স দুই বছর। অন্য সবার বয়স এদের মাঝামাঝি। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকেও স্বীয় সুরক্ষায় আশ্রিত রাখুন।

দ্বিতীয় আরেকটি জানাযা হচ্ছে, রাবওয়া নিবাসী মুকাররমা আমাতুল কাঈউম সাহেবার। তিনি শেখ আব্দুস সালাম সাহেবের স্ত্রী ছিলেন। তিনি ৩রা মে ২০১২ তারিখে মৃত্যুবরণ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ।

তিনি রাবওয়ার প্রতিষ্ঠাকালীন বাসিন্দাদের একজন ছিলেন। মরহুমা মুসীয়া ছিলেন। তার তিন কন্যা এবং পাঁচজন ছেলে রয়েছে। এখানে (জার্মানীতে) তার এক ছেলে রয়েছে, যার নাম আব্দুর রাফে সাহেব। একইভাবে হল্যান্ডেও এক ছেলে রয়েছে, আর অন্য একজন আছেন রাবওয়াতে। তার মেয়ের ঘরের দুজন নাতী যুক্তরাজ্যের জামেয়াতে অধ্যয়নরত আছে। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমার পদমর্যাদা উন্নত করুন।

(জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ ও বাংলা ডেস্কের যৌথ প্রচেষ্টায় অনুদিত)

জুমুআর খুতবা

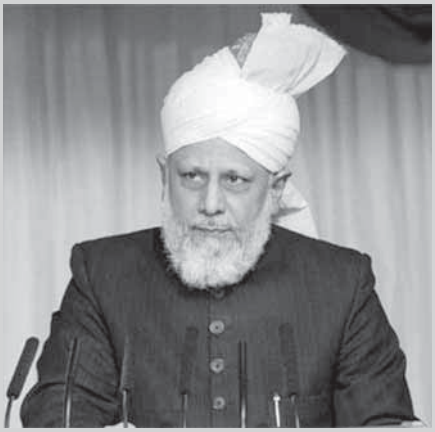

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক হল্যান্ডের নুনস্পিটস্থ মসজিদে নূর-এ প্রদত্ত ১৮ মে ২০১২-এর (১৮ হিজরত, ১৩৯১ হিজরী শামসি) জুমুআর খুতবা।

নামায ও আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্কের প্রয়োজনীয়তা

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۝ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

বাংলা ডেস্ক নিজ দায়িত্বে খুতবার এই বঙ্গানুবাদ উপস্থাপন করছে।

আল্লাহ্ তা'লার অপার কৃপায় আজ আহমদীয়া জামাত হল্যান্ডের বার্ষিক জলসা আরম্ভ হচ্ছে। তিনি আমাকে আরেকবার হল্যান্ডের বার্ষিক জলসায় অংশ গ্রহণের সুযোগ দিচ্ছেন। আজকের এ জলসা মূলতঃ আগামী সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হবার কথা ছিল। কিন্তু আমার অংশ গ্রহণের ইচ্ছা দেখে আর আমার অন্যান্য প্রোগ্রামের নিরিখে হল্যান্ড জামাত এই জলসা এক সপ্তাহ এগিয়ে এনেছে। খুব কম সময়ের মধ্যে প্রস্তুতি নিতে হয়েছে তাদের। যদিও হল্যান্ড একটি ছোট্ট দেশ আর আমাদের জামাতও ছোট– স্বল্প সময়ের মধ্যে সংবাদ দিয়ে সহজেই সবাইকে জানানো যায়, কিন্তু আপনারা সবাই সানন্দে ও অনায়াসে প্রোগ্রামের এই পরিবর্তন মেনে নিয়েছেন। এখানে স্থান সংকুলানের সমস্যা ছিল, জায়গা খুব ছোট। বড় হল ভাড়া করা হয়েছিল, তারিখ পরিবর্তনের কারণে তা পাওয়া যাচ্ছিল না।

যাহোক, এখন ভাল ব্যবস্থা হয়ে গেছে। কিন্তু কিছু কিছু বাস্তব সমস্যাও হয়ত হয়েছে অথবা সৃষ্টি হতে পারে, যার ফলে হয়ত আপনারা কিছুটা কষ্টের সম্মুখীন হয়ে থাকবেন। যদি এমন হয়, তাহলে হাসিমুখে আপনারা তা সহ্য করবেন। প্রথমতঃ আমি আশা করি, আমাদের স্বেচ্ছা, সেবকরা আপনাদের আরামের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করবেন। জামাত ছোট হোক বা বড়, এখন পৃথিবীতে বার্ষিক জলসা বা কোন বড় ইজতেমার সময় পুরো আয়োজনকে সফল করার নিমিত্তে নিঃস্বার্থ কর্মীবাহিনী তৈরী হয়েছে, যারা সানন্দে অতিথি সেবার জন্য সদা প্রস্তুত থাকে। যারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর অতিথি, তাঁর প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থাপনার আহ্বানে সাড়া দিয়ে যারা এসেছেন– স্বেচ্ছা সেবকরা খুবই আন্তরিকতার সাথে তাদের সেবা দান করে থাকেন।

আল্লাহ্ তা'লা স্বেচ্ছা সেবকদেরকে আগামীতেও নিঃস্বার্থ সেবার তৌফিক দান করুন আর তাদেরকে উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন। যদি কোথাও কোন ত্রুটি থেকে যায়, তাহলে সেগুলো ঢেকে রাখুন। অতিথি, যারা অংশ গ্রহণ করছেন, তারাও দুর্বলতা বা ত্রুটির প্রতি দৃষ্টি না দিয়ে জলসায় অংশ গ্রহণের আসল উদ্দেশ্যকে সামনে রাখুন। জলসার মূল উদ্দেশ্য হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) নিজেই বর্ণনা করেছেন। আর সে উদ্দেশ্য তাই, যা বয়আতের মূল উদ্দেশ্য। বয়আত করার পর মানুষ পার্থিব মোহে আকৃষ্ট হয়ে আসল উদ্দেশ্যকে ভুলে যায়। এ জন্য আল্লাহ্ তা'লা বার বার উপদেশ দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন, এতে করে অন্তরে ঈমান আছে, এমন প্রত্যেকের উপকার হয়। আল্লাহ্ বলেছেন, فَإِنَّ الذِّكْرٰى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِيْنَ অর্থাৎ নিশ্চয় উপদেশ প্রদান মু'মিনদের হিতসাধন করে (সূরা আয্ যারিয়াত:৫৬)।

এ জলসা উপদেশ দেয়া এবং স্মরণ করানোর জন্য পৃথিবীর সর্বত্রই অনুষ্ঠিত হয়। এটি বলার জন্য এর আয়োজন যে, এ যুগের ইমামের হাতে বয়আত করার পর এ অঙ্গীকারকে স্মরণ রাখ! বয়আতের অঙ্গীকারকে স্মরণ কর। জাগতিক ব্যস্ততার কারণে কিছু দুর্বলতা যদি এসে গিয়ে থাকে তাহলে এখন উপদেশ শুনে, জ্ঞানগর্ভ ও শিক্ষামূলক বক্তৃতা শুনে নিজেদের অবস্থাকে নতুন করে তারা ক্ষতিয়ে দেখবে। সবাই একসাথে বসে পরস্পরের ভালগুণাবলী ধারণ ও বরণের চেষ্টা করুন এবং পাপ দূর করুন। সর্বদা স্মরণ রাখবেন, জলসার সময় ব্যক্তিগত বিষয়াদির প্রতি দৃষ্টি দেবেন না, বরং অনুষ্ঠানমালা শোনার পরও দোয়া ও খোদার স্মরণে রত থাকার চেষ্টা করুন। এ উদ্দেশ্য নিয়েই জলসায় অংশগ্রহণ করা উচিত। এই আধ্যাত্মিক পরিবেশে দু'তিন দিন অতিবাহিত করে আমরা আমাদের বয়আতের অঙ্গীকার নবায়ন করব, যাতে আমাদের ঈমান দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হয় আর তাক্বওয়ার ক্ষেত্রে যেন আমরা উন্নতি করতে পারি।

এ উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর নিম্নোবর্ণিত উপদেশটি সর্বদা মনে রাখবেন। তিনি (আ.) বলেন, 'এ অধমের হাতে বয়আত গ্রহণকারী এবং জামাতভূক্ত প্রত্যেক নিষ্ঠাবান ব্যক্তির কাছে যেন এটি সুস্পষ্ট থাকে যে বয়াতের উদ্দেশ্য হলো জাগতিকতার মোহ শিথিল হওয়া একই সাথে হৃদয়ে আপন প্রভু ও রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ভালবাসা ছেয়ে যাওয়া আবশ্যক এবং (জগতের সাথে) এমন বিচ্ছেদ সৃষ্টি হওয়া বাঞ্ছনীয়, যার সুবাদে পরকালের সফর আর অপছন্দনীয় লাগবে না'।

অতএব আমাদের প্রত্যেককে স্মরণ রাখা উচিত, জলসা যেন আমাদের জন্য এ মান অর্জনের মাধ্যম হয়। এ জলসায় ধর্মকে পার্থিব বিষয়ের উপর প্রাধান্য দেয়ার ভাবনাকে আরো শানিত করতে হবে।

আমরা যদি বুঝি যে, আল্লাহ্ তা'লা আমাদের কাছে কী চান এবং মহানবী (সা.) কী চান? তবেই কেবল আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সা.)-এর প্রতি ভালবাসা অন্য সব ভালবাসার উপর প্রাধান্য পেতে পারে। আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল আমাদের কাছে কী চান- শুধু একথা জানলেই চলবে না বরং এসব বিষয় জানার পর এগুলোর উপর আমল করাও আবশ্যক এবং এগুলো লাভের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করা উচিত। এসব বিষয় মেনে চললেই সেই অবস্থা সৃষ্টি হয় যখন মানুষের কাছে পরকালের সফর আর অপছন্দনীয় মনে হয় না। প্রত্যেককেই এক না একদিন এ পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে বিদায় নিতে হবে। কিন্তু আমাদের মধ্য থেকে তারাই সৌভাগ্যবান, যারা আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি ও তাঁর ভালবাসা নিয়ে এ পৃথিবী ত্যাগ করবে এবং আল্লাহ্ তা'লার সমীপে উপস্থিত হবে।

অতএব আমাদের সবার সামনে এ বিষয়টি থাকতে হবে, মানুষের মাঝে পুণ্যকর্ম করার এবং মন্দকর্ম থেকে বিরত থাকার ইচ্ছা তখনই প্রবল হয়, যখন তার মাঝে এ দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে, আমাকে এক না একদিন আল্লাহ্ তা'লার সমীপে উপস্থিত হতে হবে, আর সেখানে আমাকে আমার কর্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হবে।

আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

অর্থাৎ হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহ্ তা'লার তাক্বওয়া অবলম্বন কর। আর প্রতিটি আত্মার দেখা উচিত, সে আগামীর জন্য কী প্রেরণ করছে? তোমরা আল্লাহ্‌র তাক্বওয়া অবলম্বন কর, তোমরা যা কিছু কর সে বিষয়ে আল্লাহ্ তা'লা সর্বজ্ঞ। (সূরা আল্ হাশর:১৯)

আল্লাহ্ তা'লা এখানে সুস্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন, তোমাদের ঈমান তখনই পূর্ণতা পাবে, যখন তোমরা সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্‌র হয়ে যাবে এবং তাঁর তাক্বওয়া অবলম্বন করবে। আর একজন খাঁটি মু'মিন হবার দাবীদার তখনই এই তাক্বওয়া অর্জন করতে পারে, যখন সে এ বিশ্লেষণ করে যে, পরজগতের জন্য সে কী প্রেরণ করছে এবং সেই প্রকৃত ও স্থায়ী জীবনের জন্য সে কী চেষ্টা করেছে? মানুষ এই পার্থিব জগতের জন্য চেষ্টা করেই থাকে, অবিচলতার সাথে চাকরীর সন্ধান করে, ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য পরিশ্রম করে, সম্পত্তি গড়ার জন্য প্রিশ্রম ও সাধনা করে, সন্তানকে জাগতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করতে উৎকণ্ঠার সাথে চেষ্টা করে এবং আরো অনেক জাগতিক কাজকর্মের জন্য মানুষ মরিয়া হয়ে চেষ্টা করতে থাকে। কিন্তু খোদা তা'লার প্রতি যার বিশ্বাস আছে সে এই চেষ্টা-প্রচেষ্টার পাশাপাশি দোয়াও করে অথবা অন্যদের দিয়ে দোয়াও করায়। জাগতিক উদ্দেশ্য অর্জনে দোয়ার জন্য প্রতিদিন আমার কাছে অসংখ্য পত্র আসে। অনেকে এমনও আছেন, যারা নিজেরা জাগতিক বিষয়াদি নিয়ে পড়ে থাকে, পাঁচ বেলার নামাযও যথাযথভাবে পড়ে না। আর পড়লেও তাড়াহুড়া করে মুরগীর আধার খাবার মত করে পড়ে কিন্তু দোয়ার পত্রে অনেক বেদনাদায়ক চিত্র তুলে ধরে আর তাও জাগতিক জিনিসের জন্য। দোয়ার গুরুত্ব কী, এ ব্যাপারে পরবর্তীতে আমি উল্লেখ করব।

আমি বলছিলাম, মানুষ জাগতিক কাজের জন্য অনেক কিছু করে থাকে। একজন আহমদী এ দাবীও করে যে, আমি এ যুগের ইমামকে মেনেছি, যিনি আমাকে পুনরায় ইসলামের অনুপম শিক্ষার সাথে পরিচিত করিয়েছেন, কিন্তু তাক্বওয়ার সেই মান অর্জন করে না বা করার চেষ্টাও করে না, যা প্রত্যেক আহমদী মুসলমানের করা উচিত। আল্লাহ্ তা'লা এটি বলেন নি যে, তোমাদের মৃত্যুর পর তোমাদের জাগতিক উন্নতির ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হবে বরং বলেছেন, তাক্বওয়া অবলম্বন কর, আর দেখ! তুমি আগামীর জন্য, সেই পরবর্তী জীবনের জন্য যা তোমাদের মৃত্যুর পর শুরু হবে, যা চিরস্থায়ী জীবন তার জন্য তোমরা কী অগ্রে প্রেরণ করেছ। এ জগতের অর্জন, এ জগতের ব্যাংক-ব্যালেন্স, এ জগতের সহায়-সম্পত্তি, সন্তান এবং আত্মীয়-স্বজন সবকিছু এখানেই পড়ে থাকবে। তাদের ব্যাপারে খোদা তা'লা কিছুই জিজ্ঞেস করবেন না, আল্লাহ্ তা'লা এটিই জিজ্ঞাসা করবেন, যে সৎকর্ম করার জন্য আমি তোমাদেরকে তাগিদ দিয়েছি তা তোমরা কতটুকু করেছ? আর যে সৎকাজই আমরা করব, যে নেকীই আমরা খোদা তা'লার সন্তুষ্টি লাভের জন্য করব, তাক্বওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে যে কাজই আমরা করি না কেন, আমরা যতটুকু আল্লাহ্ তা'লার অধিকার এবং বান্দার প্রাপ্য প্রদানের চেষ্টা করব তা খোদা তা'লার সামনে থাকবে। তাই আল্লাহ্ তা'লা বলেন, 'আমার কাছে তোমাদের সেসব সম্পদ পৌঁছবে না বরং তাক্বওয়া পৌঁছবে'।

অতএব সর্বদা এ বিষয়টিকে দৃষ্টিতে রাখবে। যে কাজই তোমরা করছ, তা আল্লাহ্ তা'লার অধিকার প্রদানের চিন্তা মাথায় রেখে কর অথবা আল্লাহ্ তা'লার বান্দার প্রাপ্য প্রদানের চিন্তা মাথায় রেখে কর। যে কাজ একনিষ্ঠ ভাবে তাক্বওয়ার ভিত্তিতে হবে, সে কাজ সম্পর্কেই আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, তোমরা এটি দেখ যে পরবর্তী দিনের জন্য তোমরা কি প্রেরণ করেছ। এক বান্দা যা কিছুই আল্লাহ্ তা'লার তাক্বওয়াকে দৃষ্টিতে রেখে করে, সেই আমলই আল্লাহ্ তা'লার দরবারে গ্রহণযোগ্যতার মর্যাদা লাভ করবে এবং সে আল্লাহ্ তা'লার কাছ থেকে এর উত্তম প্রতিদান লাভ করে। আল্লাহ্ তা'লাকে ধোঁকা দেয়া যায় না। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের প্রত্যেক কাজের নিয়্যত এবং প্রতিটি কাজ সম্বন্ধে অবগত। আমাদের কর্মের স্বরূপ কী আর ঐ কাজ আমরা কোন উদ্দেশ্যে করছি, তাও তিনি জানেন। আর এ কারণেই মহানবী (সা.) বলেছেন, 'কর্মের প্রতিফল নিয়্যতের উপর নির্ভরশীল'।

তাই আমাদের সে কাজই আল্লাহ্ তা'লার দরবারে গৃহীত হবে যে কর্মের উদ্দেশ্য পবিত্র হবে এবং আল্লাহ্ তা'লার তাক্বওয়া হৃদয়ে লালন করে তা করা হবে। আল্লাহ্‌র অধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল নামায। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর প্রতি ঈমান আনার পর দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ শর্ত রেখেছেন নামায প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু অপর এক জায়গায় নামাযীদেরকে কঠোরভাবে সতর্কও করেছেন। বলেছেন, فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ অর্থাৎ ঐসব নামাযীদের জন্য ধ্বংস যারা নামাযের অধিকার প্রদান করে না। যারা তাক্বওয়া বিবর্জিত নামায পড়ে। আল্লাহ্ তা'লা, যিনি আলিমুল গায়েব (অদৃশ্যের ব্যাপারে জ্ঞাত), যিনি খবীর (সর্বজ্ঞানী) এবং আলীম (সবজান্তা), তিনি সকল গোপন বিষয়েও অবগত। তিনি সকল বিষয় জানেন, নিয়্যত বা উদ্দেশ্যকেও জানেন। নামায কি অবস্থায় পড়া হচ্ছে, তাও জানেন। তিনি এমন নামায প্রত্যাখ্যান করেন যা তাক্বওয়া শুন্য। তাই আমাদের প্রত্যেককে একান্ত সাবধানতার সাথে নামায পড়ার চেষ্টা করা উচিত কেননা নামাযকে খোদা তা'লা আমাদের জীবনের মূল উদ্দেশ্য আখ্যা দিয়েছেন। আর যা জীবনের মূল উদ্দেশ্য, তা অর্জনের চেষ্টাও যথাযথ ভাবে করতে হয়। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ অর্থাৎ, আমি মানুষ ও জিন্নকে কেবল আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি (সূরা আয্

যারিয়াত:৫৭)।

এরপর মহানবী (সা.) বলেন, 'নামায হল সকল ইবাদতের মূল'। আমি যেমন বলেছি, বস্তুবাদীরা জাগতিক স্বার্থে কতই না চেষ্টা-সাধনা করে, কত পরিশ্রম করে, কত রকমের কষ্ট সহ্য করে, আর এত চিন্তা করে যে, নিজেদের স্বাস্থ্য নষ্ট করে ফেলে। পার্থিব ধন-সম্পদ, সম্পত্তির ক্ষতি হলে কেউ কেউ মানসিক রোগে আক্রান্ত হয়ে যায়। অনেকে আবার ভয়ানক পরিণতি সহ্য করতে না পেরে এমন বিষন্নতায় ভোগে যে, চিররোগী হয়ে যায়। এ সবকিছু পার্থিব জীবনের জন্য হয়ে থাকে। কিন্তু যদি একটু চিন্তা করে দেখেন, একজন মানুষের কর্মক্ষমতা বা সক্রিয় জীবন বা বয়স খুব বেশী হলে ষাঠ বা সত্তর বছর হয়ে থাকে। এর পরের জীবন সাধারণত কর্মক্ষম থাকে না। এরপর সাধারণত সন্তানদের বা অন্যদের দয়ামায়ার প্রতি নির্ভর করতে হয়। এখানেও (পাশ্চাত্যে) সন্তানেরাও দেখাশুনা করে না। অধিকাংশরাই বৃদ্ধাশ্রমে চলে যান, তাদেরকে সেখানে পাঠিয়ে দেয়া হয়। কয়েক সপ্তাহে একবার সন্তানরা তাদের সাথে সাক্ষাত করতে আসে এবং মনে করে অনেক বড় অনুগ্রহ করে ফেলেছি। এই বয়সে কেউ তাদের গ্রাহ্যই করে না। সেখানে সবাই নার্স বা সেবিকাদের কৃপা ও অনুগ্রহের ওপর নীর্ভর করে। এই বয়সে উপনীত হয়ে যাদের খোদা তা'লার অস্তিত্বে বিশ্বাস থাকে, তারা খোদা তা'লার দিকে মনোনিবেশ করে। এই বয়সে অনেকের মাঝে পরকালের চিন্তারও উদয় ঘটে। উত্তম পরিণামের জন্য দোয়া করে এবং অন্যদের দিয়েও দোয়া করিয়ে থাকে। কিন্তু প্রকৃত মু'মিন তারাই, যারা এ বয়সে উপনীত হবার অনেক পূর্বেই নিজেদের উত্তম পরিণামের কথা ভাবে এবং নিজ জীবনের মৌলিক ও প্রকৃত উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য চেষ্টা করে আর নিজ ইবাদতের ব্যাপারে যত্নবান থাকে। পার্থিব মোহ, চাকচিক্য, তাকে ইবাদত সম্পর্কে উদাসীন করে না, নামাযের ব্যাপারে উদাসীন করে না। আহমদী পরিবারগুলোর প্রতি এটিও আল্লাহ্ তা'লার একটি অনুগহ, সাধারণত স্বামী বা স্ত্রীর মাঝে একজন যদি ইবাদতের ব্যাপারে যত্নবান না হন, তাহলে অপরজন মনোযোগ আকর্ষণ করার চেষ্টা করেন। অনেকে আমাকে সাক্ষাতকালে বা চিঠি-পত্রের মাধ্যমেও বলেন, আমাদের স্বামী বা স্ত্রীর নামাযের প্রতি মনোযোগ নেই, দোয়া করুন, যেন তার মনোযোগ সৃষ্টি হয়। সাধারণত মহিলারা বেশি বলে থাকেন। এই দৃষ্টিকোণ থেকে যেখানে এটি খুশির বিষয় যে, মহিলারা নামাযের প্রতি অধিক মনোযোগী এবং আশা করা যায়, তাদের এই মনোযোগের কারণে সন্তানদেরও এদিকে মনোযোগ নিবদ্ধ থাকবে এবং সঠিকভাবে তাদের তরবীয়ত করতে পারবেন, সেখানে এটি একটি দুঃচিন্তারও বিষয় যে, পুরুষকে কর্তা বা অভিভাবক বানানো হয়েছে; যাকে পরিবারের তত্বাবধায়ক বানানো হয়েছে, সে নামাযে দুর্বল। পুরুষ হল, ঘরের কর্তা, যার দায়িত্ব হল, পুরো পরিবারের জন্য আদর্শ হওয়া। শুধু তাই নয় তার 'আদর্শ' হওয়াকে 'আবশ্যক' আখ্যা দেয়া হয়েছে। সে যদি এই উদ্দেশ্য যা তার জীবনের মূল উদ্দেশ্য, তা অর্জনের চেষ্টা না করে, তাহলে সন্তানেরা কী শিখবে? আর কার্যতঃ তাই হয়। ছেলে যখন বড় হয়ে যৌবনে পদার্পণ করে তখন পিতা বে-নামাযী হলে মায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ সত্ত্বেও সেই ছেলে মুখের উপর বলে দেয়, আমি কেন পড়ব? নামায, যা সকল ইবাদতের মূল, তা সম্পর্কে এরূপ যত্নবান হওয়া উচিত ছিল যে, মসজিদ বা নামায সেন্টার দূরে থাকলে ঘরে বাজামাত নামায আদায় করা উচিত– যেন নামাযের কল্যাণে ঘর ভরে যায় এবং আল্লাহ্ তা'লার কৃপাবারি সেই ঘরে অবতীর্ণ হয়। নামায প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে পুরুষকে বিশেষভাবে হুকুম দেয়া হয়েছে আর নামায প্রতিষ্ঠা করার অর্থই হল, একান্ত বাধ্যবাধকতা না থাকলে বাজামাত নামায পড়া।

এখানে জলসার তিন দিন আমাদের জন্য আধ্যাত্মিক, শিক্ষামূলক ও নৈতিক উন্নতিকল্পে অনুষ্ঠানমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। এ অনুষ্ঠানের মধ্যে তাহাজ্জুদের নামায এবং ফরয নামায সমূহ অধিকাংশই বাজামাত পড়ে থাকেন। এ বিষয়গুলোকে নিজেদের জীবনের স্থায়ী অংশ করে নেয়ার অঙ্গীকার করুন, তবেই আপনারা তাক্বওয়ার গুরুত্বপূর্ণ পথে পরিচালিত বলে আখ্যা পেতে পারেন এবং জলসা আয়োজনের উদ্দেশ্য অর্জনকারী হতে পারেন। জলসা অনুষ্ঠানের ঘোষণা করে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাক্বওয়ায় উন্নতি এবং এ উদ্দেশ্যে চেষ্টা-প্রচেষ্টাকে গুরুত্বপূর্ণ বলে অভিহিত করেছেন। তিনি (আ.) জলসার গুরুত্ব সম্পর্কে বলেন, 'হৃদয় যেন সম্পূর্ণরূপে পরকালের প্রতি ঝুঁকে যায় (অর্থাৎ জলসায় অংশ গ্রহণকারীদের মনে যেন খোদাভীতি সৃষ্টি হয়) দুনিয়া-বিমুখতা, খোদা-ভীরুতা ও খোদার অসন্তুষ্টির ভয়ে ভীত হওয়া, সাধুতা, কোমল হৃদয়, পরস্পরের প্রতি ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্বের ক্ষেত্রে তারা যেন পরস্পরের জন্য আদর্শ হয়। বিনয়, নম্রতা, সরলতা, সততা যেন তাদের মাঝে সৃষ্টি হয় এবং ধর্মীয় কাজে তারা যেন সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে'।

প্রথম কথা, তিনি (আ.) বলেছেন, পরকালের প্রতি পূর্ণরূপে আকর্ষণ সৃষ্টি কর। কুরআনের নির্দেশও তাই, 'তোমরা পরকালের জন্য কি সঞ্চয় করছ, সে দিকে দৃষ্টি দাও'। এ জগতের জন্য চিন্তা করার পরিবর্তে পরকালের চিন্তা কর। তাক্বওয়া থাকলে পরেই এ অবস্থার সৃষ্টি হয়। তাক্বওয়া থাকলে তা খোদা ভীরুতার প্রতি আকৃষ্ট রাখবে। এরফলে আল্লাহর প্রাপ্য অধিকারসমূহ্ আদায় করার সাথে সাথে মানুষের অধিকারসমূহ্ আদায় করার প্রতিও মনযোগ নিবদ্ধ হবে। আর এ কারণেই তিনি (আ.) মানুষের প্রাপ্য অধিকারসমূহ্ আদায় করার ক্ষেত্রে পরস্পরের প্রতি ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টির প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন। পরস্পরের প্রতি ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্ব বন্ধন সৃষ্টির কথা বলে ক্ষান্ত হন নি, বরং বলছেন, সমাজের উপরও এর একটি ভালো প্রভাব পড়তে হবে। তোমাদের বিনয়, নম্রতা, সৎকর্ম এবং অন্যের প্রতি যত্নবান হওয়া যেন এমন পর্যায়ের হয় যে জগদ্বাসী বলে ওঠে, এরা হল আহমদী, যারা অন্যদের থেকে ভিন্ন। আল্লাহ্‌র অধিকার ও মানুষের প্রাপ্য অধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে পৃথিবী কোন আদর্শ দেখতে চাইলে তারা যেন আহমদীদেরকে দেখে। এরপর তিনি (আ.) বলেন, 'ধর্মীয় কাজে পরম উৎসাহ ও আগ্রহের সাথে অংশ গ্রহণ কর'। ধর্মীয় কাজের মধ্যে ইসলাম প্রচারের জন্য আর্থিক কুরবানী অন্তর্ভূক্ত। মসজিদ নির্মাণের প্রতি দৃষ্টি দেয়া ও চেষ্টা করা, তবলীগ করার পরিকল্পনা করা এবং পরিকল্পনানুযায়ী প্রত্যেক আহমদীকে এজন্য সময় দেয়াও এর অন্তর্ভূক্ত।

অতএব জলসায় এসে আমরা যখন বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা শুনি আর এর সুবাদে যেসব বিষয়ের প্রতি আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় তা পরবর্তীতেও যেন আমাদের মনে থাকে, সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে। কাজেই প্রত্যেক আহমদীর উচিত, এ জলসায় অংশগ্রহণ করে নিজেদের ইবাদতের মান উন্নত করা, আল্লাহ্ তা'লার প্রাপ্য অন্যান্য অধিকার সমূহ্ প্রদান করা এবং মানুষের অধিকার প্রদান, সমাজের প্রাপ্য অধিকার প্রদান করা। নিজেদের মাঝে কোন মনোমালিন্য থাকলে

এ জলসার কল্যাণে তা দূর করে ফেলুন। এ জলসার উদ্দেশ্যাবলী আমরা তখনই অর্জন করতে পারব, যখন আমরা সকল প্রকার পাপ দূর করার অংঙ্গীকার করব ও তা দূর করার চেষ্টা করব। এমন একটি সমাজ– যার অধিকাংশই খোদার অস্তিত্বে অস্বীকারকারী, যারা বৈষয়িকতাকেই সব কিছু মনে করে এবং তা অর্জনের জন্য পূর্ণ চেষ্টা করে সেখানে থেকে ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা, ধর্মের জন্য ত্যাগ স্বীকার করা,অনেক বড় ব্যাপার। আমরা অনেককেই দেখে থাকি, যারা এখানে এসে এখানকার স্রোতে গা ভাসিয়ে দেয়। এখানকার অধিকাংশ মানুষের শয়তানী কাজ-কর্ম নবাগতদের আকৃষ্ট করে। নবাগতরা, বা যারা হীনমন্যতায় ভোগে, মনে করে যে, হয়ত এসব এদের অন্ধ অনুকরণ এবং ধর্মকে অবহেলা করে দুনিয়াকে প্রাধান্য দেয়ার মাঝেই আমাদের উন্নতির রহস্য নিহিত। অথচ এতে উন্নতি নেই, বরং ধ্বংস রয়েছে।

আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

فَاتَّقُوا اللّٰهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

অর্থাৎ হে বুদ্ধিমানগণ! আল্লাহ্‌র তাক্বওয়া অবলম্বন কর, যেন তোমরা সফল হতে পার (সূরা আল্ মায়েদা:১০১)।

এখানে আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকেই সফল বলে অভিহিত করেছেন, যারা আল্লাহ্ তা'লার তাক্বওয়া অবলম্বন করে এবং বুদ্ধিমান তারাই, যারা পার্থিব কামনা-বাসনাকেই সবকিছু মনে করেনি। এ দুনিয়ার লোভ-লালসাকে প্রাধান্য দিয়ে চিরস্থায়ী জীবন ধ্বংস করেনি। বুদ্ধিমান তারাই, যারা ধর্মকে পার্থিবতার উপর প্রাধান্য দেয়। যারা এ পার্থিব জীবনকেই সব কিছু জ্ঞান করে, তারা তাদের চিরস্থায়ী জীবন ধ্বংস করে। যে চিরস্থায়ী জীবন ধ্বংস করে তাকে কোনভাবেই বুদ্ধিমান বলা যায় না। বুদ্ধিমান তাকেই বলা যায়, যে বড় কিছু লাভের জন্য ছোট জিনিস উৎসর্গ করে। আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ইহজগতকে ত্যাগ করাই বুদ্ধিমানের কাজ। অতএব একজন মানুষ, একজন প্রকৃত বিশ্বাসীর এটিকেই জীবনের উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা উচিত। এ উদ্দেশ্য কীভাবে অর্জন করা সম্ভব?

আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন,

وَهٰذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

অর্থাৎ এটি (কুরআন করীম) সেই গ্রন্থ, যা আমরা অবতীর্ন করেছি, এটি বরকত পূর্ণ। আর এ (কুরআন) অতি কল্যাণময় কিতাব, যা আমরা অবতীর্ণ করেছি। অতএব তোমরা এর অনুসরণ কর এবং তাক্বওয়া অবলম্বন কর, যেন তোমাদের প্রতি কৃপা করা হয় (সূরা আল্ আন'আম: ১৫৬)।

অতএব আমাদেরকে যদি আল্লাহ্ তা'লার আশিসের উত্তরাধিকারী হতে হয়, তবে পবিত্র কুরআনের নির্দেশাবলী পালন করতে হবে, যে সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে জোরালো তাকীদ দিয়েছেন। আর এ আনুগত্যই তাক্বওয়ার পথ সুগম করে। এর প্রতিদান সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, 'তোমাদের প্রতি আল্লাহ্ তা'লা করুণা বর্ষণ করতে থাকবেন। এ করুণাবারি কখনো নিঃশেষ হবে না বরং অবিরাম বর্ষিত হতে থাকবে। কেননা এখানে 'মুবারক' শব্দ লেখা আছে। বরকতের অর্থই হচ্ছে, সমস্ত কল্যাণকর বিষয় যা খোদা তা'লার পক্ষ থেকে লাভ হয় এবং তা প্রতিনিয়ত ও প্রতি মূহুর্তে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হতে থাকে। এটি আল্লাহ্ তা'লার করুণা। যদি মানুষ তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য একটি পুণ্য করে তাহলে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, আমি তা দশ গুণ বৃদ্ধি করি। শুধু তা-ই নয়– তিনি বলেন, আমি এর চাইতেও বেশি বৃদ্ধি করতে পারি এবং বৃদ্ধি করে থাকি।

অতএব তাক্বওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি বহু স্বাদের ফল ভোগ করে, এক একটি পুণ্যের কয়েক গুণ ফল ভোগ করছে, অগণিত ও বেহিসাব ভোগ করছে। অতএব আমাদের প্রত্যেকের উচিত পবিত্র কুরআনের নির্দেশাবলী পালনের চেষ্টা করা আর তখনই আমরা সত্যিকার অর্থে তাক্বওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত বলে গণ্য হব।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাক্বওয়ার ব্যাখ্যা করে এক স্থানে বলেন, 'তাক্বওয়ার সব সূক্ষ্ম পথে পদচারণার মাঝেই মানুষের সকল আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য্য নিহিত। তাক্বওয়ার সূক্ষ্ম পথগুলো আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য্যের চিত্তাকর্ষক ছাপ ও নয়ানাভিরাম গঠন-গড়ন স্বরূপ হয়ে থাকে। এটি সুস্পষ্ট যে, আল্লাহ্ তা'লার আমানতসমূহ ও ঈমানী দায়িত্বাবলী যথাসম্ভব পালন করা এবং আপাদমস্তক যত শক্তি ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ রয়েছে, যাতে বাহ্যিক চোখ-কান ও হাত-পা এবং অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অন্তর্ভূক্ত এবং আধ্যাত্মিক ভাবে হৃদয় এবং অন্যান্য বৃত্তি ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অন্তর্ভূক্ত। এগুলো যতদূর সম্ভব স্থান-কাল-পাত্র ভেদে যথাযথভাবে ব্যবহার করা এবং অবৈধ স্থান হতে বিরত রাখা এবং সেগুলোর গুপ্ত আক্রমনের বিষয়ে সতর্ক থাকাই হলো তাক্বওয়া'।

এ হলো আল্লাহ্ তা'লার অধিকার প্রদান। যে আমানত আল্লাহ্ তা'লা আমাদের প্রতি ন্যস্ত করেছেন, যে অঙ্গীকার আল্লাহ্ তা'লার সাথে করা হয়েছে তা সর্বদা পূর্ণ করার চেষ্টা করা। সকল অঙ্গ-প্রতঙ্গের মাধ্যমে সেই আমানত প্রত্যার্পন করা। হাত দ্বারা সেই কাজ করা উচিত, যা আল্লাহ্ তা'লা করার নির্দেশ দিয়েছেন। সমস্ত অপকর্ম থেকে বিরত থাকতে হবে। পা সেসব পুণ্যকর্ম করার জন্য ব্যবহার করবে, যা আল্লাহ্ তা'লা করার নির্দেশ দিয়েছেন। হাদীসে এসেছে, প্রতিটি পদক্ষেপ, যা মসজিদে যাবার উদ্দেশ্যে নেয়া হয় তার প্রতিদান দেয়া হয়। অতএব যারা প্রতিটি পদক্ষেপে দুনিয়ার ধান্দাকে পরিত্যাগ করে মসজিদে নামায পড়ার জন্য যায় তারাই আল্লাহ্ তা'লার অধিকার প্রদানকারী। এভাবে মানুষের মধ্যে যত প্রকার সুপ্ত বৃত্তি রয়েছে, সেগুলোও যথযথভাবে কাজে লাগনো উচিত। আল্লাহ্ তা'লার খাতিরে সেগুলোর ব্যবহার করতে হবে। আর শয়তানের আক্রমন থেকেও বাঁচার চেষ্টা করতে হবে। আর তাদেরকে এও বলেন, গুপ্ত-আক্রমন সম্পর্কে সতর্ক থাকবে। শয়তান যে কোনভাবে আক্রমন করতে পারে, এথেকেও সতর্ক থাকবে।

তিনি আবার বলেন, বান্দার অধিকার প্রদানের প্রতিও দৃষ্টি রাখবে। এতক্ষণ আল্লাহ্ তা'লার অধিকার প্রদানের কথা হলো, বান্দার যে অধিকার রয়েছে সেগুলোর প্রতিও লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। এটি সেই রীতি, যার সাথে মানুষের সমস্ত আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য্য সম্পৃক্ত। আর খোদা তা'লা পবিত্র কুরআনে তাক্বওয়াকে লেবাস বা পোষাক নামে অভিহিত করেছেন। 'লেবাসুত্ তাক্বওয়া' হলো পবিত্র কুরআনের শব্দ। এটি সেই বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করে যে আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য্য এবং আধ্যাত্মিক শোভা তাক্বওয়া থেকে উৎসারিত হয়। খোদার সমস্ত আমানত, ঈমানী অঙ্গীকার তেমনিভাবে সৃষ্টির সমস্ত আমানত এবং অঙ্গীকারের প্রতি মানুষের যত্নবান থাকার নামই হল তাক্বওয়া। অর্থাৎ এর সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর দিকগুলোও যথাসাধ্য পালনের চেষ্টা করতে হবে। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র অধিকার এবং বান্দার অধিকারের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল দায়িত্ব, তা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র হলেও সূচারুরূপে পালন করতে হবে। ব্যবসায়ীদের দৈনন্দিন জীবনে যেসব বিষয়াদি রয়েছে, সেখানে যে

অঙ্গীকার রয়েছে, যে চুক্তি করা হয়, তা ন্যায়সঙ্গতভাবে পূর্ণ করা উচিত। ছাত্ররা তাদের পড়াশোনার দায়িত্ব পালন করবে। আল্লাহ্ তা'লার ইবাদতের অধিকার প্রদান করা ছাড়াও প্রত্যেক ধরনের অধিকার প্রদান করাই মূলতঃ তাক্বওয়ার পথে পরিচালিত হওয়া।

অতঃপর তিনি (আ.) অপর একস্থানে বলেন, 'মুত্তাকী হবার জন্য বড় বড় বিষয়, যেমন- ব্যভিচার, চুরি, অধিকার খর্ব করা, লোক দেখানো, আত্মশ্লাঘা, অবজ্ঞা এবং কৃপণতাকে পুরোপুরি পরিত্যাগ করা আবশ্যক; একই ভাবে নীচ বদভ্যাসগুলোও এড়িয়ে চলতে হবে। চুরি, ব্যাভিচারের মত বড় বড় পাপ মানুষ এমনিতেই এড়িয়ে চলে। এছাড়া কৃত্রিমতা, কার্পণ্য, অহংকার এবং লোক দেখানোর মত সব বদভ্যাস মানুষের ছেড়ে দেয়া উচিত। আর নোংরা স্বভাবও এড়িয়ে চলতে হবে মানুষকে। - আর কেবল নীচ অভ্যাস এড়িয়ে চলাই নয় বরং এর বিপরীতে উত্তম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রেও উন্নতি করতে হবে। যেসব উত্তম বৈশিষ্ট্য রয়েছে সেক্ষেত্রে অন্যের তুলনায় উন্নতি কর। উত্তম চরিত্র কি? তা হচ্ছে, মানুষের সাথে নম্র আচার-আচরণ, সদ্ব্যবহার ও সহানুভূতি প্রদর্শন করা। খোদা তা'লার প্রতি সত্যিকারের বিশ্বস্ততা এবং একনিষ্ঠতা প্রদর্শন করা এবং সবোচ্চ পর্যায়ের সেবার সুযোগ অন্বেষণ করা। (অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লার অধিকার প্রদান ও ধর্মের সেবা করার জন্য সবাত্মক চেষ্টা-প্রচেষ্টা করা উচিত। এমন চেষ্টা করা উচিত, যা প্রশংসনীয় আখ্যা পেতে পারে।) এই গুণাবলীর কারণে মানুষ মুত্তাকী আখ্যায়িত হয়। যারা এই গুণাবলীর সমাহার হয়ে থাকে (অর্থাৎ যাদের মাঝে এই গুণাবলী বর্তমান থাকে) তারাই প্রকৃত মুত্তাকী বা খোদাভীরু। অর্থাৎ যদি কারো মাঝে দু'একটি গুণ বিদ্যমান থাকে, তাহলে তাকে মুত্তাকী বলা যাবে না। (অসংখ্য গুণাবলী রয়েছে, অনেক পুণ্যকর্ম রয়েছে, অনেক সৎকর্ম রয়েছে। যদি কারো মাঝে একটি, দু'টি বা তিনটি গুণ বিদ্যমান থাকে তাহলে তাকে প্রকৃত মুত্তাকী বলা যাবে না)। তিনি (আ.) পুনরায় বলেন, 'যার মাঝে এই গুণাবলী বিদ্যমান থাকবে তিনিই মুত্তাকী হবেন। সমস্ত মন্দ স্বভাব যা রয়েছে তা পরিত্যাগ করা উচিত এবং সকল উত্তম গুণ আত্মস্থ করা উচিত'। তিনি (আ.) বলেন, 'যদি কারো মাঝে বিচ্ছিন্ন কোন গুণ বা বৈশিষ্ট্য থাকে কিন্তু সকল উত্তম গুণ বিদ্যমান না থাকে তাহলে তাকে মুত্তাকী বলা যাবে না। নিজের মাঝে সকল প্রকার উত্তম গুণের সমাহার ঘটলে তখনই কেবল তাকে মুত্তাকী বলা হবে। আর এরূপ ব্যক্তিদের জন্যই لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (সূরা আল্ বাকারা: ৬২)।

অতএব এরপর তাদের আর কী চাওয়ার থাকতে পারে? আল্লাহ্ তা'লা এসব মানুষের অভিভাবক হয়ে থাকেন। অর্থাৎ মানুষ যখন এ পর্যায়ে উপনীত হয় তখন সে ভীতও হয় না আর দুঃশ্চিন্তাগ্রস্তও হয় না। তখন আল্লাহ্ তা'লা তার সঙ্গী হয়ে যান। যেমন কিনা তিনি বলেন, وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ (সূরা আল্ আ'রাফ: ১৯৭)

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'লা তার হাত হয়ে যান, যদ্বারা সে ধরে, আল্লাহ্ তা'লা তার চোখ হয়ে যান যদ্বারা সে দেখে। আল্লাহ্ তা'লা তার কান হয়ে যান যদ্বারা সে শোনে। আল্লাহ্ তা'লা তার পা হয়ে যান যদ্বারা সে চলে। অপর এক হাদীসে এসেছে, যে আমার ওলীর প্রতি শত্রুতা রাখে, আমি তাকে বলি, আমার মোকাবিলা করতে প্রস্তুত হয়ে যাও। আর একস্থানে বলেন, যদি কেউ খোদার ওলীর উপর আক্রমণ করে, খোদা তা'লা তার উপর এমন আক্রমণাত্মক ভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েন, যেভাবে একটি বাঘিনীর কাছ থেকে তার বাচ্চাকে ছিনিয়ে নিলে সে রাগান্বিত হয়ে আক্রমণ করে'।

অতএব এ হচ্ছে তাক্বওয়ার স্বরূপ, যা আমাদেরকে অর্জনের চেষ্টা করা উচিত। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর উদ্ধৃতিতে তিনি যেভাবে জলসার উদ্দেশ্যাবলী লিখেছেন তা আমি পাঠ করেছি। তিনি (আ.) দৃষ্টি আকর্ষণ করতঃ বলেন, 'জলসায় এসে নিজেদের ধর্মীয় কর্মকান্ডের প্রতিও দৃষ্টি নিবদ্ধ কর। আমাদের সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত! যেভাবে কিনা পূর্বেও সংক্ষেপে বর্ণনা করেছি, ধর্মীয় কাজের মধ্যে সবচেয়ে বড় কাজ হচ্ছে ধর্মের প্রচার ও প্রসারের জন্য ত্যাগ স্বীকার করা'।

পাকিস্তানে ধর্ম প্রচার ও প্রসার তো দুরের কথা, বরং ধর্মের উপর আমল করারও অনুমতি নাই। এ কারণে আপনাদের মধ্যে অধিকাংশ পাকিস্তান থেকে হিজরত করে এখানে এসেছেন। সেখানে আমরা স্বাধীনভাবে প্রকাশ্যে নামায পড়তে পারি না। আমাদেরকে কলেমা লিখতে বাধা দেয়া করা হয়। প্রায়শঃ মৌলভীদের কথায় শাসকগোষ্ঠী ও পুলিশ আমাদের মসজিদ থেকে কলেমা মোছার জন্য চলে আসে। এখন আমাদের বড় বড় শহরের বড় বড় মসজিদগুলোর প্রতিও তাদের কুদৃষ্টি রয়েছে। যাহোক ধর্মীয় বিষয়ে আহমদীদের জীবন দুর্বিসহ করে তোলা হচ্ছে, আর এ কারণে আপনাদের অধিকাংশ এখানে এসেছেন। গত কয়েক বছরে যারা থাইল্যান্ডে আটকা পড়েছিলেন সেখান থেকে অনেক পাকিস্তানী পরিবার এখানে এসেছেন। ইউ.এন.ও-এর মাধ্যমে সেখানে তাদের মামলা মিমাংসা করে এখানে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। যারা এসেছেন, তাদের কতক পাকিস্তানে প্রত্যক্ষ কষ্টের মাঝে দিনাতিপাত করছিলেন। অনেকে পরিবেশ-পরিস্থিতির কারণে দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলেন।

যাহোক, আপনারা এখানে (পাশ্চাত্যে) এসে স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করছেন। এ জন্য প্রথমতঃ পাকিস্তানী আহমদী ভাইদের জন্য বহিঃর্বিশ্বে বসবাসকারী আহমদীদের অনেক বেশি দোয়া করা উচিত; আল্লাহ্ তা'লা যেন দ্রুত তাদেরকেও সুদিন দেখান এবং তারাও ধর্মীয় স্বাধীনতা লাভ করে। দ্বিতীয় বড় দায়িত্ব যা পাকিস্তানের বাহিরে বহিঃর্বিশ্বে বসবাসকারী আহমদীদের উপর ন্যস্ত হয়, যেভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, ধর্মসেবার জন্য এগিয়ে আসুন। হল্যান্ড একটি ছোট্ট দেশ। এখানকার একজন রাজনীতিবিদ ইসলামের দুর্ণাম করার জন্য অনেক হীন চেষ্টা করেছে। এখানকার আহমদীরা যদি একটি অভিযান হিসেবে দৃঢ়চিত্ততার সাথে তবলীগের কাজকে এগিয়ে নিয়ে যেত তাহলে ইসলাম সম্পর্কে নেতীবাচক মনোভাব অনেকটা দূরীভূত করতে পারত, বরং ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষামালা তুলে ধরারও সুযোগ পেত।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আবির্ভাবের একটি উদ্দেশ্য বরং খুবই গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হচ্ছে, সেই হিদায়াত এবং শরীয়তের প্রসার যা মহানবী (সা.) নিয়ে এসেছিলেন আর যা পবিত্র কুরআন আকারে আমাদের কাছে রক্ষিত আছে। এই বাণী জগদ্বাসীর নিকট পৌঁছানোর দায়িত্বও আমাদের। এ ব্যাপারেও আমাদের সর্বাত্মক চেষ্টা করা উচিত। এখানে (হল্যান্ডে) এখন আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় বিভিন্ন জাতির মানুষ বসবাস করেন। আর তাদের মধ্যে আহমদীও রয়েছেন। এসব জাতির মাঝে জোরালোভাবে তবলীগি কার্যক্রম পরিচালনা করা প্রয়োজন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায়

বিশ্বের যে স্থানের জামাতই এর গুরুত্ব অনুধাবন করেছে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর উত্তম সাহায্যকারী হিসেবে খিলাফতের হাতকে সুদৃঢ় করার মানসে তবলীগের কাজকে বিস্তৃত করেছে, আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় সেসব স্থানে জামাতের পরিচিতি বৃদ্ধি পাবার পাশাপাশি পুণ্য স্বভাবের লোকদের জামাতের প্রতি মনোযোগ সৃষ্টি হচ্ছে আর ব্যাপকহারে হচ্ছে।

অনেকে বলে থাকে, এখানকার সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণীর ধর্মের প্রতি কোন আগ্রহ নেই। আসলে ইউরোপের অধিকাংশ দেশের চিত্র এটিই, বরং এটি পুরো পশ্চিমা বিশ্বের চিত্র। বলা যায় গোটা খ্রিস্টান বিশ্বে একই চিত্র বিরাজ করছে। শুধু তাই নয়, বরং নামসর্বস্ব মুসলমানদেরও ধর্মের প্রতি কোন আগ্রহ নেই, আল্লাহ্ তা'লার সত্তায় সত্যিকার বিশ্বাস নেই। যদি আল্লাহ্ তা'লার প্রতি বিশ্বাস থাকত তাহলে নামধারী আলেম ও তাদের সাঙ্গপাঙ্গরা যে নির্যাতন ও নিস্পেষণ চালাচ্ছে, তা কখনো করত না । যাহোক, বলা হয়ে থাকে তাদের কোন আগ্রহ নেই ধর্মের প্রতি, খোদা তা'লার প্রতি বিশ্বাস নেই। অতএব খোদা তা'লার সত্তায় বিশ্বাস সৃষ্টি করানোর কাজও আমাদেরই। যেভাবে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, পবিত্র কুরআনের অনুসরণ কর এবং তাক্বওয়া অবলম্বন কর; যদি আমরা সকল ক্ষেত্রে এই উৎকৃষ্ট কিতাবের অনুসরণকারী হয়ে যাই, তাহলে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) মুত্তাকীর যে সংজ্ঞা উপস্থাপন করেছেন, আমরা তার অধীনে আসব। তাহলে আমাদের আদর্শই আমাদের তবলীগের পথ সুগম করবে। এটি আসলে মনোযোগ দেয়ার বিষয় মাত্র, যদি মনোযোগ আকৃষ্ট হয়ে যায়, তাহলে ইনশাআল্লাহ্ তা'লা আল্লাহ্ তা'লাই অবস্থা পরিবর্তন করে দিবেন।

অতঃপর তবলীগের বিভিন্ন পথ সন্ধান করার জন্যও শর্ত হল, তাক্বওয়া পথে চলা প্রত্যেক আহমদীর জন্য অত্যাবশ্যকীয়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করে আমরা নিজেদের মাঝে পবিত্র পরিবর্তনের যে অঙ্গীকার করেছি, সেটিকে সামনে রাখা প্রয়োজন, সেটি সর্বদা স্মরণ রাখা প্রয়োজন। আমাদের কর্ম, আমাদের চেষ্টা প্রচেষ্টা, আমাদের দোয়া জগদ্বাসীকে পথ দেখানোর কারণ হতে পারে; তা-না হলে আজকের এই যুগে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামাত ব্যতিরেকে অন্য কোন জামাত নেই যারা সত্যিকার ইসলাম বিশ্বের দরবারে তুলে ধরতে পারে। কাজেই এ জলসায় এসে প্রত্যেক আহমদীকে এই তিন দিনে কল্যাণ লাভের প্রতি যেখানে মনোযোগ দেয়া প্রয়োজন, সেখানে এই অঙ্গীকারেরও প্রয়োজন যে, আমরা আগামীতে খোদা তা'লার অধিকার প্রদানের সর্বাত্মক চেষ্টা করব এবং নিজের ভাইয়ের প্রাপ্য অধিকার প্রদানেরও আপ্রাণ চেষ্টা করব। সমাজের অধিকার প্রদানের প্রতিও অনেক বেশি চেষ্টা করতে হবে। আর এই দেশের প্রাপ্য অধিকার প্রদানের ব্যাপারেও আমাদেরকে অনেক বেশি সচেষ্ট হতে হবে; যারা আমাদেরকে স্বাধীনভাবে এখানে বসবাসের সুযোগ তৈরী করে দিয়েছেন। আর একমাত্র তবলীগের মাধ্যমেই এই অধিকার প্রদান করা সম্ভব। এই অধিকার ইসলামের আকর্ষণীয় শিক্ষার বাণী পৌঁছানোর মাধ্যমে হতে পারে। আর এ অধিকার ইসলাম সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা দূর করার মাধ্যমেও প্রদান করা যেতে পারে।

অতএব আবালবৃদ্ধবণিতা সকলেই এই অধিকার প্রদান করার চেষ্টা করুন। আর এর মাধ্যমেই সবার দৃষ্টি এদিকে নিবদ্ধ হবে, আর তখনই বিপ্লব আসবে। তাই দোয়ায় রত থাকুন। আল্লাহ্ তা'লা দোয়ার মাধ্যমে নিদর্শন দেখিয়ে থাকেন। অনেক এমন কাজ রয়েছে যা মানুষ করতে পারে না। অনেক সময় তবলীগের প্রচলিত পদ্ধতিতে তবলীগ হয় না। এমন ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'লার সমীপে বিনত হলে আর সম্মিলিত ভাবে দোয়া করলে আল্লাহ্ তা'লা নিদর্শন দেখান, আর সেই নিদর্শনই বিপ্লবের কারণ হয়ে থাকে। আল্লাহ্ তা'লা সবাইকে এর সৌভাগ্য দিন। আল্লাহ্ তা'লা এ দিনগুলোতে জলসায় অংশগ্রহণকারী প্রত্যেককে নিজের জীবন, নিজের দিন-ক্ষণকে দোয়ার মাঝে অতিবাহিত করার সুযোগ দান করুন। আল্লাহ্ তা'লা সবাইকে পবিত্র পরিবর্তন সাধনের তৌফীক দান করুন।

জুমুআর পরে আমি একটি গায়েবানা জানাযা পড়াব। যা আমাদের অনেক পুরনো এবং নিবেদিতপ্রাণ কর্মী জনাব নাসের আহমদ সাহেবের, যিনি সাবেক মুহাসেব এবং সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়া পাকিস্তানের প্রভিডেন্ট ফান্ড এর কর্মকর্তা ছিলেন।

২০১২ সালের ১৩ই মে দীর্ঘ অসুস্থতার পর ৭৪ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ।

মেরুদন্ডের কষ্টের কারণে জামাতের এই প্রবীন সেবক কিছু দিন শয্যাশায়ী ছিলেন। ভারতের গুরদাসপুর জেলার সিখওঁয়ার সাথে তাঁর বংশের সম্পর্ক ছিল। মরহুমের দাদা মিয়াঁ এলাহী বখ্‌শ সাহেব সিখওয়ানী (রা.) হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী ছিলেন।

তাঁর পিতা জনাব মিয়াঁ চেরাগ দ্বীন সাহেব ১৯০৮ সালে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর হাতে বয়আত করেছিলেন। এরপর সিখওঁয়া থেকে স্থানান্তরীত হয়ে কাদিয়ান চলে এসেছিলেন। তিনি ১৯৩৮ সালের আগস্টে কাদিয়ানে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাথমিক শিক্ষা কাদিয়ানে অর্জন করেন। পাকিস্তান হিজরতের পর চিনিউটের টিআই স্কুল থেকে তিনি মাধ্যমিক পাশ করেন। এরপর তিনি বি,এ পর্যন্ত শিক্ষা অর্জন করেন। ১৯৫৬ সালের জুন থেকে সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়া রাবওয়ার বিভিন্ন পদে কর্মকর্তা হিসেবে সন্মানের সাথে কাজ করেছেন। যেমন খাজানা বা কোষাগারে, ওসীয়্যত বিভাগে সহকারী সেক্রেটারী মজলিস কারপরদাযও ছিলেন। আবার নায়েব অডিটর হিসেবে ১৯৯০ সালে নিযুক্ত হন। ১৯৯৩ থেকে ২০০৮ পর্যন্ত প্রভিডেন্ট ফান্ড এর কর্মকর্তা হিসেবে সেবা প্রদান করতে থাকেন। দীর্ঘ সময় পর্যন্ত জলসা সালানার হিসাব ও অনুসন্ধান বিভাগের নাযেম হিসেবে সেবা প্রদানের তৌফিক লাভ করেছেন।

তিনি বহুগুণ ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন। নিয়মিত নামাযে যোগদানকারী, আমি দেখেছি অসুস্থ অবস্থাতেও মসজিদে অবশ্যই আসতেন। তাহাজ্জুদ ও দোয়ার অভ্যাসের পাশাপাশি মরহুম ছিলেন বিনয়ী স্বভাবের, সদা হাসিমুখ, বিশ্বস্ত ও অতিথিপরায়ণ। অতিথি এবং বন্ধুদের সাথে অত্যন্ত ভালবাসা ও স্নেহসুলভ ব্যবহার করতেন। স্মরণশক্তি ছিল প্রখর। পাড়ার অনেক শিশুদেরকে তিনি পবিত্র কুরআন পড়িয়েছেন। খিলাফতের সাথে অগাধ ভালবাসা ও ভক্তি ছিল। মরহুম মুসী ছিলেন এবং নিজ জীবদ্দশাতেই সম্পত্তির অংশ পরিশোধ করেছেন। মৃত্যুকালে মরহুম স্ত্রী ছাড়াও দু'জন কন্যা সন্তান রেখে গেছেন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের রূহের মাগফিরাত করুন এবং স্বীয় সন্তুষ্টির জান্নাতে সুউচ্চ স্থান দান করুন, আমীন।

(জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ ও বাংলা ডেস্কের যৌথ প্রচেষ্টায় অনুদিত)

উথলি জামাতের আদি কথা

সরফরাজ এম, এ, সাত্তার রঙ্গু চৌধুরী

চুয়াডাঙ্গা জেলার জীবননগর থানাধীন উথলি আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রতিষ্ঠাতা-প্রেসিডেন্ট মরহুম ডাঃ আমীর হোসেন। তিনি ছিলেন এতদঞ্চলের নামজাদা উচ্চ-বংশীয় একজন সম্ভ্রান্ত-ব্যক্তি। বিনয়, উদারতা, নম্রতা, ভদ্রতা, সততা, সাধুতা, ন্যায়পরায়ণতা, ধর্মপরায়ণতা, ইত্যাদি মহৎগুণের অধিকারীরূপে তিনি ছিলেন অত্র এলাকায় মশহুর বক্তি। একটি সম্ভ্রান্ত-বংশে জন্মগ্রহণ করলেও তাঁর মধ্যে ছিল না, অহংকার, আত্মম্ভরিতা ও বংশ-গৌরব। তাঁর কথা, কাজ, উৎকৃষ্ট আচার-ব্যবহারে জাতি, ধর্ম, আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা নির্বিশেষে সকলের কাছে তিনি ছিলেন ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্র। পাকিস্তান আমলের এক সময় তিনি উথলি ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তাঁর আচরণে সকলেই হতো মুগ্ধ। তিনি কাউকে তুমি বলে সম্বোধন করতেন না, বরং আপনি বলে সম্বোধন করতেন। এমন কি, চৌকিদারকে পর্যন্ত তুমি বলতেন না, আপনি বলে সম্বোধন করতেন। তিনি ছিলেন একজন যুক্তিবাদি, ধর্মপরায়ণ, আদর্শ-চরিত্রের অধিকারী। মুক্তির কষ্টি-পাথরে যাচাই-বাছাই না করে কোন বিষয়কে তিনি গ্রহণ অথবা বর্জন করতেন না। ছোট হতে ছোট বিষয়কেও তিনি যুক্তির মাপকাঠিতে যাচাই-বাছাই না করে হেসে উড়িয়ে দিতেন না।

তিনি পবিত্র কুরআন করীমের বিভিন্ন তফসীর সংগ্রহ করে বিভিন্ন আয়াতাবলী নিয়ে চিন্তা, গবেষণা করতেন। ভাবাবেগে আপ্লুত হয়ে তাঁর মনের মধ্যে নানান প্রশ্নের উদ্রেক হতো। যেমন, আল্লাহ্ তাআলা যে মুসলমান জাতিকে শ্রেষ্ঠতম মন্ডলীরূপে মানুষের কল্যাণের নিমিত্তে শিক্ষাগুরুর আসনে অধিষ্ঠিত করে জগতে আবির্ভূত করেছিলেন, যারা বিশ্বমানবের শিক্ষাগুরু, যাদের আদর্শে জগতে গড়ে উঠবে স্বর্গীয় শান্তি সুখের আবাসস্থল, কোন্ সে অপরাধের কারণে তারাই আজ অধম? বড় বড় ডিগ্রী, বড় বড় পদের সনদ আনতে দৌড়ানো হয় ইউরোপ, আমেরিকা, ত্রিত্ববাদী-খ্রীষ্টান জাতির কাছে, কই একেশ্বরবাদী মুসলমানজাতি অথবা মক্কা-মদীনার পাশ দিয়ে তো ঘেঁষে না কেউ? আল্লাহ্‌র পথপ্রদর্শক এই পবিত্র কুরআন করীমকে সম্বল করে এককালে যে মুসলমান জাতি জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, সহায়-সম্পদে, শক্তি-সাহসে, শৌর্যে-বীর্যে পৃথিবীর বুকে প্রভুত্বের আসনে অধিষ্ঠিত ছিল, কোন্ সে অপরাধের কারণে তারাই আজ অধ:পতনের অতল গহ্বরে নিমজ্জিত হয়ে হাবুডুবু খাচ্ছে? সকল জাতির কাছে তারা অবহেলিত অপমানিত, লাঞ্চিত ও বঞ্চিত? আল্লাহ্‌র এই কুরআন মুসলমান-জাতির ঘরে-ঘরে বিদ্যমান, দৈনন্দিন পঠিত হয়, মুখস্থ করা হয়, পাড়ায় পাড়ায় মক্তব মাদ্রাসা, বলা যায় না যে, আলেম-ওলেমা, মুফতী-মওলানার সংখ্যা কমে গেছে, বরং দিন বেড়েই চলেছে, তবুও এই জাতির এ অধ:পতন কেন, কোন্ সে অপরাধের কারণে?

"খোদা কোন জাতির অবস্থার পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সেই জাতি নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন নিজেরাই করে"। জানার ও বুঝার আগ্রহ নিয়ে ডাঃ আমীর হোসেন বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ওয়াজ মাহফিলে যোগ দিতেন, কিন্তু ধর্মীয় পেশাদার আলেম-ওলামার মুখে বেহেশ্‌তের সুন্দরী-হুরপরী, গেলমানগণের রূপ- লাবন্য বর্ণনা এবং তুষের আগুনে পুড়িয়ে মারার কেচ্ছা কাহিনী, গল্প-গুজব ব্যতীত তিনি তার মনের আধ্যাত্মিক খোরাক পেতেন না। মাঝে মধ্যে তাঁর মনে প্রশ্নোদয় হতো যে, ইসলামে আল্লাহ্ এক, রাসূল এক, সরল-সঠিক পথ একটি ভিন্ন দুইটি নয়, তাহলে শীয়া সুন্নী, কাদেরিয়া, চিশতিয়া, নকশেবন্দিয়া, দেওবন্দি, বেরেলভী, আহলে-হাদীস, ওয়াহাবী, মুতাজিলা, ইত্যাদি নানা দল ও উপদলে বিভক্ত কেন? এরপরেও রয়েছে আগণিত পীর-মুর্শিদ, যাদের সংখ্যা নির্ণয় করা কঠিন। এদের মধ্যে কোনটি সত্য, সরল ও সঠিক পথে আছে, এর মীমাংসা করে দিবে কে? প্রত্যেক দলের শীর্ষভাগে রয়েছে বড় বড় ডিগ্রীধারী একেক জন। পবিত্র কুরআন করীমে তো মুসলমান-জাতির প্রতি আল্লাহ্ তাআলা কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে বলেছন, "হে যারা ঈমান এনেছ আল্লাহকে ভয় কর, যতটুকু ভয় করা উচিত। আর তোমরা মুসলমান না, হয়ে কখনো মরো না আর তোমরা সকলে মিলে একত্রে আল্লাহ্‌র রজ্জুকে শক্তভাবে ধারণ কর। সাবধান! দলে দলে বিভক্ত হয়ো না" (আলে ইমরান) তাঁর মনে প্রশ্ন জাগতো যে, মুসলমানগণ তো মুসলমান হয়েই আছে, এমতাবস্থায় 'মুসলমান না হয়ে মরো'-না আল্লাহ্ তাআলার একথা বলার তাৎপর্য কি? আল্লাহ্ তাআলার উপরোক্ত নির্দেশকে অমান্য করে যারা দলে দলে বিভিক্ত হলো, তারা প্রকৃতপক্ষে মুসলমান থাকলো, না-কি সীমালংঘন করে অপরাধী হলো?

আলেমগণ তাঁর প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দিতে না পেরে কেউ কেউ বলতো যে, কুরআন করীমের কোন কোন আয়াত মনসুখ হয়ে গেছে। কুরআন করীমে বর্ণিত উপরোক্ত আয়াতে 'রজ্জু' অর্থে সূরা নূরের ৫৬ আয়াতে বর্ণিত 'খিলাফত' বুঝায়, যার মাধ্যমে মুসলমান জাতির ঈমান, একতা, ভ্রাতৃত্ব ও সংহতি অটুট থাকবে। সংসারাশক্ত হয়ে মুসলমান জাতি "খিলাফত"কে অবজ্ঞা, অবহেলা, ও অস্বীকার করার কারণেই এহেন চরম অধ:পতন, একথা তিনি আগে জানতেন না। তাঁর মনে আরেকটি প্রশ্নের উদ্রেক হতো যে, পবিত্র কুরআন করীমের সূরা ফাতেহাকে উম্মুল কুরআন অর্থাৎ কুরআন করীমের জননী বলা হয়। এই সূরা জ্ঞানের অফুরন্ত ভান্ডার। পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের

প্রতি-রাকাতে আল্লাহ্ তাআলার দরবারে এ করুনা ভিক্ষা করা হয় যে, 'হে আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে সত্য, সরল ও সঠিক পথে চালিত কর, অভিশপ্ত ইহুদী এবং পথভ্রষ্ট খৃষ্টানদের পথে চালিত করো না', তাঁর মনে এ থেকে প্রশ্নের উদয় হতো যে, কী কারণে ইহুদীগণ অভিশপ্ত হলো এবং খ্রীষ্টানগণই বা পথ ভ্রষ্ট হবার কারণ কি? এসব প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর তিনি কোন আলেম মুফতি, মওলানার কাছে পেতেন না। তারপর হযরত ঈসা (আ.) কে আল্লাহ্ তাআলা জীবিত অবস্থায় স্বশরীরে আসমানে তাঁর নিকটে তুলে নিয়েছেন, শেষ-যুগে আবার তিনি আসমান থেকে নেমে এসে ঢাল-তলোয়ার প্রয়োগে কাফেরদেরকে নিধন করত: দাজ্জালের কবল থেকে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর উম্মত মুসলমান-জাতিকে উদ্ধার করবেন। এ বিষয়ে তাঁর মনে নানা ধরনের প্রশ্নের উদয় হতো। বড় নবী কে, হযরত মুহাম্মদ (সা.) না-কি হযরত ঈসা (আ.)? হযরত মুহাম্মদ (সা.) যদি বড় নবী হয়ে থাকেন, তাহলে তিনি মরে গিয়ে মদীনার মাটিতে শুয়ে আছেন, আর হযরত ঈসা (আ.) কিনা অদ্যাবধি জীবিত, এবং স্বশরীরে আসমানের অবস্থান করছেন, আর শেষ যুগে আবার তিনি আসমান থেকে নেমে আসবেন হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর মুসলমান-জাতিকে উদ্ধার করতে। এটা তাঁর এ প্রশ্ন জাগাতো যে, আল্লাহ্ তাআলা কারপ্রতি বেশি ভালবাসা রাখেন, হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর প্রতি না-কি হযরত ঈসা (আ.) এর প্রতি? যাহোক "যারা আল্লাহ্‌র পথে পরিশ্রম করে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে পথ দেখান'?

যখন তিনি কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্র, তখন জানতে পারলেন যে, এখানে একজন মৌলবী এসেছেন, যিনি প্রচার করছেন যে, আখেরী যামানার প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.) জাহির হয়ে গেছেন, হযরত ঈসা (আ.) অন্যান্য নবীগণের ন্যায় স্বভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করে কাশ্মীরে সমাহিত হয়েছেন এবং কাশ্মীর শহরের খান ইয়ার মহল্লায় তাঁর কবর বিদ্যমান। এই কথা জনাব ডা: আমীর হোসেন সাহেবের কাছে সম্পূর্ণ নতুন বলে মনে হলো। তখন মাওলানা জিল্লুর রহমান সাহেব কৃষ্ণনগর অবস্থান করছিলেন। জানার এবং বুঝার আগ্রহ নিয়ে আমির হোসেন একদিন বিকাল বেলায় মাওলানা জিল্লুর রহমান সাহেবের কাছে গেলেন। সালাম বিনিময় এবং পরিচয় দেওয়ার পর মাওলানা সাহেবের সাথে বিনয়, নম্রতা ও ভদ্রতার বিষয়ে জানতে চাওয়া হয় যে, আমরা যে দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের প্রতি রাকাতে সূরা ফাতেহায় এ করুণা ভিক্ষা করে থাকি যে, হে আল্লাহ্ তাআলা, তুমি আমাদেরকে সত্য সরল ও সঠিক পথে চালিত কর, অভিশপ্ত ইহুদী এবং পথ-ভ্রষ্ট খ্রীষ্টানদের পথে চালিত করো না, এর কারণ কি?

আমীর হোসেন সাহেবের প্রশ্ন শুনে মাওলানা জিল্লু রহামান সাহেব প্রশ্নকর্তার মুখের দিকে একবার তাকিয়ে মুচকি হেসে উত্তর দিলেন–সহী মুসলিম ও বুখারী হাদীস গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, মানবকূল শিরোমণি হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেছেন, "আমার উম্মতগণ হুবহু ইহুদী খ্রীষ্টানদের পথ অনুসরণ করবে'? হযরত ঈসা (আ.) এর আগমন হয়েছিল ইহুদী জাতির মধ্যে, তাদের উদ্ধারকল্পে। কিন্তু ইহুদীগণ হযরত ঈসা (আ.)কে গ্রহণ করতে পারেনি বরং তাঁকে ক্রুশে দিয়ে হত্যা করার চেষ্টা করেছিল। এর প্রধান কারণ হলো, তাদের বিশ্বাস বিশ্বাস ছিল যে, হযরত ঈসা (আ.) এর পূর্ববর্তী নবী ইলিয়াস (আ.) আকাশে স্বশরীরে অবস্থান করছেন, তিনি আসমান থেকে পৃথিবীতে নেমে এসে যুদ্ধ করে ইহুদীদেরকে বিজয় দান করবেন। ইহুদীদের এই বিশ্বাস এখনো বর্তমান। এইরূপ কাল্পনিক ও ভ্রান্ত-বিশ্বাসের কারণেই ইহুদীগণ হল অভিশপ্ত। আর খৃষ্টানগণ হযরত ঈসা (আ.)কে মান্য করেও পথ-ভ্রষ্ট হলো। তাদের এ বিশ্বাস ছিল যে, নিষিদ্ধ-বৃক্ষের ফল ভক্ষণ-হেতু বাবা আদম পাপী ছিলেন, উত্তরাধিকার-সূত্রে আদমসন্তাগণ সকলেই পাপী। ঈশ্বর তার একমাত্র জাত-পুত্র যীশুকে (ঈসা আ.) পৃথিবীতে প্রেরণ করলেন। ঈশ্বর-পুত্র যীশু (ঈসা আ.) ক্রুশে রক্ত দিয়ে আদি-পাপের প্রায়শ্চিত্ত করত: স্বর্গে নীত হয়ে ঈশ্বরের ডান পাশে বসে আছেন, আবার তিনি আসমান থেকে নেমে এসে প্রেম দ্বারা জগত জয় করবেন।

মুসলমান জাতির নায়েবে-রাসূল দাবীদার আলেম মুফতী, মাওলানাগণের পরস্পর বিরোধী বিশ্বাস এই যে, হযরত মুহাম্মদ (সা.) সর্ব শেষ নবী, তারপরে আর কোন নবী নাই, তিনি মরে গিয়ে মদীনার মাটিতে শুয়ে আছেন, কিন্তু খ্রীষ্টানদের নবী ঈসা (আ.) মরেন নাই। আল্লাহ্ তাআলা তাকে জীবিত অবস্থায় স্বশরীরে তাঁর নিকটে তুলে নিয়েছেন, তিনি আসমান থেকে নেমে এসে ঢাল তলোয়ার দ্বারা কাফেরদেরকে নিধন করত: মুসলমান-জাতিকে দাজ্জালের কবল থেকে উদ্ধার করবেন। ইহুদী খ্রীষ্টান ও মুসলমান জাতি বিশ্বাসের দিক দিয়ে একই পথের যাত্রী হওয়ায় নবী-সম্রাট হযরত রাসূল করীম (সা.) এর পবিত্র-বাণী যে আজ অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয়ে গেছে, তাতে কোন সন্দেহ নাই। এইরূপ ইহুদী-খ্রীষ্টান সদৃশ্য মুসলমান জাতিকে উদ্ধারকল্পে ঈসা (আ.) সদৃশ্য নবী-উল্লাকে 'ঈসা ইবনে মরিয়ম' বলা হয়েছে, কিন্তু এই ঈসা (আ.) খ্রীষ্টানদের নবী সেই ঈসা (আ.) নহেন, মুহাম্মদী ঈসা (আ.)। ইমাম মাহ্‌দী ও ঈসা ইবনে মরিয়ম একই ব্যক্তির দুইটি রূহানী উপাধি। বর্ণিত আছে যে, হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.) আগমন করে ক্রুশ ধ্বংস করবেন। ক্রুশ বলতে তামা, কাসা, পিতল, লোহা বা কাষ্ঠের নির্মিত ক্রুশ নহে, খ্রীষ্ট ধর্মের ক্রুশীয় মতবাদকে বুঝানো হয়েছে।

আল্লাহ্ তাআলার প্রতিশ্রুতি ও জগত-গুরু হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী সঠিক সময়ে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)কে আখেরী যামানার প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ হযরত ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ্ মাওউদ (আ.) রূপে কাদিয়ানে আবির্ভূত করলেন। তিনি এসে ঐশী-বাণী প্রাপ্ত হয়ে হযরত ঈসা (আ.) এর মৃত্যু সাব্যস্ত করত: কাশ্মীরে তার কবর দেখিয়ে ক্রুশীয় মতবাদকে চূর্ণবিচূর্ণ করে ধুলায় মিশিয়ে দিয়েছেন। হযরত ঈসা (আ.) এর মৃত্যু-প্রমাণে খ্রীষ্ট-ধর্মের কোন স্তম্ভই থাকে না।

অত:পর জনাব আমীর হোসেন সাহেব জানতে চাইলেন, কুরআন করীমের কোন আয়াত মনসুখ হয়ে গেছে কিনা। উত্তরে জনাব মওলানা জিল্লুর রহমান সাহেব বললেন, কখনই নয়। পবিত্র কুরআন একটি জীবন্ত ধর্মগ্রন্থ। ইহার রক্ষাকর্তা স্বয়ং আল্লাহ্ তাআলা। রোজ কেয়ামত পর্যন্ত এটাকে সচল রাখবেন, এটা আল্লাহ্ তাআলার প্রতিশ্রুতি। এর একটি জের কিংবা একটি জবরেরও পরিবর্তন হবে না। কুরআনের আদর্শ শিক্ষাকে তুলে ধরে আল্লাহ্‌র মনোনীত-ধর্ম ইসলামকে দুনিয়ার বুকে পুন:প্রতিষ্ঠাকল্পেই আল্লাহ্ তাআলার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সঠিক সময়ে হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.) আবির্ভূত হয়েছেন। এবং তিনি হলেন হযরত মির্যা গোলাম

আহমদ কাদিয়ানী (আ.)।

যাহোক, মাওলানা জিল্লুর রহমান সাহেব তাকে তবলীগ করেন। জনাব আমির হোসেন সাহেব ছিলেন একজন ধর্ম-পরায়ণ, ন্যায়পরায়ণ এবং যুক্তিবাদী ব্যক্তি। খিলাফতই যে ইসলামের অনুসারী মুসলমান জাতির প্রাণশিরা, খিলাফত ব্যতীত মুসলমানজাতি যে প্রাণহীন-দেহের তুল্য, তিনি তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে লাগলেন। তারপর ঈসা (আ.) এর মৃত্যু, দাজ্জাল এবং ইয়াজুজ মাজুজ, কুরআন হাদীসের যুক্তিপূর্ণ কথা শুনে তিনি মুগ্ধ হয়ে গেলেন। যারা সত্যকে মিথ্যা বানায় এবং মিথ্যাকে সত্য বলে প্রচার করে, যারা বলে খোদা এক পুত্র গ্রহণ করেছে, খোদা এক নহে তিন, খোদা নিজে এক খোদা, এক খোদা মরিয়ম, এক খোদা-মরিয়মপুত্র যীশু, এই তিনে মিলে এক যারা এরূপ খোদাকে বিশ্বাস করে তারই হলো দাজ্জাল।

কিন্তু ইসলামে নায়েবে-রাসূলের দাবীদার আলেম-ওলামা, মুফতী-মাওলানাগণ চেয়ে আছে আরব্য-উপনাসের দৈত্য- দানবের ন্যায় কবে নাগাদ কিম্ভুতকিমকার দাজ্জালের আগমন হবে, তার-ই অপেক্ষায়। অথচ দাজ্জালের আগমন যে হয়েছে এবং তাদের ঈমান, আমল, সবকিছু তারা লুট পাট করে নিয়ে গেছে, সেদিকে তাদের খেয়াল নেই। ঘুমের ঘোরে তারা অচেতন। সে যাহোক, আল্লাহ্‌র প্রেরিত মহাপুরুষ হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.)কে মানার মধ্যেই যে মুসলমান জাতির উত্থানের উপায় নিহিত, তাছাড়া দ্বিতীয় আর কোন পথ যে নেই, একথা তিনি উপলব্ধি করতে লাগলেন। ঈমানও আমল খাঁটি-মুসলমান হওয়ার লক্ষণ। আমল না থাকলে ঈমানের যেমন কোন মূল্য নেই, তেমনি ঈমান না থাকলে আমল হয় মরুভূমিতে বৃক্ষ রোপন করার ন্যায় অর্থহীন।

মুসলমানগণ নামায পড়ে, রোযা রাখে, হজব্রত পালন করে, তবুও তারা অধ:পতনের অতল গহ্বরে নিমজ্জিত কেন? ঈমানহীন হওয়ার কারণে নয় কি? জনাব আমীর হোসেন সাহেবের মনের মধ্যে এই সব প্রশ্ন তোলপাড় করতে লাগলো। সকল বিষয়ে পবিত্র কুরআন ও হাদীসের যুক্তিপূর্ণ সত্য ও সঠিক কথা শুনে বহুদিন পর তাঁর মনের খোরাক পেয়ে কোন প্রকার দ্বিরুক্তি না করে স্বজ্ঞানে, সুস্থ শরীরে বুঝে শুনে, ১৯৩৫ সালে জনাব মওলানা জিল্লুর রহমান সাহেবের হাতে বয়আত গ্রহণ করে আহমদী সিলসিলায় দাখিল হন।

কর্মজীবেন প্রথমে তিনি ছিলেন নিকটস্থ এক-কেক কোম্পানীর সুপারভাইজার কিন্তু সহকারীদের সাথে বনিবনা না হওয়ার করণে তিনি পদত্যাগ করেন। স্বাধীনভাবে পেশা হিসেবে হোমিও প্যাথি ডাক্তারী পেশাকে বেছে নেন এবং তাতে পসার লাভ করেন। তাঁর সততা, সাধুতা, কর্তব্যনিষ্ঠা, ন্যায়পরায়ণতা, ইত্যাদি গুণাবলী সম্পর্কে কেরু কোম্পানীর ম্যানেজার অবগত ছিলেন।

তাই তাঁর পদত্যাগের কথা শুনে তিনি তাঁর বাড়িতে এসে পুনরায় চাকুরীতে যোগদানের জন্য তাঁকে খোশামোদ করেন। কিন্তু উত্তরে তিনি বলেন যে, এখন আমি আল্লাহ্‌র কাজ করবো। তাঁর তবলীগি প্রচেষ্টায় অনেকেই বয়আত গ্রহণ করে আহমদী সিলসিলায় দাখিল হন। তন্মেধ্যে জনাব মরহুম মতিউর রহমান সাহেব এবং জনাব আলতাজ হোসেন বিশ্বাসও রয়েছেন। তাঁরই আদর্শ-চরিত্রে মুগ্ধ হয়ে তাঁর ভ্রাতা এরশাদ আলী বিশ্বাস সাহেব শেষ বয়সে ভ্রাতার হাতে বয়আত গ্রহণ করে আহমদী সিলসিলায় দাখিল হন। জনাব মরহুম এরশাদ আলী বিশ্বাস ছিলেন এতদঞ্চলে একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি। বহুদিন যাবত তিনি উথলী ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তাঁরই দানকৃত ইটের দ্বারা গড়ে উঠেছে উথলী জামাতের পাকা মসজিদ। এর আগে ছিল একটি ছোট চারচালা খরের মসজিদ। আব্দুল গফুর এবং তার অন্তরঙ্গ-বন্ধু মরহুম আবুল খায়ের বিশ্বাস ১৯৫৮ সালের ডিসেম্বর মাসে এক সঙ্গে বয়আত গ্রহণ করে আহমদী সিললিসায় দাখিল হন।

জনাব আমীর হোসেন সাহেব নিজ ব্যয়ে ১৯৫৩ সালে নিজ বাড়ীর বৈঠক খানার সম্মুখে একটি জলসার আয়োজন করেন। উক্ত জলসায় সভাপতিত্ব করেন মরহুম খলিলুর রহমান খাদেম। জনাব খলিলুর রহমান খাদেম তখন ফরিদপুরের এ, ডি, সি, ছিলেন। সদর থেকে এসেছিলেন জনাব মাওলানা জিল্লুর রহমান, এসেই তিনি জ্বরে আক্রান্ত হয়ে পড়েন।

যাহোক, বিরুদ্ধবাদী মোল্লাদের প্রপাগান্ডার কারণে জলসার কাজ সুষ্ঠুভাবে চলতে পারেনি। সুতরাং যাতে কোন গোলযোগের সৃষ্টি না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রেখে সভাপতি সাহেব সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন। জনাব ডা: আমীর হোসেন ছিলেন খুবই অতিথি-পরায়ণ। আমি উথলিতে আসি ১৯৫৬ সালে। তখন আমি যুবক, আর তিনি বর্ষীয়ান মুরুব্বি ব্যক্তি। আমার প্রতি তার যত্ন-আপ্যায়নে আমি লজ্জিত হলাম। একথা তাকে বললে, তিনি বলতেন, আমার কাজ আমি করছি। দোয়া করবেন, আমি যেন খেদমত করতে পারি।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) যখন মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার সদর ছিলেন তখন ১৯৬২ সালের দিকে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের মজলিসগুলি পরিদর্শনে আসেন। জনাব মৌলভী মোহাম্মদকে সাথে নিয়ে তিনি উথলীতে আসেন এবং আমীর হোসেন সাহেবের আতিথেয়তায় খুবই মুগ্ধ হন।

তিনি বেশ কয়েকদিন উথলীতে অবস্থান করেছিলেন এবং তারই পবিত্র হস্তে উথলীর পাকা মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হয়। একদিন খলীফাতু মসীহ রাবে (রাহে.), জনাব মৌলভী মোহাম্মদ জনাব ডা: আমীর হোসেন এবং আরো কয়েকজন মিলে পদব্রজে উথলি বাজারে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে দেখতে পেলেন যে, কোন এক কৃষক মাথাল মাথায় দিয়ে তার জমিতে মই দিচ্ছে।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) বললেন যে, আমি এই কৃষকের মত মাথাল মাথায় দিয়ে মই-এ উঠব। তখন ডা: আমীর হোসেন সাহেব সেই কৃষককে বলে তার মাথালটি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর মাথায় পড়িয়ে মই-এ তুললেন। সেই অবস্থায় একটি ছবি তোলা হয়। পরিতাপের বিষয় এই যে, সেই ছবিটি বহু খুজাখুজির পরেও আমি সংগ্রহ করতে পারিনি। যাহোক, ডা: আমীর হোসেন আজ আমাদের মাঝে নেই। তিনি ১৯৭২ সালে ইন্তেকাল করেন। উথলী মসজিদ প্রাঙ্গনে সমাহিত হন। আমরা তার জানাযা পড়িয়েছি।

মৃত্যুকালে তিনি দুই কন্যা ও এক পুত্র রেখে যান। বড় কন্যার বিবাহ দেন সদর মুরব্বী আব্দুল আজিজ সাহেবের সাথে, এবং কনিষ্ঠ কন্যার বিবাহ দেন অবসর প্রাপ্ত ব্যাংক কর্মকর্তা বজলুর রহমানের সাথে। তিনি মুসী ছিলেন। তার পুত্র শরীফ উদ্দিন সাহেব জজ হিসেবে চাকুরীরত আছেন। প্রার্থনা করি, মরহুমের আত্মাকে আল্লাহ্ তাআলা বেহেশ্‌তের সর্বোচ্চ স্থানে আসন প্রদান করুন, আমীন।

বাংলার কিংবদন্তি

জার্মানীর প্রথম মিশনারী

খান সাহেব মৌলভী মোবারক আলী

মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল

(১৬তম কিস্তি)

খান সাহেব মৌলভী মোবারক আলী, জার্মানীর প্রথম মিশনারী। জন্ম : ১৮৮১, মৃত্যু : ১লা নভেম্বর ১৯৬৯।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন–

একজন বিধবা, যার কোন গহনা ছিল না, সে অতি কষ্টের সাথে দুটি এতিমকে প্রতিপালন করছেন, তিনি কিছু না পেয়ে নিজের বাসনপত্রগুলি এনে দান করে দিলেন।

অন্য একজন স্ত্রীলোক নিজের সমস্ত গহনা দান করেও মনে শান্তি পেলেন না। তখন সে নিজের বাসনপত্রগুলি দান করবার জন্য ঘরে গেল। তার স্বামী তাকে বলল 'তুমি তো নিজের সকল গহনাই দিয়েছ?' এতে সে উত্তর করল 'এ সময় ইসলামের দুর্দশা দেখে এবং অন্যান্য কওম তার উপর যেরূপভাবে অত্যাচার করতেছে, তা শুনে আমার মনে এরূপ ভাব হচ্ছে যে, যদি দ্বীনের জন্য আবশ্যক হয় এবং এরূপ করা যদি সম্ভব হতো, তা হলে তোমাকে বেচেও আমি দ্বীনের জন্য চাঁদা দিতাম'।

যারা অধিক চাঁদা দিয়েছেন, তাদের মধ্যে হযরত উম্মুল মু'মেনিন ৫০০ টাকা দিয়েছেন। আমি জানি তাঁর নিকট নগদ টাকা এর অতিরিক্ত ছিল না। আমার ভগ্নী জনাব মোহাম্মদ আলী খাঁ সাহেবের বিবি প্রথমে ৫০০ টাকা লিখিয়ে ছিলেন, পরে 'তকবির' শুনে ১০০০ টাকা দিয়েছিলেন। অন্য ভগ্নী ৩০০ টাকা দিয়েছেন, আমার ছোট ভাই শরিফ আহমদ সাহেবের বিবি ৩০০ টাকা, আমার বড় ভাই সুলতান আহমদ সাহেবের বিবি ১০০ টাকা, ডাক্তার ফজল দীন সাহেবের বিবি ২০০ টাকা, শেখ রহমত উল্লাহ্ সাহেবের বিবি ২০০ টাকা, শেখ ইয়াকুব আলী সাহেবের বিবি এবং মেয়েরা ২৫০ টাকা, কাজী আমীর হোসেন সাহেবের বিবি ১০০ টাকা, মালেক মোহাম্মদ হোসেন সাহেবের বিবি ১০০ টাকা, আহমদ দীন জয়গর সাহেবের বিবি ১০০ টাকা, পীর মঞ্জুর আহমদ সাহেবের মেয়ে ১০৫ টাকা, আব্দুর রহিম সাহেবের বিবি ও মেয়ে ১২০ টাকা, মির্যা গোল মোহাম্মদ সাহেবের বিবি ১০০ টাকা, মীর মোহাম্মদ ইসহাক সাহেবের বিবি ৫০ টাকা, গোলাম আহমদ সাহেব (তালেবে এল্‌ম) এর বিবি ৫০ টাকা এবং আরও অনেকে দিয়েছেন। তাদের নাম পরে প্রকাশিত হবে।

আমার প্রথম বিবি ২০০ টাকা, মেজো বিবি ১০০ টাকা, ছোট বিবি জিনিষ এবং নগদ টাকা মিলিয়ে ১৫০ টাকা এবং আমার মেয়েরা ১৫০ টাকা দিয়েছেন। যারা আমাদের প্রকৃত অবস্থা জানেন না, তারা হয় তো এই চাঁদা যথেষ্ট মনে না করতে পারেন। কিন্তু আমি জানি খোদা তাআলার ফজলে এরা সকলেই নিজ নিজ অবস্থার তুলনায় যথেষ্ট চাঁদা দিয়েছেন। আমি নিজ বিবিদেরকে তাদের সংসারের খরচের অতিরিক্ত কিছুই দেই না। তজ্জন্য ইতিপূর্বে কখনই আমার মনে আফসোস হয়নি। কিন্তু এবার তাদের উৎসাহ দেখে এবং ইচ্ছা সত্ত্বেও অধিক চাঁদা দিতে পারেননি দেখে আমার আফসোস হয়েছে।

কাদিয়ানের স্ত্রীলোকদের এই উৎসাহ এবং এখলাস দেখে আমার নিশ্চিত বিশ্বাস যে, যদি বাইরের ভগ্নীগণও তাদের মত উৎসাহ এবং এখলাস দেখান তবে অচীরেই মসজিদ তৈরীর টাকা নিশ্চয় সংগ্রহ হবে।

আমি জানি বাইরের অনেক আহমদী মহিলা কাদিয়ানের আহমদী ভগ্নীদের চেয়ে এখলাসে কোন অংশেই কম নহেন। কাপ্তান আব্দুল করিম সাহেবের বিবি গহনা ও কাপড় ১০০০ টাকা মূল্যের পাঠিয়ে অতি উচ্চ নমুনা দেখিয়েছেন।.....প্রত্যেক স্থানের আহমদী মহিলাদের এটাই মনে করে কাজ করা উচিত যে, তাদের গ্রাম বা শহর হতেই এই ৫০ হাজার টাকা তুলতে হবে। এরকম মনে না করলে কোন বড় কার্য হতে পারে না। তোমরা প্রত্যেকেই মনে করবে যে এই ৫০ হাজার টাকা তোমাকেই দিতে হবে এবং তোমাকেই একা এই মসজিদ নির্মাণ করতে হবে। এরূপ সাহসে এবং উৎসাহে কার্য করলে তবেই জগতে সফল হওয়া যায়।

হে ভগ্নীগণ! দ্বীনি খেদমতের সুযোগ সকল সময় পাওয়া যায় না। ঈমানের পরীক্ষা দিবার সময়ও বার বার মিলে না। জানিও, এ দুনিয়া দু'দিনের জীবন, আখেরাতের চিরস্থায়ী-জীবনের উপকরণ সংগ্রহ করবার জন্যই দেওয়া হয়েছে। সুতরাং সে-দিনের জন্য এখনই উপকরণ সংগ্রহ কর। তখন মাতা, পিতা, ভাই, ভগ্নী, পুত্র, কন্যা, কেউ থাকবে না। খোদা তাআলার যে সকল 'নেয়ামত' ভোগ করছো, তা স্মরণ করে কার্যত: তোমাদের শোকরের পরিচয় দাও। কেননা এরূপ সুযোগ কমই এসে থাকে।

.....প্রত্যেক মু'মিনের শেষ দোয়া 'আল্ হামদুলিল্লাহে রাব্বিল আলামীন'।

খাকসার

মির্যা মাহমুদ আহমদ (খলীফাতুল মসীহ্)

(আহমদীয়া বুলেটিন জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ১৯২৩)।

১৯২৪ সালে মসজিদ নির্মাণের কাজ শুরু হয়। কিন্তু জার্মানীর অর্থনৈতিক অবস্থায় আরো ধস নামে। জার্মান সরকার বৃটিশ ও আমেরিকার নিকট থেকে অর্থ ঋণ নিয়ে নতুন মুদ্রা জারি করে। পূর্বের মুদ্রাগুলি শুধু পরিবর্তন (Change) এর জন্য ব্যবহার করা হয়। নতুন মার্কের মূল্য ইংরেজি প্রায় এক শিলিং এর সমান হয়ে যায়। ফলে মসজিদ নির্মাণের ব্যয় চারগুণ বেড়ে যায়। মোবারক আলী সাহেব বিষয়টি হুযূর সানী (রা.) অবগতির জন্য জানান। তখন হুযূর মসজিদ নির্মাণ বন্ধ করে মসজিদের জন্য ক্রয়কৃত জমি বিক্রয় করার এবং জমি বিক্রয় না হওয়া পর্যন্ত তাঁকে জার্মানীতে অবস্থানের নির্দেশ দেন। জার্মান মিশন আপাতত: বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু যুদ্ধ-বিধ্বস্ত ও দুর্ভিক্ষে অর্থনীতি পঙ্গু হওয়া দেশে তখন জমি বিক্রয় করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। ক্রেতার অভাব দেখা দেয়। অবশেষে ১৯২৪ সালের ডিসেম্বরে জমি বিক্রি করা হয়। তবে মুদ্রাস্ফিতির কারণে ক্রয়কৃত জমি অনেক বেশি মূল্যে বিক্রয় করা হয়।

এদিকে মোবারক আলী সাহেব তাঁর স্কুলের ছুটি ১৯২০ সাল থেকে দুই বছর বেতনসহ এবং এক বছর বিনাবেতনের মেয়াদ শেষ হওয়ার প্রাক্কালে পুনরায় বিনা বেতনের ছুটির জন্য আবেদন করেন। কিন্তু ছুটি না মঞ্জুর হয়। বাংলার গভর্ণমেন্ট হতে পত্রে জানানো হয়–আর ছুটি দেওয়া যাবে না। হয় দেশে এসে কাজে যোগদান করুন। নতুবা ইস্তেফা দিতে হবে। বিষয়টি তিনি হুযূর সানী (রা) নিকট জানান। তখন হুযূর উত্তরে বলেন–'আপনি ইসলামের খেদমতে জিন্দেগী ওয়াকফ করেছেন। সুতরাং সরকারি চাকুরি থেকে ইস্তফা দিন'।

তখন তিনি চাকুরি থেকে ইস্তফা দেন।

১৯২৪ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর লন্ডনের ওয়েলসলি প্রদর্শনীতে বিভিন্ন ধর্মের তুলনামুলক আলোচনার উদ্দেশ্যে এক কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। এই কনফারেন্সে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) যোগদান করে এক অমূল্য ভাষণ দান করেছিলেন। মোবারক আলী সাহেবও জার্মান থেকে লন্ডন গিয়ে এ কনফারেন্সে যোগদান করেন। তখন হুযূর (রা.) যে ভাষণ দেন, তা Ahmaddiyyat or the true Islam নামে পুস্তক আকারে প্রকাশিত হয়। এটা বঙ্গদেশ থেকে হোসাম উদ্দিন হায়দার 'আহমদী মতবাদ' নামে বঙ্গানুবাদ করেন এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়ার আমীর মাওলানা আব্দুল ওয়াহেদ সাহেব ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে প্রথম সংস্করণ ১৮ জানুয়ারি ১৯২৫ সালে প্রকাশ করেন। এর পৃষ্ঠা ছিল ৯৯, মূল্য ছয় আনা।

হুযূর সানী (রা.) উক্ত কনফারেন্সের পর ১৯ অক্টোবর ১৯২৪ তারিখ লন্ডনে 'মসজিদ ফজল'-এর ভিত্তি- প্রস্তর স্থাপন করেন এবং হযরত আব্দুর রহিম দরদ (রা.)কে মোবাল্লেগ নিযুক্ত করেন। ফলে লন্ডনে নব উদ্যোমে জামাতের কর্মতৎপরতা শুরু হয়। বার্লিন মসজিদের জমি বিক্রয় এর অর্থ লন্ডন মসজিদ নির্মাণে ব্যয় করা হয়। ফলে লন্ডনে লাজনা ইমাইল্লাহ্ সদস্যের চাঁদায় প্রথম মসজিদ নির্মিত হয়।

বলাবাহুল্য, মোবারক আলী সাহেব জার্মানীতে কর্মরত অবস্থায় হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) সাহাবী হযরত মাওলানা মালিক গোলাম ফরিদ (রা.) সাহেবকে তাঁর সহযোগী হিসেবে জার্মানীতে প্রেরণ করেছিলেন। তিনি ১৮ ডিসেম্বর ১৯২৩ তারিখ স্ত্রী ও এক সন্তানসহ জার্মানীতে যান এবং মোবারক আলী সাহেবের সাথে বার্লিনে আহমদীয়াতের প্রচার ও প্রসারে সক্রিয় ভূমিকা রাখেন। দিবারাত নিরলস কাজ করেন। অত:পর বার্লিনের মিশন বন্ধ করার সিদ্ধান্তের পর ১৯২৪ সালে তিনি হুযূর সানী (রা.) নির্দেশে লন্ডনে জামাতের কাজে নিযুক্ত হন। ১৯২৪ সালে মসজিদে ফজল নির্মিত হওয়ার পর তিনি প্রথম মোয়াজ্জিন হিসেবে কাজ করেন এবং মিশনারী হযরত আব্দুর রহিম দরদ (রা.)-এর সাথে জামাতের বিভিন্ন কাজে জড়িত ছিলেন। ১৮ জুলাই ১৯২৮ সালে তিনি লন্ডন থেকে কাদিয়ান চলে যান। বিদেশে মিশনারী হিসেবে পরিবারসহ গমনকারী তিনিই প্রথম ব্যক্তি এবং তার স্ত্রী জার্মানীর ও লন্ডনের প্রথম মহিলা আহমদী। ১৯৭৭ সালের ৭ জানুয়ারি এ বুযুর্গ ইন্তেকাল করেন। তিনি কুরআন অনুবাদ কমিটিতে কাজ করেছেন।

বাংলার মোবারক আলী সাহেব শতবর্ষ আগে জার্মানবাসীর হৃদয়ে জামাতবদ্ধভাবে প্রথম আহমদীয়াতের যে বীজ বপন করেন তা আজ ফুলে ফলে সৌরভিত হয়ে উঠেছে। ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে মহামহীরূপে পরিণত হয়েছে। আজ জার্মান আহমদীয়াত ও আর্থিক কুরবানীতে পৃথিবীর একটি উল্লেখযোগ্য দেশ। এমটিএ অনুষ্ঠান যে পাঁচটি ভাষায় প্রচারিত হয় তন্মধ্যে জার্মান ভাষা একটি। ২০০১ সালের আন্তর্জাতিক সালানা জলসা ইংল্যান্ডের পরিবর্তে জার্মানীতে অনুষ্ঠিত হয়। ১৯২৩ সালে মোবারক আলী সাহেব বার্লিনে মসজিদ নির্মাণের যে ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছিলেন তা অবস্থার প্রেক্ষাপটে বাস্তবায়িত না হলেও আমাদের বর্তমান হুযূর আকদাস হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) এর দিক নির্দেশনায় বার্লিনে প্রথম এক ঐতিহাসিক মসজিদ নির্মিত হয়েছে। উক্ত মসজিদ ১৭ অক্টোবর ২০০৮ তারিখ উদ্বোধনীতে হুযূর (আই.) জুমুআর এক অমূল্য খুতবা প্রদান করেন। 'খাদীজাহ মসজিদ' নামে এই মসজিদটির উদ্বোধনীতে জার্মানীর প্রথম মিশনারী মৌলভী মোবারক আলী সাহেবের অবদান এবং তাঁর জীবনালেখ্য আলোকপাত করেছেন। এছাড়া জার্মানীর দ্বিতীয় মিশনারী হযরত মাওলানা মালিক গোলাম ফরিদ (রা.)কেও হুযূর (আই.) স্নেহ ভরে স্মরণ করেছেন।

নিম্নে হুযূর (আই.) এর প্রদত্ত সেই ঐতিহাসিক খুতবাটির সারসংক্ষেপ পত্রস্থ করা হলো :–

জার্মানীর বার্লিন শহরে জামাতে আহমদীয়ার নবনির্মিত প্রথম ঐতিহাসিক 'খাদিজাহ্ মসজিদ'-এর উদ্বোধন

তাশাহহুদ তাআউয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (আই.) সূরা আত্‌তাওবা, ১৮ ও ৭১ আয়াত দু'টি পাঠ করেন।

এরপর হুযূর বলেন, আলহামদুলিল্লাহ্ যে আজ আল্লাহ্ তা'লা এই মসজিদের আকারে আমাদের উপর তাঁর অনুগ্রহের আরেকটি বারী বিন্দু বর্ষণ করেছেন। আজ জামাতে আহম,দীয়া আল্লাহ্ তা'লার অপার কৃপায় সাবেক পুর্বজার্মানী এবং দেশের রাজধানী বার্লিনে প্রথম মসজিদ নির্মাণ করার সৌভাগ্য লাভ করেছে। প্রাথমিক অবস্থায় জামাত জার্মানীতে যেসব মোবাল্লেগদের পাঠিয়েছে এই মসজিদের সাথে তাদের স্মৃতি জড়িয়ে আছে। তাই আজ আমি নূতন প্রজন্মের জ্ঞাতার্থে সেসব ত্যাগী, নিষ্ঠাবান ও নিবেদিতপ্রাণ কর্মীদের ইতিহাস সম্বন্ধে কিছুটা অবহিত করছি। জামাতে সীমিত সামর্থ সত্ত্বেও তাঁরা দোয়ার মাধ্যমে জামাতে উন্নতির লক্ষ্যে নিরলস কাজ করে গেছেন। ১৯২২ সালে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) জার্মানীতে প্রথম মিশন হাউস প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা হাতে নেন। আর বাংলাদেশের মৌলভী মোবারক আলী বিএ সাহেব যিনি সেসময় যুক্তরাজ্যে মিশনারী হিসেবে জামাতের সেবা করছিলেন তাঁকে জার্মানী যাওয়ার নির্দেশ দেন। তিনি ১৯২০ সালে থেকে লন্ডনে মোবাল্লেগ হিসেবে কর্মরত ছিলেন। ১৯২২ সালে হুযূর (রা.)-এর নির্দেশে মৌলভী মোবারক আলী বিএ সাহেব লন্ডন থেকে জার্মানীতে প্রথম মিশনারীর দায়িত্ব নিয়ে বার্লিন গমন করেন। এরপর তাঁকে সাহায্য করার জন্য হুযূর (রা.) মাওলানা গোলাম ফরিদ সাহেব এমএ'কে জার্মানী প্রেরণ করেন এবং তিনি ১৯২৩ সালের ২৬ নভেম্বর তারিখে কাদিয়ান থেকে জার্মানীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন এবং ১৮ ডিসেম্বর ১৯২৩ সালের প্রত্যুষে বার্লিন পৌঁছেন। মৌলভী মোবারক আলী সাহেব জার্মানীতে যুগ খলীফার আকাংখা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সেসময় দিবারাত জামাতের প্রচার কাজে আত্মনিয়োগ করেন এবং ব্যাপক সফলতা লাভ করেন। এ প্রসঙ্গে ১৯২৩ সালের ২ ফেব্রুয়ারি জুমুআর খুতবায় হুযূর (রা.) বলেন,

'তার রিপোর্ট আমাদের মাঝে খুবই আশা সঞ্চার করেছে। তিনি তার রিপোর্টে বারংবার আমাকে লিখছেন যে, আমি এদেশে জামাতের উজ্জ্বল ভবিষ্যত সম্পর্কে আশাবাদী। জামাতের কার্যক্রম সুচারুরূপে পরিচালনার জন্য এখানে একটি মসজিদ এবং মিশন হাউস প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক। তিনি আমাকে সেখানে গিয়ে ছয় মাস অবস্থান করার অনুরোধ করেছেন এবং বলেছেন, এতে দ্রুত সফলতা লাভের সম্ভাবনা রয়েছে বরং গোটা বিশ্বের জন্য এর ফলে সফলতার দ্বার উন্মুক্ত হতে পারে।'

হুযূর ব্যক্তিগতভাবে সেখানে যেতে পারেন নি। কিন্তু তাঁর প্রস্তাবের গুরুত্ব অনুধাবন করে জার্মানীতে মসজিদ; এবং মিশন হাউস নির্মাণের জন্য তিনি জমি ক্রয় করার নির্দেশ দেন। নির্দেশ মোতাবেক মৌলভী সাহেব দ্রুত বার্লিন শহরে দু'একর জমি ক্রয় করেন। এরপর হুযূর (রা.) ১৯২৩ সালের ২ ফেব্রুয়ারি তাহরীক করেন যে, 'ইউরোপের ত্রিত্ববাদের ঘাঁটি বার্লিনে মসজিদ এবং তবলীগি কেন্দ্র নির্মাণের জন্য ভারতের (তৎকালীন ভারত-পাকিস্তান-বাংলদেশ) লাজনা বোনেরা যেন অর্থ সংগ্রহ করেন এবং তাদের অর্থায়নে এই মসজিদ নির্মাণ হোক।'

হুযূরের নির্দেশে সে যুগের দরিদ্র আহমদী মহিলারা প্রথমে টার্গেট মোতাবেক পঞ্চাশ হাজার এবং পরে বাহাত্তর হাজার সাতশ'র কিছু বেশি রূপী সংগ্রহ করেন। লাজনা ইমাইল্লাহ্ সংগঠন প্রতিষ্ঠার পর এটি ছিল সর্বপ্রথম বড় কোন তাহরীক। এ তাহরীকের ফলে আহমদী নারীদের মধ্যে ত্যাগ ও কুরবানীর এক অনুপম প্রেরণা ও বিপ্লব সৃষ্টি হয়, যা আল্লাহ্‌র ফযলে আজও আমাদের লাজনার বোনেরা জীবিত রেখেছেন। এরপর ১৯২৩ সালের ৫ আগষ্ট, বার্লিন মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়। এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে জার্মানীর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী, অন্য আরেকজন মন্ত্রী, তুরস্ক এবং আফগানিস্তানের রাষ্ট্রদূতদ্বয়, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার প্রতিনিধি ছাড়াও সমাজের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। সবচেয়ে মজার বিষয় হচ্ছে, সে অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথির সংখ্যা ছিল চার'শ। আর আহমদী ছিলেন মাত্র চার জন। .....আহমদীর সংখ্যা কম হলেও সমাজের আপামর জনগনের সাথে তাদের যোগাযোগ ছিল ব্যাপক, যার ফলে সেদিন এত অধিক সংখ্যক অতিথি উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু যুদ্ধের কারণে অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় মারাত্মক ধ্বস নামে। ধারণা ছিল যে, ষাট হাজার রূপীতে মসজিদ নির্মাণ সম্ভব হবে। কিন্তু পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে পনের লক্ষ রূপীর প্রয়োজন দেখা দেয়। কিন্তু জামাতের পক্ষে তখন এত বড় অংকের যোগান দেয়া সম্ভব ছিল না। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) বলেন,

'বর্তমানে জামাতের পক্ষে বার্লিন এবং লন্ডন এর মত দু'টি মিশন পরিচালনা করা সম্ভব হবে না।'

মোটকথা পরিস্থিতি অনুকূল না থাকায় সে সময় বার্লিনে মসজিদ নির্মাণ করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু আহমদী নারীদের ত্যাগ ও কুরবানী বৃথা যায়নি। হুযূর (রা.)-এর নির্দেশে ১৯২৪ সালে বার্লিন মিশন হাউস নির্মাণের পরিকল্পনা স্থগিত রাখা হয় এবং এ উদ্দেশ্যে সংগৃহীত অর্থে লন্ডনের প্রথম মসজিদ 'মসজিদে ফযল' নির্মিত হয়। আর আজ এই ঐতিহাসিক মসজিদের গুরুত্ব সবার কাছে সুস্পষ্ট। এরপর ১৯৮৪ সালে পুনরায় এখানে আসেন মোহতরম শেখ নাসের আহমদ সাহেব। তিনি হ্যামবুর্গে মিশন হাউস প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন। আজকের যুগে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হয়েছে। আর জামাতও আর্থিকভাবে স্বচ্ছল। সেযুগে সমুদ্র পথে সফর করে জামাতের মোবাল্লেগদের বিভিন্ন দুর্গম অঞ্চলে যেতে হতো।

(চলবে)

পবিত্র মাহে রমযানের পূর্ব প্রস্তুতি ও কিছু কথা

মাহমুদ আহমদ সুমন

এবছর জুলাই মাসের শেষের দিকেই পবিত্র মাহে রমযান মাস শুরু হচ্ছে। সে অনুযায়ী এই বিশেষ-মাস প্রায় সমাগত। মহান খোদা তাআলা যদি চান তাহলে আমরা এই পবিত্র মাসে রোযা রাখার সৌভাগ্য লাভ করব। আর এ পবিত্র মাসের অপেক্ষায় সমগ্র বিশ্বের মু'মিন-মুত্তাকীরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষমান থাকেন, আর ভাবেন যে, কবে আবার পবিত্র রমযান আমাদের জীবনে আসবে আর ইবাদত বন্দেগীতে আরো অগ্রগামী হব। আমরা সবাই জানি, রমযান মাস অত্যন্ত বরকত-মণ্ডিত মাস। এ মাসের কল্যাণ বর্ণনা করে শেষ করার মত নয়। মহা পবিত্র এই রমযান মাসকে বরণ করার জন্য আমাদের সবার এখন থেকেই প্রস্তুতি নেয়া উচিৎ। আমরা সাধারণত দেখি যে, কোন বিশেষ দিন বা কোন অনুষ্ঠানের জন্য বেশ কয়েক দিন, এমন কি, কয়েক মাস পূর্ব থেকেই প্রস্তুতি নিতে হয় যাতে সফলভাবে অনুষ্ঠানের সকল কার্যক্রম সমাপ্ত হয়। আর সবচেয়ে বরকত ও কল্যাণের মাস আমাদের সামনে সমাগত তাকে গ্রহণ করার জন্য আমাদের পূর্ব প্রস্তুতি নেয়ার প্রয়োজন নেই কি? অবশ্যই আছে। তাই আমাদের সবাইকে এই মাসকে গ্রহণ করার জন্য এখন থেকেই মানসিকভাবে প্রস্তুতি নিতে হবে।

আমরা সবাই জানি, পবিত্র মাহে রমযানে অনেক বেশি নফল ইবাদত করতে হয়। রমযানে নফল ইবাদতের গুরুত্ব অপরিসীম। নফল ইবাদতের মধ্যে তারাবীর নামায অত্যন্ত বরকতপূর্ণ ও গুরুত্বপূর্ণ একটি ইবাদত। রমযান মাস এলেই রোযার সাথে সাথে যে ইবাদতটির নাম সর্বাগ্রে আসে তা হল তারাবীর নামায। তারাবি শব্দের আভিধানিক অর্থ বিশ্রাম, আরাম। তারাবির নামাযে চাঁর রাকত নামায পড়ার পর কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম নেয়া হয়, তাই পরিভাষাগত ভাবে এ নামাযকে তারাবির নামায বলা হয়। তারাবির নামায আসলে তাহাজ্জুদ নামাযেরই আরেকটি নাম। কিন্তু রমযান মাসে সর্ব সাধারণ যেন এ থেকে কল্যাণমন্ডিত হতে পারে এ জন্য সাধারণ মানুষকে রাতের প্রথম ভাগে অর্থাৎ ইশার নামাযের পরপরই এ নামায পড়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে।

হযরত মুহাম্মদ (সা.) ও ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা.)-এর যুগেও এ নামায তেমন প্রচলিত ছিল না। হযরত উমর (রা.)-এর যুগে এ নামাযটি সর্বাধিক প্রচলন পায় এবং তিনিই এর বর্তমান অবকাঠামোর প্রবর্তক। আর তখন থেকেই তারাবির নামাযে কুরআন করীম পাঠ করে শোনানোর প্রথা চালু হয়। তাহাজ্জুদ নামায সম্পর্কে পবিত্র কুরআন করীমের সূরা বনী ইসরাঈলে উল্লেখ রয়েছে যে 'আর তুমি রাতের বেলা এ কুরআন পাঠের মাধ্যমে তাহাজ্জুদ পড়'। আসলে তারাবির নামাযটিকে তাহাজ্জুদ নামায নামেই আখ্যায়িত করেছে। অন্যান্য হাদীসেও নবী করীম (সা.) রাতের এই নামাজকে তাহাজ্জুদ নামাযই বলে উল্লেখ করেছেন।

বান্দা সর্বদা নফল ইবাদতের মাধ্যমেই খোদা তাআলার নৈকট্য লাভ করতে থাকে। নফল ইবাদতের ফলে আল্লাহ্ বান্দাকে তাঁর বন্ধু বানিয়ে নেন, যেমন হাদীসে উল্লেখ রয়েছে 'আর যখন আমি তাকে আমার বন্ধু বানিয়ে নেই, তখন আমি তার কান হয়ে যাই যা দ্বারা সে শুনে, আমি তার চোখ হয়ে যাই যা দ্বারা সে দেখে, আমি তার হাত হয়ে যাই যা দ্বারা সে স্পর্শ করে এবং আমি তার পা হয়ে যাই যা দ্বারা সে চলাফেরা করে। সে আমার কাছে কিছু প্রার্থনা করলে অবশ্যই আমি তাকে তা দেই এবং সে আমার কাছে আশ্রয় চাইলে আমি তাকে আশ্রয় দেই (বুখারী)।

হাদীসে নফল ইবাদত সম্পর্কে আরো উল্লেখ রয়েছে-হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, আমাদের প্রভূ প্রতিপালক যিনি সকল কল্যাণের মালিক এবং সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী তিনি প্রতি রাতে এমন সময় পৃথিবীর নিকটতম আকাশে নেমে আসেন, যখন রাতে এক-তৃতীয়াংশ বাকি থাকে আর বলেন, 'কে আছো, আমাকে ডাকো, আমি তার ডাকে সাড়া দেবো, কে আছো, আমার কাছে প্রার্থনা করো, আমি তার প্রার্থনার জবাব দেবো, কে আছো, আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো, আমি তাকে ক্ষমা করে দেবো।' (বুখারী)

আমাদেরকে এখন থেকেই ঠিক করে রাখতে হবে যে, এবারের পুরো রমযানে তারাবীর নামায আমরা বাজামাত আদায় করবো। আর এই নিয়্যত নিয়ে যদি এখন থেকেই খোদার কাছে বিনীতভাবে দোয়া করি তাহলে খোদা তাআলা অবশ্যই এই ব্যবস্থা করে দিবেন। এছাড়া গত বছরে যে সমস্ত নেকী থেকে বঞ্চিত ছিলাম এবার যেন কোন নেকী বাদ না যায়, সে ব্যাপারেও এখন থেকেই সতর্ক হতে হবে। যেমন গত রমযানে যদি বেশি দান-খয়রাত না করে থাকি, নিয়মিত তাহাজ্জুদ নামায আদায় না করে থাকি, পবিত্র কুরআন খতম যদি না করে থাকি, মসজিদে কুরআনের দরসে যদি কম এসে থাকি বা যেসব নেকীর কাজ রয়েছে তাতে যদি ঘাটতি থেকে থাকে, তাহলে এখন থেকেই সংকল্প করতে হবে যে, এই রমযানে সব কল্যাণকর কাজগুলো পূর্বের চেয়ে অনেকগুণে বেশি করবো। যারা অফিস-আদালতে চাকুরী করেন, তাদের এখন থেকে সময় ঠিক করতে হবে কখন কুরআন তেলোওয়াত করবেন, কখন নফল ইবাদত করবেন। আমরা যদি এখনই রমযানের জন্য একটি রুটিন তৈরী করে ফেলি তাহলে বেশ ভালো হয়।

জানি না, আগামী রমযান মাস পাওয়ার সৌভাগ্য আমাদের হবে কিনা বা এই রমযানই সুস্থতার সাথে কাটাতে পারবো কি না। তাই আমরা সবাই যেন পবিত্র রমযান মাস লাভ করতে পারি এবং সুস্থতার সাথে পুরো মাস রোযা রাখতে পারি, সেজন্য এখন থেকেই বেশি বেশি আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করা উচিৎ এবং পূর্বের দোষ-ত্রুটির জন্য তাঁর কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত। আমরা যদি আল্লাহ্ তাআলার বন্ধুত্ব ও তাঁর ভালোবাসা পেতে চাই, তাহলে আমাদের ইবাদতের মানকে আরো উন্নততর করতে হবে। আল্লাহ্ তাআলা আমাদের সবাইকে পবিত্র মাহে রমযান লাভ করার এবং এর থেকে কল্যাণ হাসিল করার তৌফিক দান করুণ, আমীন।

masumon83@yahoo.com

মায়ের পদ তলে সন্তানের জান্নাত

মোহাম্মদ মজিদুল ইসলাম

মায়ের চেহারার মাঝে রহমান খোদার প্রতিচ্ছবি বিদ্যমান। পবিত্র কুরআনে মায়ের উদরকে 'রাহেম' বলা হয়েছে, যার আভিধানিক অর্থ হচ্ছে: 'পরম করুণাময়, বার বার কৃপাকারী'। মহান শ্রষ্টা তাঁর রাহমানীয়াতের বারিধারা মায়ের অন্তরে এত বেশী-পরিমাণে ঢেলে দিয়েছেন যে, মায়ের পরশ পেলে জাহান্নামের আগুনও শীতল হয়ে যায়। মায়ের অর্থাৎ নারীর উদর খোদা তায়ালার রহমতের এক অসাধারণ ভান্ডার। প্রতিটি নারী মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে যে, খোদা-প্রদত্ত এ ভান্ডারের সার্থকতা কেবলমাত্র মাতৃত্বের মাঝেই বিদ্যমান। তাই প্রায় প্রতিটি নারীই বিবাহের পর মাতৃত্ব-লাভের জন্যে ব্যাকুল হয়ে যায়। কোন কারণে যদি দুই-তিন বছরের মধ্যে মা হতে না পারে, তবে সে তার দিন-রাতের আরামকে হারাম করে পাগলের ন্যায় ছুটতে থাকে ডাক্তার, কবিরাজ আর পীর-মুর্শিদের দরবারে। উদ্দেশ্য একটাই, কখন সে মাতৃত্বের সাধ গ্রহণ করে স্বীয় নারীত্বকে ধন্য করবে, কখন তার কানে ভেসে আসবে আদরের ধন, নয়নের মনি, কলিজার টুকরা, ছোট্ট সোনা মনির মুখে উচ্চারিত শব্দ 'মা'। কিন্তু প্রকৃত সত্য হচ্ছে, উদরে সন্তান ধারণ করার ফলে একজন মায়ের দীর্ঘ দশ মাস দশ দিনের যে কষ্ট, তার চিত্র কলমের তুলিতে অঙ্কন করা সম্ভব নয়।

বর্তমান সমাজ সভ্যতার প্রতি লক্ষ্য করলে আমরা দেখতে পাই, দুর্ভাগ্য বশত; কোন মা যখন অকালে বিধবা হন, তখন শুধু-মাত্র সন্তানের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে তিনি দ্বিতীয়-বিবাহ হতে বিরত থাকেন, যা খুব কম সংখ্যক পিতার পক্ষে সম্ভব। আর মা শুধু দ্বিতীয় বিবাহ হতেই বিরত থাকেন না, তিনি সন্তানের সুখের জন্য প্রয়োজনে হাড় ভাঙ্গা পরিশ্রম করতে, এমনকি ভিক্ষা করতেও লজ্জাবোধ করেন না। সন্তানের জীবন বাঁচাতে মা-ই কেবল পারেন নিজের জীবন বিসর্জন দিতে। মোটকথা হলোঃ- মা হচ্ছে সন্তানের বর্তমান-ভবিষ্যতের একমাত্র কর্ণধার। মা হচ্ছে সুস্থ সবল জাতি গঠনের বিশ্ব-পাঠশালা। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আমাদের সমাজে জাতি গঠনের চালিকা শক্তি মাতৃজাতি আজ অবধি বড়ই অবহেলিত। আমরা এখনো তাদের শিক্ষা-দীক্ষা, স্বাস্থ্য সম্পর্কে দৃষ্টি দেওয়ার পরিবর্তে অশিক্ষিত অবস্থায়, অপরিনত বয়সে বিবাহ দিয়ে স্বামী-গৃহে পাঠাতেই বেশী ব্যস্ত হয়ে পড়ি।

একবার রাসূলে করীম (সা.) সন্তানের তালিম-তরবীত সম্পর্কে সাহাবাদের দৃষ্টি আর্কষণ করছিলেন। উপস্থিত সাহাবাদের মাঝে কোন এক জন রাসূলে করীম (সা.) এর খেদমতে আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল (সা.)! সন্তানের সঠিক তালিম-তরবীয়ত কত বছর বয়স হতে শুরু করতে হবে। উত্তরে রাসূলে করীম (সা.) বললেন, 'সন্তানের জন্মের আঠারো বছর পূর্ব হতেই তালিম-তরবীয়তের কাজ শুরু করতে হয়'। আরজ করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল (সা.)! তা কী-করে সম্ভব' ? রাসূলে করীম (সা.) বললেন, তোমরা তোমাদের কণ্যা সন্তানের পরিচর্যা কর,তাকে সঠিক তালিম-তরবীয়ত দাও এর পর যখন সে আঠারো বছরে পদার্পণ করে, তখন তাকে উপযুক্ত পাত্র দেখে বিবাহ দাও'। সম্ভবত এ-কথাটির প্রতিধ্বনি হয়েছে সম্রাট নেপোলিয়ানের কণ্ঠে। তিনি আধুনিক বিশ্বকে জানালেন যে, 'তোমরা আমাকে একটি শিক্ষিত মা দাও, আমি তোমাদেরকে একটি শিক্ষিত-জাতি উপহার দিব'। এর দ্বারা প্রমাণ হয় যে, মা হচ্ছেন মানুষ বা জাতি গঠনের সুবিশাল এক আদর্শ পাঠশালা।

হযরত আব্দুল কাদের জিলানী (র.)-এর বিশ্ব জোড়া খ্যাতির পিছনে ছিলেন তাঁর মা। আধুনিক মুসলিম বিশ্বের মুক্তির মহানায়ক হযরত জাফরুল্লাহ খান চৌধুরী (রা.), তার আকাশ চুম্বী সফলতার মুল চালিকা শক্তি ছিলেন তাঁর মা। কথায় বলে, যে হাত দোলনা দোলায়, সে হাত আবার রাজ্যও চালায়। একটি আলোর কণা পেলে যেমন লক্ষ-প্রদীপ জ্বলে, একটি মানুষ প্রকৃত মানুষ হলে বিশ্ব জগত চলে। সে রকম, একজন আলোকিত মানুষ তো একজন সার্থক মা-দ্বারাই কেবল গড়ে তোলা সম্ভব।

যে মা সন্তানকে গর্ভে ধারণ করে 'দশ মাস দশ দিন' অবর্ণনীয় কষ্ট সহ্য করেন, সে মা-ই সন্তানের স্বপ্ন-মাখা ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করেন। সন্তানের সার্থক-উজ্জ্বল-পদচালনাই সার্থক-মায়ের পরম পাওয়া। পৃথিবীতে সন্তানের সব চেয়ে বড় শুভাকাঙ্খী হচ্ছেন তার মা। মৃত্যুর দুয়ারে দাঁড়িয়ে মা তার সন্তানকে বাঁচানোর জন্য নিজের জীবন বাজী রাখার যে দুর্লভ-সাহস দেখান, তা পৃথিবীর অন্য কোন পরম-আত্মীয় পারে কি-না, সন্দেহ।

মাতা-পিতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব-কর্তব্যের প্রতি দৃষ্টি আর্কষণ করে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, 'আর তোমার প্রভূ-প্রতিপালক, একমাত্র তাঁরই ইবাদত করার এবং মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করার তাগিদপূর্ণ আদেশ দিয়েছেন, তোমার (জীবদ্দশায়) তাদের একজন বা উভয়েই বার্ধক্যে উপনীত হলে তুমি তাদের উদ্দেশ্যে (বিরক্তি সূচক) উহ্ ও বলো না এবং তাদেরকে বকাঝকা করো না, বরং তাদের সাথে সদা বিনম্র (ও) সম্মান সূচক কথা বলো, আর তুমি মমতাভরে তাদের উভয়ের ওপর বিনয়ের ডানা মেলে ধর। আর দোয়া করার সময়) বলবে, 'হে আমার প্রভূ-প্রতিপালক! 'তুমি তাদের প্রতি সে ভাবে দয়া করো যে ভাবে শৈশবে তারা আমাকে লালন পালন করেছিল' (সুরা বনি ইসরাইল, ২৪-২৫)।

আরবী ভাষায় 'উহ্' শব্দ দ্বারা বিরক্তি প্রকাশ বুঝায় এবং 'নাহর' শব্দ দ্বারা আচরণ বা কাজের মাধ্যমে বিরাগ প্রকাশ করা বুঝায়। উল্লেখিত আয়াতে উভয় শব্দ সংযুক্ত হওয়াতে এর মর্ম হচ্ছে, পিতা-মাতার সাথে নির্দয় ব্যবহার করা তো দুরের কথা, কর্কশ এবং রুক্ষ ভাষায় কথা বলাটাও কোন সন্তানের উচিত নয়।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঐ লোকের নাক ধুলি-মলিন হোক, ঐ লোকের নাক ধুলি-মলিন হোক, ঐ লোকের নাক ধুলি-মলিন হোক, যে তার পিতা-মাতা উভয়কে অথবা তাদের উভয়ের যে-কোন একজনকে বৃদ্ধ অবস্থায় পেয়েও তাদের সেবা-যত্ন করে জান্নাত লাভের যোগ্যতা অর্জন করতে পারল না'(মুসলিম)। সন্তানের সাথে মায়ের গভীরতম সম্পর্কের কারণেই আল্লাহর রাসূল (সা.)এর নিকট একজন সাহাবী এসে যখন জানতে চাইলেন যে, হে আল্লাহর রাসুল (সা.)! আমার নিকট থেকে সদ্ব্যবহার ও সৎসঙ্গ পাবার হকদার সবচেয়ে বেশী কে ? তিনি (সা.) বললেন 'তোমার মা', প্রশ্ন করা হলো তার পর কে, হুজুর (সা.) উত্তর দিলেন 'তোমার মা', আবার প্রশ্ন করা হলো, তার পর কে, হুজুর (সা.) উত্তর দিলেন, 'তোমার মা', আবার প্রশ্ন করা হলো, তার পর কে, হুজুর (সা.) উত্তর দিলেন 'তোমার পিতা' (বুখারী,মুসলিম)।

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে'আর আমরা মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে (সদাচারণ করার) তাগিদপূর্ণ-আদেশ দিয়েছি। তার মা তাকে দুর্বল অবস্থার পর আরেক দুর্বল অবস্থায় (গর্ভে)বহণ করে থাকে।আর তার দুধ ছাড়ানো দু'বছরে (সম্পন্ন) হয়। (তাকে আমরা এই তাগিদপূর্ণ আদেশও দিয়েছি) আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর এবং তোমার পিতা-মাতারও (কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর)। (মনে রেখো), আমার দিকেই ফিরে আসতে হবে' (সুরা লুকমান ১৫)।

সন্তান গর্ভে ধারণ, প্রসব এবং প্রতিপালন করতে যেয়ে মা যে কষ্ট করেন, তা বর্ণনা করার কোন ভাষা নেই। সন্তানের প্রতি মায়ের অবদান লিখতে গিয়ে জগতের সমস্ত বৃক্ষ কেটে যদি কলম বানানো হয়, আর সাত সাগরের পানিকে যদি কালিতে পরিনত করা হয়, এ সব কিছু শেষ হয়ে যাবে, তবুও মায়ের অবদান লিখে শেষ করা যাবে না। মা কোন সামান্য বিষয় নয়, মায়ের গর্ভাশয়কে বলা হয়েছে রাহেমা। সৃষ্টির পক্ষে যেমন রহমান স্রষ্টার অবদানের প্রতিদান সম্ভব নয়, তদ্রুপ কোন সন্তানের পক্ষেও মায়ের অবদানের প্রতিদান দেওয়ার উপায় নাই।

প্রতিটি সন্তানকে মনে রাখতে হবে যে, রাসূলে করীম (সা.) বলেছেন, 'মায়ের পদতলে সন্তানের জান্নাত' (ইবনে মাজা)। কোন সন্তান যদি তার চাল-চলন, আচার-ব্যবহার, সেবা-যত্ন দ্বারা মায়ের মুখে হাসি ফুটিয়ে রাখতে পারেন, তবে সে সন্তানের প্রতি আল্লাহর রহমতের ছায়া সর্বদা বিরাজমান থাকবে।

পবিত্র কুরআন-হাদিস হতে প্রমাণিত, শুধু-মাত্র ধর্মীয় কারণে মাতা-পিতার আদেশের সাথে দ্বিমত পোষণের অধিকার সন্তানকে প্রদান করা হয়েছে। যেমনঃ- 'আর যার সম্পর্কে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তাকে আমার শরীক সাব্যস্ত করতে তারা উভয়ে (অর্থাৎ পিতা মাতা) তোমাকে পীড়াপীড়ি করলে তুমি তাদের আনুগত্য করবে না। তবে তাদের উভয়ের সাথে সঙ্গত রীতিনীতি অনুযায়ী পার্থিব বিষয়ে সদাচরণ অব্যাহত রাখবে এবং সেই-ব্যক্তির পথ অনুসরণ করবে, যে আমার দিকে বিনত হয়। এর পর আমার দিকেই তোমাদের ফিরে আসতে হবে। তখন তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে আমি তোমাদের অবহিত করব' (সুরা লুকমান ১৬)।

হযরত আসমা বিনতে আবু বকর(রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,রাসূলে করীম (সা.) এর জীবদ্দশায় আমার আম্মা আমার কাছে কিছু চাওয়ার জন্য আসলেন। তখন তিনি মুশরিকা ছিলেন। আমি রাসূলে করীম (সা.) কে জিজ্ঞেস করলাম, আমার আম্মা আমার নিকট কিছু চাওয়ার জন্য এসেছেন, আমি কি আমার মায়ের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করব ? তিনি (সা.) বললেন, হ্যাঁ, তাঁর সঙ্গে সৌজন্য-মূলক ব্যবহার কর' (বুখারী, মুসলিম)। অপর এক বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, কোন এক ব্যক্তি রাসূলে করীম (সা.) এর নিকট এসে অভিযোগ করল, 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.)! আমার পিতা-মাতা আমার ধন-সম্পদ নষ্ট করতে চান। রাসূলে করীম(স.) বললেন, তুমি এবং তোমার ধন সম্পদ সবই তোমার পিতা-মাতার।

পিতা মাতাকে কষ্ট প্রদানকারীর পরকালের শাস্তি সম্পর্কে রাসূলে করীম (সা.) বলেন, আমি মেরাজের রাতে কিছু লোককে আগুনের স্তম্ভে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখেছি, জীবরাইল (আ.)কে জিজ্ঞেস করলাম, এরা কারা ? তিনি জবাব দিলেন, এরা নিজেদের পিতা-মাতাকে দুনিয়াতে কষ্ট দিত। বিভিন্ন সূত্র হতে জানা যায় যে, আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর রহমানীয়তের কারণে মানুষের পাপ-কর্মের শাস্তি দিতে বিলম্ব করেন, এমনকি, কিয়ামত পর্যন্ত অপেক্ষা করেন তবে পিতা-মাতাকে কষ্ট দানকারী ব্যক্তি এর ব্যতিক্রম। পিতা মাতাকে যারা কষ্ট দেয় তাদের শাস্তি এ দুনিয়াতেই শুরু হয়ে যায়'। 'যে ব্যক্তি পিতা-মাতাকে কষ্ট দেয়, তার শাস্তি দ্রুত কার্যকর করার জন্য আল্লাহ্ তার আয়ূ কমিয়ে দেন এবং এ অপকর্মের শাস্তি এ দুনিয়াতেই দিয়ে থাকেন। আর যখন কোন ব্যক্তি তার পিতা-মাতার প্রতি উত্তম ব্যবহার করে, তখন আল্লাহ্ তার আয়ূ বৃদ্ধি করেন, যাতে সে আরো সৎ কাজ করতে পারে, যা তার পিতা-মাতার জন্য ছাদকায়ে জারিয়া' (ইবনে মাজা)। কেউ যদি পাহাড় সমান ভালো কাজ করেন আর পিতা মাতার প্রতি কর্তব্য-কর্মে অবহেলা দেখান, তবে তার সমস্ত ভাল কাজ আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য যথেষ্ট বলে বিবেচিত হবে না। মায়ের প্রতি কর্তব্য-পরায়ন হবার জন্য এবার রাসূলে করীম (সা.) এর ব্যক্তিগত জীবনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

আল্লাহ্‌র হাবীব হযরত মুহাম্মদ (সা.) মায়ের সেবা-যত্নের প্রতি এতই সচেতন ছিলেন যে, কোন এক ব্যক্তি তার অসুস্থ মাকে ঘরে রেখে জেহাদে অংশ নিতে চাইলে, তিনি তাকে বললেন, তুমি তোমার গৃহে ফিরে যাও আর মায়ের সেবা কর। হযরত মুহাম্মদ (সা.) মায়ের প্রতি দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে শুধু সাহাবীদেরকেই নসিহত করেননি, তিনি নিজেও আজীবন মায়ের প্রতি সহৃদয়তা প্রদর্শন করেছেন। তিনি মাত্র কয়েক দিন হযরত তৈয়বা (রা.) এর দুধ পান করেছিলেন, কিন্তু পরবর্তী জীবনে তিনি এ স্মৃতি গর্বের সাথে স্মরণ করতেন। তিনি মাঝে মাঝে হযরত তৈয়বা (রা.)-র জন্য পোষাক-পরিচ্ছদ এবং অন্যান্য উপহার-সামগ্রী পাঠাতেন।

হযরত ওয়ায়েজ করনী (রা.), যিনি রাসূলে করীম (সা.)এর যামানাতে বয়াত গ্রহণ করে ছিলেন, নবী করীম (সা.) এর প্রতি তাঁর হৃদয়ে এ-পরিমাণ মহব্বত বিদ্যমান ছিল যে,উহুদের যুদ্ধে কাফেরদের আঘাতে রাসূলে করীম (সা.) এর পবিত্র দাঁত শহীদ হবার সংবাদ পেয়ে তিনি তাঁর মুখের সমস্ত দাঁত তুলে ফেলেছিলেন বলে তাঁর জিবনী-

গ্রন্থ পাঠে জানা যায়। হযরত ওয়ায়েজ করনী (রা.) সম্পর্কে রাসূলে করীম (সা.) বলেছিলেন, 'আমি ইয়েমেনের দিক থেকে ঈমানের খুশবু পাচ্ছি,–যে ব্যক্তি আল্লাহর রাসূলের প্রেমে বিভোর হয়ে নিজের মুখের দাঁত একটি একটি করে তুলে ফেলতে পারলেন, কিন্তু পারলেন না ইয়েমেন থেকে মদিনাতে এসে তাঁর প্রাণ- প্রিয় মাশুক সৈয়েদুল আম্বীয়া হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর সাথে দেখা করতে। এর কারণ অনুসন্ধানে জানা যায় যে,হযরত ওয়ায়েজ করনী (রা.) তাঁর বৃদ্ধ-মায়ের সেবা-যত্নের প্রতি এতটা সচেতন ছিলেন যে, তিনি বৃদ্ধ মাকে পিঠের সাথে বেঁধে সাংসারিক কাজ করতেন। তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন যে, 'আমার মাকে একা রেখে আমি কোন কাজে ব্যস্ত থাকব আর মা তাঁর প্রয়োজনের সময় আমাকে ডেকে পাবেন না। এর ফলে যদি মায়ের অন্তর থেকে 'উহ' শব্দটি শুধু মাত্র একবারও বের হয়,তবে আমার জীবনের সর্বপ্রকার সাধনা বিফলে যাবে। আর এই ভয়েই তিনি মাকে রেখে রাসূলে করীম (সা.) এর সাথে দেখা করতে মদিনাতে আসতে পারেন নি।

ছোট্ট বালক হযরত বায়েজিদ বোস্তামী (রহ.) এর মাতৃভক্তির দৃষ্টান্ত থেকে যদি বর্তমান সমাজের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত সন্তানরা শিক্ষা গ্রহন করতো, তবে পৃথিবীটা প্রত্যেক অসহায় মায়ের জন্য জান্নাতে পরিনত হতো। হযরত বায়েজীদ বোস্তামি (রহ.)এর আম্মাজান অসুস্থ অবস্থায় গভীর রজনীতে ছেলেকে ডেকে বললেন, 'বাবা বায়েজীদ! তৃষ্ণায় আমার কলিজা শুকিয়ে যাচ্ছে, আমাকে এক গ্লাস পানি দাও'। মায়ের কথা শুনে হযরত বায়েজীদ পানির কলসির ধারে গিয়ে দেখেন, কলসিতে পানি নেই। মায়ের কষ্টের কথা চিন্তা করে তিনি ঐ গভীর রাতে পানি আনতে বাড়ির বাইরে চলে গেলেন। তিনি পানি নিয়ে ফিরে এসে দেখেন, অসুস্থ মা-জননী পানির তৃষ্ণায় ছটফট করতে করতে ঘুমিয়ে পড়েছেন। তিনি চিন্তা করলেন, মা আমার গভীর নিদ্রায় বিভোর,এখন ডেকে ঘুম ভাঙ্গালে তিনি কষ্ট পাবেন, আর ঘুম থেকে জেগে যদি পানি না পান তবে তৃষ্ণায় কষ্ট পাবেন। এ সংকট সমাধানের উপায় না পেয়ে তিনি পানির গ্লাস হাতে সারাটা রাত মায়ের শিয়রে দাঁড়িয়ে রইলেন।

এ পর্যায়ে মনে পড়ে গেল ইশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগরের মাতৃ-ভক্তির কথা, যিনি মায়ের অসুস্থতার সংবাদ শুনে বড় কর্তার নিকট ছুটির আবেদন করলেন কিন্তু বড় কর্তা ছুটি মঞ্জুর করলেন না। এমতাবস্থায় বিদ্যা সাগর বড় কর্তাকে বললেন, আমার নিকট এ চাকুরী অপেক্ষা মায়ের মুল্য হাজার গুণ বেশী। কথা না বাড়িয়ে তিনি চাকুরীতে ইস্তেফা দিয়ে হাজার মাইল দুর থেকে ছুটে চললেন মায়ের খেদমতে। আসার পথে খরস্রোতা বিশাল দামোদর নদী রাত গভীর হবার কারণে মাঝি নদী পারাপারের কাজ বন্ধ করে বাড়িতে চলে গিয়েছে, নদী পার হবার কোন উপায় না দেখে বিদ্যাসাগর মায়ের টানে নদী সাঁতরে পার হলেন।

বর্তমান পৃথিবীর রূঢ়-ব্যস্তবতার কাছে ইতিহাসের এ সত্যগুলো হারিয়ে যেতে বসেছে। দুঃখজনক বাস্তবতা হচ্ছে এই, যে-সন্তানকে মা দশ মাস দশ দিন পেটে ধারণ করেছেন। নিজের মুখের আহার তুলে দিয়েছেন সন্তানের মুখে, সেই সন্তান মাকে ভুলতে বসেছে। মর্ডাণ যুগের মর্ডাণ-মেয়েরা যখন বধূ বেশে আগমণ করেন স্বামীর গৃহে, তিনি বৃদ্ধা-শ্বাশুড়ীর সে-কালীন চলন-বলন সহ্য করতে পারেন না। শ্বাশুড়ীর কথা-বার্তা মর্ডাণ বধুর নিকট বিষ তুল্য মনে হয়। সে তার চাল-চলনের মাধ্যমে সংসারকে বসবাসের অযোগ্য করে তুলে। এমতাবস্থায় কি আর করা, সংসারের শান্তির জন্য অবশেষে হতভাগা গর্ভধারিণী মাকে আশ্রয় নিতে হয় বৃদ্ধাশ্রমে। প্রাণ-প্রিয় সন্তান হতে এত বড় আঘাত সইতে না পেরে অবশেষে এক বুক জ্বালা নিয়ে চলে যাচ্ছেন মা পরপারে। নতুবা বৃদ্ধ-বয়সের এ কয়টি দিন কাটাতে হয় এক অব্যক্ত বেদনা নিয়ে।

হে মায়ের সন্তানেরা ! আমরা কি একটু কষ্ট স্বীকার করে পারি না গর্ভধারিণী জননী, যার পায়ের নীচে আমাদের জান্নাত বিদ্যমান, বৃদ্ধ বয়সে তাঁকে কাছে রেখে সেবা-যত্নের মাধ্যমে এ পৃথিবীতে মায়ের মনে স্বর্গ রচনা করতে?

যমানার মসীহ ও মাহদী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) বলেছেন ঃ- 'যে ব্যক্তি পিতা-মাতার সম্মান করে না এবং সে-সমস্ত ন্যায়সঙ্গত বিষয়ে, যা কুরআনের বিরুদ্ধে নয়, তাদের আদেশ পালন করে না এবং তাদের দায়িত্ব পালনে অবহেলা করে, সে আমার জামাতভূক্ত নয়' (কিশতিয়ে নূহ)। হযরত মসীহে মাওউদ (আ.) এর সাহাবীগণ এ নসিহতের আলোকে অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে নিজ নিজ পিতা-মাতার সেবা-যত্নে তৎপর ছিলেন। সাহাবীদের মাঝে চৌধুরী মোহাম্মদ জাফরুল্লাহ খাঁন (রা.) ছিলেন অন্যতম। তিনি তাঁর রচিত দগু গড়ঃযবৎ'-পুস্তকের শেষাংশে লিখেছেন, (অনুবাদক) 'যখন মা মারা যান তখন আমার বয়স পঁয়তাল্লিশ বছর। তারপর আরো তেতাল্লিশ বছর পার হয়ে গেছে। মহান আল্লাহ্‌র কৃপায় জীবন এখন পরিপূর্ণ। কিন্তু মায়ের স্মরণ ও আকুল আকাঙ্খার গোপন ফল্গুধারা এখন আগের মতই বহমান। মায়ের আদর আমাকে কোমল করে দিতে কখনো ব্যর্থ হয় না। আর সন্তানের ব্যাপারে অন্যদের বিবেচনাহীনতা আমাকে দারুন আঘাত করে। জীবনের নানা ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যেও আমার পিতা-মাতা ও সব পূণ্যাত্মাদের সাথে মিলিত হওয়ার আশায় আমি উদ্দীপ্ত থাকি। সেই আশা ঐশি-প্রতিশ্রুতি থেকেই উদ্ভুতঃ "সেই সব বিশ্বাসীদের ক্ষেত্রে যাদের সন্তানেরা ঈমানের ক্ষেত্রে তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলে, তাদের সন্তানদেরকে আমরা তাদের সাথে মিলিত করে দিব এবং তাদের কর্মফলের পুরস্কার থেকে তাদেরকে কিছুমাত্র কম দেওয়া হবে না" (কুরআনঃ ৫২ঃ২৩)

আসুন আমরা আমাদের শরীরের প্রতিটি রক্ত-বিন্দু দিয়ে মায়ের সেবা যত্ন করি। আর খোদার দরবারে হৃদয়-নিংড়ানো দোয়া করি, 'হে আল্লাহ ! তুমি আমাদের মাঝে যাদের পিতা-মাতা এখনো জীবিত আছেন, তাদের প্রতি তোমার রহমতের বাহু সদা প্রসারিত রাখ। আর যে সব পিতা-মাতা আমাদেরকে ছেড়ে তোমার দরবারে চলে গেছেন, তাদেরকে দান কর জান্নাত।

শুভ বিবাহ

আল্লাহ্ তাআলার ফযলে মোহতরম সৈয়্যদ মাহমুদ আহমদ শাহ্ সাহেব নাযের এসলাহ্ ও এরশাদ মরকযিয়া ৩ জুন ২০১২ তারিখে মাগরেব-এশার নামায একত্রে আদায় করার পর দারুত তবলীগ কেন্দ্রীয় মসজিদে খাকছারের বড় ছেলে জনাব লুৎফুর রহমান তাহেরের সাথে তারুয়া নিবাসী জনাব মোহাম্মদ মোতাহার হোসেন সাহেবের কনিষ্ঠ কন্যা জনাবা তানিয়া বেগমের বিবাহের এলান করেন। বিয়ের দেনমোহর ধার্য্য করা হয়েছে ১,৫০,০০০/- (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা। আলহামদুলিল্লাহ্। খাকসার সকল আহমদী ভাই বোনদের কাছে দোয়ার আবেদন করছি, আল্লাহ্ তাআলা উভয় পক্ষের জন্য এ বিবাহ বাবরকত করুন।

মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী
প্রিন্সিপাল, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ

পাঠক কলাম

[পাঠক কলামের এই আয়োজনে এবারের বিষয় ছিল **'জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক নর-নারীর জন্য ফরজ'** পাঠকদের পাঠানো লেখা দিয়ে সাজানো হলো পাঠক কলামের এই অংশ]

জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক নর-নারীর জন্য ফরজ

মহান আল্লাহ্ তাআলা প্রত্যেক মানব সন্তানকেই সমান জ্ঞান দান করে পথিবীতে প্রেরণ করেন কিন্তু সঠিক চর্চার অভাবের দরুন ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞানের পার্থক্য লক্ষিত হয়। মানুষের জ্ঞান, বুদ্ধি এমন একটি বিষয় যা পূণ-পূণ অনুশীলন না করলে তার মধ্যে নির্বুদ্ধিতা প্রকাশিত হয়। ইসলাম জ্ঞান অর্জন ও জ্ঞান চর্চার প্রতি অতীব গুরুত্ব প্রদান করেছেন। এ সম্পর্কে হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন, জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর জন্য ফরজ। তিনি (সা.) উপরোক্ত হাদীসের মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন করাকে অবশ্য কর্তব্য বলে অবহিত রেছেন। যা পালন করা বাধ্যতামূলক। ইসলামের স্বর্ণ যুগের সময় লক্ষ্য করা যায় যে, পৃথিবীর সব ধরণের কাজেই মুসলমানদের অবদান ছিল অপরিসীম। তখনকার সময়ে গণিত শাস্ত্র, ভূগোল শাস্ত্র ইত্যাদিতে তাঁরা বিপুল জ্ঞান অর্জন করেন। আর ইহা মানবতার কল্যাণ হিসেবে মূল্যবান কাজ করে। কিন্তু বর্তমান যুগে লক্ষ্য করা যায় যে, মুসলমানদের ঐ সব জ্ঞান হারানোর পথে। আজ জ্ঞানের মূল্যবান অংশটুকু এখন খৃষ্টান আর নাস্তিকদের কাছে বিদ্যমান। কারণ আমরা মুসলমানরা আমাদের জ্ঞানকে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারিনি।

বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে এই জ্ঞান চর্চা করার গুরুত্ব মুসলমানদের অবশ্য কর্তব্য হিসেবে দাঁড়িয়েছে। আর আহমদীদের আরও গুরু দায়িত্ব হল জ্ঞান অর্জন এবং এর সঠিক প্রয়োগ করা। আর এই জ্ঞান অর্জন করার প্রধান মাধ্যম হল শিক্ষা অর্জন করা। এইজন্য বর্তমান খলীফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) আহমদী প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীকে ইন্টারমেডিয়েট পাশ বাধ্যতামূলক করেছেন। কারন জ্ঞানের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই আহমদী সদস্যদের অংশগ্রহণ করতে হবে। তাহলেই পৃথিবীতে জ্ঞানের হারানো সাম্রাজ্য আবারও পূর্ণ স্থাপিত হবে। তাই আমাদের উচিৎ, সঠিক জ্ঞান অর্জন করা এবং তার প্রয়োগ করা।

শেখ মোহাম্মদ ছানাউল্লাহ্
ঘাটুরা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

জ্ঞান অর্জনে ইসলাম বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে

বিশ্বমানবতার সর্বোৎকৃষ্ট ও সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক সৈয়্যদনা হযরত মুহাম্মদ (সা.) যখন বিশ্ব-প্রকৃতির পাঠোদ্ধারে নিজেকে প্রায় সর্বক্ষণ নিয়োজিত রাখছিলেন এবং স্রষ্টাকে লাভ করার উদ্দেশ্যে যখন তিনি হেরা পর্বতের গুহায় দিনের পর দিন অতিবাহিত করছিলেন, তেমনি সময়ে একদিন তাঁর বিশ্ব স্রষ্টা রাব্বুল আলামীন হযরত জিব্রাঈল (আ.)-এর মাধ্যমে যে বাণী তাঁকে প্রেরণ করেন, তা হল-তুমি পড় তোমার প্রভু প্রতিপালকের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। (সূরা আলাক) আল্লাহ্ আমাদেরকে হযরত মুহ াম্মদ (সা.) এর মাধ্যমে শান্তির-ধর্ম ইসলাম দান করেছেন। জ্ঞান অর্জনে ইসলাম বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেছেন, জ্ঞান অর্জনের জন্য প্রয়োজনে চীন দেশে যাও (হাদীস)। শিক্ষা লাভ ও প্রকৃত জ্ঞান অর্জন ছাড়া আল্লাহ্‌কে চেনা বা লাভ করা যায় না।

আমরা যতই শিখিনা কেন, শিক্ষা বাকী থেকে যায়। যতই পরিশুদ্ধ হই না কেন, পরিশুদ্ধ হতে বাকী থেকে যায়। তাই আমাদেরকে পরিপূর্ণ দ্বীন, হযরত মুহাম্মদ (সা.) দ্বারা আনীত ধর্মে ইসলাম পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত হতে ও আল্লাহ্‌র রঙ্গে রঙ্গীন হতে অনেক বিচার বিশ্লেষণ, আত্ম-জিজ্ঞাসা ও সর্বদা স্রষ্টার স্মরণে রত থেকে যুগ মামুরের নির্দেশ ও তাঁর খলীফার আনুগত্যে সর্বদা এগিয়ে যাওয়া ও জ্ঞান অর্জন করতে থাকা দরকার। যুগ খলীফা প্রতিনিয়ত আমাদের করণীয় সম্পর্কে দিক নির্দেশনা, তথা শিক্ষা দান করছেন, যাতে আমরা আমাদের যাবতীয় দুর্বলতা কাটিয়ে উঠে অগ্রবতী হয়ে জীবনে সফলতা লাভ করতে পারি। মহান খোদার কাছে এই দোয়াই করি, হে আল্লাহ্! তুমি আমাদের সবাইকে সঠিক জ্ঞান দান কর, আমীন।

মোহাম্মদ নূরুজ্জামান, বড়চর

প্রকৃত জ্ঞানী তিনিই যিনি নিজ স্রষ্টা সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন

মহান পবিত্র ঐশীগ্রন্থ আল কুরআনের সর্বপ্রথম আদেশই ছিলো- পড় তোমার প্রভু প্রতিপালকের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। তিনি শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে তা যা সে জানতো না (সূরা আলাক : ২-৬) পরম করুণাময় আল্লাহ্ তাআলা চান মানুষ তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে অবগত হোক এবং অবগত হওয়ার পর কৃতজ্ঞতাভরে তার প্রভুর প্রতি বিনীত হোক। একারণে সর্বসম্মানিত নবীনেতা হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন, "জ্ঞান অর্জন প্রত্যেক নর-নারীর জন্য ফরয (ইবনে মাজা)।

অনেকেই জ্ঞান বলতে শুধু প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাকেই বুঝে থাকেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা, ভালো রেজাল্ট, দেশে-বিদেশে বিভিন্ন ডিগ্রী অর্জন, এগুলো মূলত মেধার বিকাশ মাত্র। এ ব্যাপরে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা ও মসীহ্ মাওউদ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) এর শিক্ষা হলো "ইসলামের তত্ত্ব জানার পূর্বে, এর সৌন্দর্য্যাবলী সম্পর্কে অবগত হবার পূর্বে ঐ সকল (প্রথাগত) শিক্ষার মধ্যে মগ্ন হয়ে যাওয়া অত্যন্ত ভয়ানক। বাচ্চাদেরকে যদি ধর্ম সম্পর্কে অবহিত করা না হয় এবং শুধু স্কুলের শিক্ষা দেয়া হয়, তবে ঐসকল শিক্ষাই তাদের মধ্যে মাতৃদুগ্ধের মতো মিশে যায়। পরিণামে তারা ইসলাম বিমুখ হয়ে যাবে। আমরা প্রথাগত শিক্ষার বিরুদ্ধে নই বরং এটাই মনে করি যে, প্রথমে ধর্মীয় শিক্ষার দূর্গ সংরক্ষণ করা হোক। এতে বাচ্চারা বাইরের মিথ্যা প্রলোভন থেকে মুক্ত থাকতে পারে (মালফুযাত, ১০ম খন্ড)।

প্রথাগত শিক্ষা থেকে আমরা পার্থিব জ্ঞান অন্বেষণ করতে পারি আর ধর্মীয় শিক্ষা আমাদেরকে আধ্যাত্মিক জ্ঞান দান করবে এবং স্রষ্টা সম্পর্কে জানবে। আর খোদা তাআলার দৃষ্টিতে প্রকৃত জ্ঞানী তিনিই, যিনি নিজ স্রষ্টা সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন। পৃথিবীর কোন মানুষেরই জ্ঞানের ভান্ডার পরিপূর্ণ নয়। সবার মাঝেই জ্ঞানের এক বিশাল শুন্যতা রয়েছে। তার কারণ হল- মানুষের এই ক্ষুদ্র-জীবনে অবিনশ্বর সৃষ্টিকর্তার অসীম শক্তি কিংবা তার সৃষ্টি জগত সম্পর্কে পুরোপুরি জানা অসম্ভব। একারণে হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.) বলেছেন, "একজন বিশ্বাসীর জ্ঞান অন্বেষণ প্রচেষ্টা শেষ হয় না যতক্ষণ পর্যন্ত না সে জান্নাতে দাখিল হয় (তিরমিযী) তবে-হ্যাঁ, এই প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে টিকে থাকার জন্য অবশ্যই উচ্চ শিক্ষার (প্রাতিষ্ঠানিক) প্রয়োজন রয়েছে।

এ ব্যাপারে নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বর্তমান খলীফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) আহমদী পিতা-মাতাদের তাগিদ দিয়ে বলেছেন, সন্তানদেরকে যেন উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলেন। পড়ালেখায়, বিভিন্ন ক্ষেত্রে কৃতীত্বের জন্য তিনি (আই.) নিজ হাতে পুরুস্কারও দিয়ে থাকেন যা আমরা স্বচক্ষে এমটিএ-র মাধ্যমে দেখে থাকি।

কিন্তু তাই বলে আমরা প্রথাগত শিক্ষা অর্জনের লক্ষ্যে ধর্মীয়-শিক্ষাকে ছেড়ে দেব, তা যেন না হয়। সকল জ্ঞানের ভান্ডার হল 'আল কুরআন'। ক্যারিয়ার গঠনের লক্ষ্যে আমাদের মূল্যবান সময়, অর্থ, শ্রম অপরিমিত ভাবে ব্যয় করে থাকি অথচ ঘরে থাকা মহা জ্ঞানের ভান্ডার কুরআনকে যদি একটু সময় দেই, তাহলেই আমাদের সত্যিকারের ক্যারিয়ার অর্থাৎ আধ্যাত্মিকতা যেমন লাভ করব, তেমনই অন্যান্য সব বিষয়েও হব সমৃদ্ধশালী।

আয়শা আহমদ (হিমু), রংপুর

মূর্খতা এমন এক পাপ সারা জীবনেও যার প্রায়শ্চিত্ত হয় না

প্রতিটি মানুষের জীবনে জ্ঞান অর্জন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। জ্ঞান অর্জন ছাড়া একজন মানুষের জীবন অর্থহীন। আমাদের প্রিয় নবী করীম (সা.) বলেছেন, দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত তোমরা জ্ঞান অর্জন কর। এই উক্তির মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারছি যে, জ্ঞান অর্জনের কোন নির্দিষ্ট বয়স নেই এবং মৃত্যুর আগ পর্যন্ত জ্ঞান অর্জন করার শিক্ষাই ইসলাম আমাদেরকে দেয়। একজন মানুষের জীবনে চলার পথে সব ধরণের জ্ঞান থাকা চাই। যাদের জ্ঞান কম তাদেরকে নানান বিপদের সম্মখীন হতে হয়। আমাদেরকে জাগতিক জ্ঞানের পাশা-পাশি আধ্যাত্মিক জ্ঞান অর্জনেরও প্রয়োজন রয়েছে। জাগতিক এবং আধ্যাত্মিক সব ধরণের জ্ঞান অর্জনের ফলেই একজন মানুষ প্রকৃত জ্ঞানে সমৃদ্ধ হতে পারে। আর একজন জ্ঞানী মানুষই পারে অপরকে সঠিক তথ্য দিয়ে সাহায্য করতে। সমাজে শিক্ষিত মানুষের গুরুত্ব অতি ব্যপক। যেভাবে ন্যাপোলিয়ন বলেছিলেন-আমাকে একটি শিক্ষিত মা দাও, আমি তোমাদেরকে একটি শিক্ষিত জাতি উপহার দেব। জ্ঞান অর্জন না করে মূর্খ থাকাটা একটি বড় পাপ বলে বিবেচিত হয়। হাদীসে উল্লেখ আছে, হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেছেন-মূর্খতা এমন এক পাপ, সারা জীবনেও যার প্রায়শ্চিত্ত হয় না। (বুখারী)

তাই আমাদের সবার উচিৎ, জ্ঞান অর্জন করা। আর আমরা জ্ঞান অর্জন করে যদি শিক্ষিত হই তাহলে আমরা দেশ ও জাতির জন্য কল্যাণ বয়ে আনতে পারব আর না হয় দেশের জন্য হব আমরা বোঝা স্বরূপ। এজন্য আমাদেরকে দেশের বোঝা না হয়ে দেশের সম্পদে পরিণত হতে হবে। মহান খোদা তাআলা আমাদের সকলকে প্রকৃত জ্ঞান অর্জন করার এবং সেই জ্ঞানকে সঠিক কাজে লাগানোর তৌফিক দান করুন, আমীন।

ফারিয়া হোসেন আভা
চরসিন্দুর, পলাশ, নরসিংদী

জ্ঞান অর্জন কর দোলনা হতে কবর পর্যন্ত

জ্ঞান এমন একটি বিষয়, যার মাধ্যমে মানুষ তার যোগ্যতা বা কর্মদক্ষতার প্রকাশ ঘটায়। আর এজন্যই ইসলামের দৃষ্টি-কোণ থেকে জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক নর ও নারীর জন্য ফরজ। কারণ, জ্ঞান শিক্ষা করার মাধ্যমে নর নারীরা তাদের চিন্তা-ধারার পরিবর্তন ঘটায়। আমাদের সমাজে কিছু কিছু ক্ষেত্রে পুরুষদেরই শিক্ষা লাভের সুযোগ দেয়া হয়, আর নারীদের ক্ষেত্রে হয়তোবা কিছুটা শিক্ষিত নয়তোবা একেবারেই নিরক্ষর রেখে দেয়া হয়। মহান আল্লাহ্ তাআলা কুরআন করীমে উল্লেখ করেছেন, তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে আর যারা সত্যিকারের জ্ঞানী, আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে মর্যাদায় উন্নীত করবেন। (সূরা মুজাদেলা)

আর আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন তোমরা জ্ঞান শিক্ষা করো, এ জন্য দূর দেশ চীনে যেতে হলেও যাও। খোদা তাআলা ও রাসূল করীম (সা.) জ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রত্যেক নর ও নারীর জন্য গুরুত্বারোপ করেছেন। আর সেজন্য প্রত্যেক মু'মিন ব্যক্তিই এই জ্ঞান অর্জন করার চেষ্টা করে। বলা হয়েছে, প্রজ্ঞার কথা মু'মিনদের নিকট হারানো সম্পদতুল্য, যেখানে সে তা পায় তা যেন তুলে নেয় অর্থাৎ সৌভাগ্য মনে করে শিখে নেয়। হাদীসে উল্লেখ রয়েছে, হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেছেন, তোমরা জ্ঞান শিক্ষা কর দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত। আর এজন্য আমাদের প্রত্যেকেরই জ্ঞান অর্জন করার অধিকার রয়েছে। জ্ঞান শিক্ষা মানুষকে তাদের সঠিক ও সুন্দরতম পথ চিনতে শিখায়। মহান আল্লাহ্ তাআলা আমাদের সবাইকে দ্বীনি এবং দুনিয়াবী জ্ঞান অর্জন করার তৌফিক দিন, আমীন।

ইব্রাহীম আহমদ (মামুন)
ঘাটুরা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

'জ্ঞান' মুসলমানদের হারানো সম্পদ

"রাব্বি জিদ্‌নী ইলমান" অর্থাৎ "হে আল্লাহ্, আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দাও"। এই দোয়া আমরা সব সময় পাঠ করে থাকি। আধ্যাত্মিক জ্ঞান, ঐশী তত্ত্বাবলী, বিজ্ঞান চর্চা ইত্যাদিসহ সব ধরণের জ্ঞান অর্জনের জন্য কুরআন করীমে উৎসাহ দানে 'কলম' রেখেছে সর্বাধিক অবদান। কুরআনের মত এমন এক গ্রন্থ এমন জাতির মধ্যে অবতীর্ণ হয়েছিল, তারা জানতো না কলমের মূল্য এবং এর ব্যবহার।

আর এই মহা কিতাব এমন এক মানবের উপর অবতীর্ণ হয়েছিল, যিনি লেখাপড়া জানতেন না। অথচ এই কুরআনেই বার বার কলমের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আর বলা হয়েছে এই অমোঘ-কিতাব বহুল পঠিত ও প্রচারিত হবে। এ কিতাব অফুরন্ত জ্ঞানের ভান্ডার। এজন্য মানব সম্প্রদায়ের উচিত জ্ঞান অর্জন করা।

প্রকৃত আলেম বা জ্ঞানী সেই ব্যক্তিই, যে জ্ঞান অনুযায়ী আমল করে। সম্মান ও সম্পদের লোভ আলেম ব্যক্তির ইলম ধ্বংস করে দেয়। নৈতিকতা ও দ্বীনের সুষ্ঠুজ্ঞান' মোনাফেকদের মধ্যে থাকতে পারে না। খোদা তাআলার মনোনীত ও পরিপূর্ণ-ধর্ম ইসলাম এর শিক্ষাও পরিপূর্ণ। এমন কোন বিষয় নেই, যা ইসলামের শিক্ষার বহির্ভূত।

মানুষ যদি শিক্ষিত হয়ে আল্লাহ্‌র ইবাদত করে, তাহলে সেটা তাঁর নিকট খুবই পছন্দের। বান্দা তখনই স্রষ্টার দৃষ্টিতে শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হবে, যখন সে কুরআনের শিক্ষার আলোকে সৎকর্মে ও সদ্‌গুণে অন্য জাতিকে অতিক্রম করে যাবে। তাছাড়া শিক্ষা মানুষকে বিবেকের স্বাধীনতা দান করে।

'জ্ঞান' মুসলমানদের হারানো সম্পদ। বর্তমান বিশ্বের স্থাপত্য শিল্পে, চিকিৎসা শাস্ত্রে, জ্যোতির্বিজ্ঞানে প্রতিটি ক্ষেত্রেই মুসলিমদের অবদান আছে। তাছাড়া খোদা তাআলা যার কল্যাণ কামনা করেন, তাকে দ্বীনের সুষ্ঠু জ্ঞান দান করেন। মানবের শিক্ষা অর্জন দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত। জ্ঞান অর্জনের নির্দিষ্ট বয়স নেই।

আহমদীয়া মুসলিম জামাত আল্লাহ্‌র ফজলে শিক্ষার ক্ষেত্রে পিছিয়ে নেই। আজ জাতিধর্ম নির্বিশেষে নারী ও পুরুষ বুঝতে পেরেছে, মুর্খ থাকার বিড়ম্বনা কি? উন্নত জীবনের জন্য চাই উচ্চ-শিক্ষা। প্রথমত শিক্ষার পাশাপাশি উন্নত নৈতিকতার জন্য চাই ধর্মীয় শিক্ষা। ইসলাম জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক নর ও নারীর জন্য ফরজ করেছে।

মহান আল্লাহ্ তাআলা সবার জন্য এ বিষয়টি সহজ করে দিক, আমীন।

আনোয়ারা বেগম, রংপুর

মনুষ্যত্ব অর্জন করতে হয় জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে

আল্লাহ্ মানুষকে 'আশরাফুল মাখলুকাত' বা সৃষ্টির সেরা জীব হিসাবে সৃষ্টি করেছেন। আর এই শ্রেষ্ঠত্বের কারণ তার বিবেক বা জ্ঞান, যা পশু বা অন্য কোন প্রাণীর মধ্যে অনুপস্থিত। প্রতিটি মানুষের মাঝে এই জ্ঞান বা বিবেক সুপ্ত অবস্থায় থাকে। জ্ঞানানুশীলনের মাধ্যমেই তা জাগ্রত করতে হয়। প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে হলে তাকে জ্ঞান অর্জন করতে হয়। কারণ জ্ঞানহীন মানুষ পশুর সমান। জ্ঞান অর্জিত না হলে মানুষ ও পশুর মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না। তাই মানুষকে জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে মনুষত্ব অর্জন করতে হয়। আর যে ব্যক্তি জ্ঞানহীন তার কোন বিবেক নেই। সে পশুর মত বর্বর আচরণ করে। সে ন্যায়-অন্যায় কিছুই বুঝে না। আপন অস্তিত্বকে সে টিকিয়ে রাখতে পারে না। অজ্ঞানতার অন্ধকারে সে ধুকে ধুকে মরে। তাই মানুষকে মানুষ হিসেব বেঁচে থাকার জন্য জ্ঞান অর্জন করতে হবে।

শিক্ষার মাধ্যমে জ্ঞান অর্জনকে ইসলাম ধর্মে প্রত্যেক মুসলমান নর ও নারীর জন্য ফরজ করা হয়েছে। হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি বিদ্যার সন্ধানে গৃহ-ত্যাগ করে, সে আল্লাহ্‌র পথেই চলে। তিনি (সা.) আরো বলেন, বিদ্যার্জন কর, বিদ্যা বিদ্যানকে অন্যায় হতে ন্যায়কে পৃথক করার ক্ষমতা প্রদান করে। এটি বেহেশ্‌তের পথকে আলোকিত করে। এটি মরুতে আমাদের বন্ধু, নিঃসঙ্গতায় সৎ-সঙ্গী বন্ধুহীন হলে আমাদের সহচর, এটি সুখের দিনে আমাদের পরিচালক, দুর্দশায় তা আমাদের অবলম্বন, বন্ধুদের মাঝে এটি অলংকার, শত্রুর বিরুদ্ধে বর্শা।

হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেছেন, জ্ঞান অর্জনের সাথে মানুষ সদাচার ও মহত্ত্বের শিখরে উন্নীত হয়। ইহলোকে অধিপতিগণের সঙ্গলাভ করে ও পরলোকে সুখের পূর্ণতা আহরণ করে। জ্ঞান সাধকের দোয়াতের কালি শহীদের রক্তের চেয়ে পবিত্র। অতএব, যে জ্ঞান ব্যাষ্টি ও সমষ্টি জীবনে কোন প্রকার পরিবর্তন সাধন করতে পারে না, তাকে প্রকৃত জ্ঞান বলা যায় না। আল্লাহ্ তাআলার দেয়া বিধান পবিত্র কুরআন ব্যতীত মুসলমান জাতির জন্য জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, মানে-মর্যাদায়, শক্তি-সাহসে উন্নতি লাভ করার দ্বিতীয় আর কোন পথ খোলা নেই। দার্শনিক প্লেটো বলেছেন, "অজ্ঞ থাকার চেয়ে পৃথিবীতে না জন্মানোই ভাল, কারণ অজ্ঞতা সব দুর্ভাগ্যের মূল।"

তাই পরিশেষে বলা যায়, সুন্দর ও সুস্থ জীবনজাপনের জন্য প্রতিটি মানুষের জ্ঞান অর্জন করা আবশ্যক।

আহমদ উজ্জ্বল
ঘাটুরা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ঢাকার দপ্তরে একজন অফিস সহকারী কাম হিসাব রক্ষক নিয়োগের জন্য আহমদী প্রার্থীদের নিকট থেকে স্বহস্তে লিখিত আবেদন পত্র আহ্বান করা যাচ্ছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা নুন্যতম স্নাতক এবং কম্পিউটার চালনায় দক্ষ হতে হবে। বেতন আলোচনা সাপেক্ষ। স্থানীয় আমীর/প্রেসিডেন্ট এর সুপারিশসহ আমীর, ঢাকা জামাত বরাবর লিখিত আবেদন পত্র আগামী ২০/০৭/২০১২ তারিখের মধ্যে ঢাকা জামাতের দপ্তরে পৌঁছাতে হবে।

জেনারেল সেক্রেটারী
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ঢাকা

দৃষ্টি আকর্ষণ

পাঠক কলামে

আপনিও অংশ নিন

পাক্ষিক আহমদী'র 'নবীনদের পাতা'র পাশাপাশি প্রতি মাসের শেষ সংখ্যায় পাঠকদের লেখা নিয়ে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে **'পাঠক কলাম'**। এবারের পাঠক কলামের বিষয় **"পবিত্র রমযান আমাদের কি শিক্ষা দেয়।"**

আপনার লেখা ৩০০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।

লেখা পাঠানোর আগে মনে রাখবেন- লিখতে হবে পৃষ্ঠার এক পাশে। লেখার নিচে লেখকের মোবাইল নম্বরসহ পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা দিতে হবে।

আমাদের হাতে লেখাটি আগামী ২০ জুলাই, ২০১২-এর মধ্যে পৌঁছতে হবে।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা-
সম্পাদকঃ পাক্ষিক আহমদী
(পাঠক কলাম)
৪, বকশী বাজার রোড ঢাকা-১২১১,
e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com

কৃতি ছাত্রী

আল্লাহ্ তাআলার অশেষ রহমতে আমদের প্রথম কন্যা সাদিয়া সিদ্দিকা পঞ্চগড় সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ২০১১ সালের জেএসসি পরীক্ষায় টেলেন্টপুলে বৃত্তি পেয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। সাদিয়া পঞ্চম শ্রেণীতেও বৃত্তি পেয়েছিল। মহান আল্লাহ্ তাআলা যাতে সাদিয়াকে পরবর্তীতে আরো ভাল রেজাল্ট করার মাধ্যমে উচ্চ শিক্ষা লাভের তৌফিক দান করেন, সেজন্য সকল ভ্রাতা-ভগ্নীর নিকট দোয়ার প্রার্থনা করছি।

মহিউদ্দিন আহমদ

সৈয়্যদা আরিজা তাসনীন (স্নিগ্ধা) পিতা-সৈয়দ মোবারক আহমদ (মামুন) মাতা-মাহফুজা খাতুন এবার এস, এস, সি পরীক্ষায় চট্টগ্রাম বিভাগ থেকে অ+ পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। সে চট্টগ্রাম লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র সদস্যা। তার পরবর্তী ভালো ফলাফলের জন্য সকলের কাছে দোয়াপ্রার্থী।

সংবাদ

ঢাকা জামাতের উদ্যোগে খিলাফত দিবস পালন

গত ২৭ মে, ২০১২ তারিখে আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ঢাকার উদ্যোগে খিলাফত দিবস পালিত হয়। খিলাফত দিবস পালন উপলক্ষ্যে দারুত তবলীগ মসজিদে এবং ঢাকা জামাতের অধীনস্থ ৩টি হালকা মসজিদ মাদারটেক, নাখালপাড়া ও আশকোনা হালকা মসজিদে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

দারুত তবলীগের আলোচনা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মোহতরম আফজাল আহমদ খাদেম, আমীর, ঢাকা জামাত। মোহতরম ন্যাশনাল আমীর মোবাশ্বের উর রহমান সাহেব প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। কুরআন তিলাওয়াত করেন জনাব সালাউদ্দীন মাহমুদ আহমদ। দোয়া পরিচালনা করেন মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব। অত:পর উর্দূ নযম পরিবেশন করেন জনাব মামুন উর রশীদ।

বক্তৃতা পর্বে খিলাফতের প্রয়োজনীয়তা ও এর কল্যাণ বিষয়ে বক্তৃতা করেন আলহাজ্জ মওলানা সালেহ আহমদ, মুরব্বি সিলসিলাহ। তিনি তার বক্তৃতায় ইসলামে খিলাফত প্রতিষ্ঠার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বর্ননা করে খিলাফতের প্রয়োজনীয়তা ও অপরিহার্যতা সাব্যস্ত করেন। তিনি বলেন, খিলাফত মু'মিনদের ঐক্যবদ্ধ রাখে এবং প্রয়োজনের সময় শত্রুর মোকাবেলায় তাদের দিক-নির্দেশনা দান করে। মু'মিনদের মাঝে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত থাকে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব ও সৌন্দর্য্য খিলাফতের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। খিলাফত ব্যতিরেকে ইসলামের শিক্ষার বিস্তার ও প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। আল্ল-াহ তাআলা খিলাফতের মাধ্যমে মু'মিনদের নিরাপত্তা দান করেন। আজ আহমদীয়া জামাত এর স্বাক্ষী আজ পৃথিবীর যেখানেই আহমদীদের উপর অত্যাচার অবিচার হোক না কেন সারা পৃথিবীর আহমদীরা খলিফার নেতৃত্বে এক দেহের ন্যায় প্রার্থনা ও ধৈর্যের সাথে তা মোকাবিলা করে।

অত:পর মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব খিলাফত আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে ইসলামে খিলাফতের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে বলেন, এ যুগে একমাত্র আহমদীয়া জামাতেই খিলাফত রয়েছে। খিলাফতের অস্থিত্বই আহমদীয়া জামাতের সত্যতা প্রমাণ করে। তিনি মুসলমানদের ও সকল অমুসলিমদেরকেও এই খিলাফতের ছায়াতলে আশ্রয় নিয়ে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসার আহবান জানান।

ঐ দিন ছিল এম,টি,এ তে সত্যের সন্ধানে অনুষ্ঠানের শেষ দিন। তাই অনুষ্ঠান সংক্ষিপ্ত করা হয়। ততক্ষনে সত্যের সন্ধানে অনুষ্ঠান শুরু হয়ে যায়। সম্মিলিত দোয়ার মাধ্যমে মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব অনুষ্ঠান সমাপ্ত করেন এবং উপস্থিত সকলে এম,টি,এ-তে সত্যের সন্ধানে অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে ২৫২ জন উপস্থিত ছিলেন।

বশীর উদ্দীন আহমদ

জামালপুর (হবিগঞ্জ) খিলাফত দিবস পালিত

গত ২৯/০৫/২০১২ তারিখে জামালপুর মসজিদে জাঁকজমকপূর্ণভাবে খিলাফত দিবস পালন করা হয়। উক্ত দিবসে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব রুবেল আহমদ চৌধুরী, নযম পরিবেশন করেন জনাব রাফি আহমদ চৌধুরী। এরপর খিলাফত দিবস সম্পর্কে আলোকপাত করেন, সর্বজনাব পায়েল চৌধুরী এবং ডা: রফিক আহমদ চৌধুরী। পরিশেষে সমাপ্তি ভাষণ ও দোয়া পরিচালনা করেন রফিকুল ইসলাম মোয়াল্লেম, প্রেসিডেন্ট (ভারপ্রাপ্ত)। উক্ত দিবসে মোট ৩৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম

মাহিগঞ্জে খিলাফত দিবস পালন

গত ২৭ মে আহমদীয়া মুসলিম জামাত মাহিগঞ্জে খিলফত দিবস পালন করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ খালেদুল ইসলামের সভাপতিত্বে খিলাফত দিবসের কার্যক্রম শুরু হয়। প্রথমে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন মোহাম্মদ সালাউদ্দিন। এরপর বাংলা নযম পাঠ করেন মোহাম্মদ নাজমুল হোসেন। এতে খিলাফত দিবসের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিক নিয়ে পর্যায়ক্রমে বক্তৃতা করেন রাশেদ মিলন, মোহাম্মদ আব্দুস সালাম, মোহাম্মদ মোশারফ মিয়া, মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম এবং মৌ. এস, এম, রাশেদুল ইসলাম। সবশেষে সভাপতির বক্তৃতা ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের কার্যক্রম সমাপ্ত করা হয়। উক্ত দিবসে ৯৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

এস, এম রাশেদুল ইসলাম

লাজনা ইমাইল্লাহ্ ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় খিলাফত দিবস উদযাপন

লাজনা ইমাইল্লাহ্ ব্রাহ্মণবাড়িয়ার উদ্যোগে গত ৩১ মে রোজ বৃহস্পতিবার বিকাল ৪ ঘটিকায় জনাব নজরুল ইসলামের বাসায় 'খিলাফত দিবস' উদযাপনের আয়োজন করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। শামিম আরা লিলি, প্রেসিডেন্ট, লাজনা ইমাইল্লাহ্ ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠান শুরু হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতেই পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন চেমন আরা বেগম। বাংলা নযম পাঠ করেন আমাতুন নূর নওরিন। এরপর খিলাফতের বরকত ও কল্যাণ, খিলাফত একটি বরকতপূর্ণ সংগঠন, খিলাফত আধ্যাত্মিক কর্মোন্নতির সোপান ইত্যাদি বিষয়ের উপর বক্তৃতা প্রদান করেন মাকসুদা ফারুক, শামীম আক্তার এবং নাসিমা আসাদ। বক্তৃতা ফাঁকে একটি উর্দু নযম পাঠ করেন ফারহানা আক্তার সনি। দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে। এতে ৫৬ জন লাজনা ও নাসেরাত উপস্থিত ছিলেন।

দ্বিতীয় তালিম তরবিয়তী ক্লাস

লাজনা ইমাইল্লাহ্ ব্রাহ্মণবাড়িয়ার উদ্যোগে গত ২৮, ২৯ ও ৩০ মে ২০১২ দ্বিতীয় তালিম তরবিয়তী ক্লাস মসজিদ বায়তুল ওয়াহেদে অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। লাজনা ও নাসেরাতদের বিভিন্ন বিষয়ে পাঠদান করেন যথাক্রমে প্রেসিডেন্ট, মাকসুদা ফারুক, জুবেদা বেগম, রহিমা বেগম, শামীম আক্তার, চেমন আরা বেগম, মাহমুদা সুলতানা কলি, নাসিমা আসাদ, আমাতুন নূর এবং সেলিনা বেগম। ২২৯ জন লাজনা ও নাসেরাত উক্ত ক্লাসে যোগদান করেন। দোয়ার মাধ্যমে তালিম ও তরবিয়তী ক্লাসের সমাপ্ত হয়।

নাসিমা আসাদ

প্রথম স্থানীয় ইজতেমা উদযাপন

অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানানো যাচ্ছে যে, মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া নাজিরপুরের উদ্যোগে এই প্রথম স্থানীয় ইজতেমা উদযাপন করা হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। ইজতেমায় উপস্থিত সংখ্যা ২২ জন। ইজতেমায় বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে। দোয়ার মাধ্যমে ইজতেমার কার্যক্রম শেষ করা হয়।

মোহাম্মদ হাফিজুর রহমান

লাজনা ইমাইল্লাহ্ খুলনার দ্বিতীয় তালিম তরবিয়তী ক্লাস অনুষ্ঠিত

গত ২২ ও ২৩ মে বায়তুর রহমান মসজিদে তালিম তরবিয়তী ক্লাসের আয়োজন করা হয়। কুরআন, নামাযের গুরুত্ব, পর্দার, হাদীস এবং দোয়ার উপর ক্লাস নেয়া হয়। ক্লাস পরিচালনা করেন সোফিয়া খিলাত, সুলতানা ফাতিমা তারিক, প্রেসিডেন্ট লাজনা ইমাইল্লাহ্ খুলনা। দোয়ার মাধ্যমে ক্লাসের সমাপ্তি ঘটে। উক্ত ক্লাসে গড়ে ২৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

তবলিগী সেমিনার অনুষ্ঠিত

গত ১৫/০৫/২০১২ রোজ মঙ্গলবার বিকাল ৩-৩০ মিনিটে খুলনার বানরগাতী এলাকায় আমীর সাহেবের বাড়ীতে এক তবলীগি সভার আয়োজন করা হয়। এতে লাজনা ইমাইল্লাহ্ খুলনার প্রেসিডেন্ট সভানেত্রী ছিলেন। প্রধান অতিথি ছিলেন দীনা নাসরিন। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন রোকসানা মঞ্জুর। হাদীস পাঠ করেন রিমা, দোয়া পরিচালনা করেন দীনা নাসরিন। উক্ত অনুষ্ঠানে ৬ জন অ-আহমদী বোনসহ ৪২ জন লাজনা ও নাসেরাত বোন উপস্থিত ছিলেন। দোয়া ও মিষ্টি বিতরণের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

এছাড়া গত ১৮/০৫/২০১২ রোজ শুক্রবার বিকাল ৫টা তাফালবাটি এলাকার জনাব আলমগীর মোজাদ্দার-এর বাড়ীতে এবং রাতে জনাব জাহাঙ্গীর জমাদ্দার-এর বাড়ীতে পৃথক তবলিগী সভার আয়োজন করা হয়। দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। অনুষ্ঠানে আলোচনার বিষয় ছিল কুরআন ও হাদীসের আলোকে ঈসা (আ.)-এর মৃত্যু এবং হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর সত্যতা।

রোকসানা মঞ্জুর

তাহেরাবাদ খিলাফত দিবস পালন

গত ২৭/০৫/২০১২ তারিখ আহমদীয়া মুসলিম জামাত তাহেরাবাদের উদ্যোগে খিলাফত দিবস পালন করা হয়। শুরুতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব ফরহাদ হোসেন। নযম পাঠ করেন জনাব কহিনূর রহমান (কনক)। এতে জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য রাখেন সর্বজনাব আব্দুল খালেক মোল্লা, জিন্নাত আলী, আব্দুর রাজ্জাক, সিদ্দিক ফরাজী, মোহাম্মদ ফরহাদ হোসেন। প্রেসিডেন্টের দোয়া ও মিষ্টি বিতরণের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে মোট ৩২ জন সদস্য/সদস্যা উপস্থিত ছিলেন।

মোহাম্মদ মোয়াজ্জেম হোসেন

লাজনা ইমাইল্লাহ্ নূরনগর ঈশ্বরদীর খিলাফত দিবস পালন

গত ২৭/০৫/২০১২ তারিখ লাজনা ইমাইল্লাহ্ নূরনগর ঈশ্বরদীতে বাবুর বাড়ীর উপর খিলাফত দিবস পালন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করেন মাহমুদা আক্তার জান্নাত। নযম পাঠ করেন স্মৃতি, লিপি, রিমা। মেরিনা খাতুন ইমাম মাহ্দী (আ.) এর রাসূল প্রেম নিয়ে আলোচনা করেন, খিলাফতের গুরুত্ব ও কল্যাণ নিয়ে আলোচনা করেন লাভলী জামান। খিলাফতের নির্বাচন ও আহমদীয়া জামাত তা নিয়ে আলোচনা করেন আফছানারা বেগম। প্রথম খলীফার বক্তৃতা ২৭ মে ১৯০৮ এর উপর আলোচনা করেন মাহমুদা জাহান। সবশেষে সভানেত্রীর ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ করা হয়। এতে ১৭ জন উপস্থিত ছিলেন।

রওশনয়ারা বেগম

লাজনা ইমাইল্লাহ্ রংপুরের উদ্যোগে খিলাফত দিবস পালন

গত ২৮/০৫/২০১২ তারিখ রোজ সোমবার বেলা ৩ ঘটিকায় রংপুর স্থানীয় মসজিদে 'খিলাফত দিবস' পালন করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। লাজনার প্রেসিডেন্টের সভানেত্রীত্বে দোয়ার মাধ্যমে দিবসের কার্যক্রম শুরু করা হয়। শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন সালমা জাকির। নযম পেশ করেন নূরুন্নাহার মাহবুব। অত:পর খিলাফতের উপর জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য পেশ করেন যথাক্রমে রেজোয়ানা রশিদ, আনোয়ারা বেগম, মাছুমা রহমান, সালমা জাকির। মধ্যে আরো কয়েকটি নযম পেশ করেন জনৈকা লাজনারা। শেষে "বাংলাদেশের আহমদীয়াতের একশত বছর" বিষয়ের উপর একটি প্রবন্ধ পাঠ করে শোনান আয়েশা কাদির। এ অনুষ্ঠানে ১৬ জন লাজনা ও নাসেরাত উপস্থিত ছিলেন। পরিশেষে দোয়া ও আপ্যায়নের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ করা হয়।

আনোয়ারা বেগম

লাজনা ইমাইল্লাহ্ তেজগাঁও এর তবলিগী সভা ও সীরাতুন নবী জলসা

গত ২৭/০৪/২০১২ তারিখ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ তেজগাঁও জামে মসজিদ প্রাঙ্গনে লাজনা ইমাইল্লাহ তেজগাঁও এর পক্ষ থেকে তবলীগি সভা এবং সীরাতুন নবী জলসা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠান শুরু হয় পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত ও নযম পাঠের মাধ্যমে। এতে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি হিসেবে যোগদান করেন রওশান জাহান। তিনি আগত মেহমানদের উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন এবং বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে ৪ জন মেহমানসহ তেজগাঁও জামাতের লাজনাগণ উপস্থিত ছিলেন।

শুভ বিবাহ

*১৬/০১/২০১২ তারিখ মোছা: ববিতা পারভীন (মুন্নি), পিতা-বায়জিদ হোসেন ঢালী, যতীন্দ্রনগর, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা এর জি,এম, বশির আহমদ, বিটু পিতা-জি,এম, মোসলেম যতীন্দ্রনগর, সাতক্ষীরা ১,০০,০০১ (একলক্ষ এক) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।
বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং- ৯৯৫/১২

*০৬/০৪/২০১২ তারিখ মোছা: শিউলি আকতার, পিতা-মরহুম আবুল হোসেন, সদরপুর, রামডুবির হাট, দিনাজপুর এর সাথে সাজ্জাদ হোসেন খান পিতা-জনাব এ, কে, এম নূরুল ইসলাম খান, হেলেঞ্চাকুড়ি, দশমাইল, দিনাজপুর এর বিবাহ ৫০,০০১/- (পঞ্চাশ হাজার এক) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়)
বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং- ৯৯৬/১২

*০৬/০৪/২০১২ তারিখ মোছা: তাহেরা নাজনীন (পিংকি), পিতা-মোহাম্মদ ইব্রাহীম মিয়া, শালগাঁও এর সাথে কামরুল ইসলাম, পিতা-মোহাম্মদ নিজাম মিয়া, তারুয়া এর বিবাহ ২,০০,০০১/- (দুইলক্ষ এক) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।
বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং- ৯৯৭/১২

*২৩/০৩/২০১২ তারিখ মোছা: আকলিমা আক্তার, পিতা-আলী আকবর দেওয়ান, শালশিড়ি, পঞ্চগড় এর সাথে সুমন আহমদ, পিতা-তাহের আহমদ, ক্ষুদ্রপাড়া, গোলাপগঞ্জ এর বিবাহ ৪২,০০০/- (বিয়াল্লিশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।
বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং- ৯৯৮/১২

*১৯/০৪/২০১২ তারিখ মোছা: আসেফা খাতুন, পিতা-মোহাম্মদ আব্দুল করীম, ফ্লাট বি-৯ ডমিনোসিটাডেন, ১৫৪ শান্তিনগর ঢাকা-১২১৭ এর সাথে মুসাব্বির রহমান, পিতা-মাহমুদ হাসান সিরাজী ৪০, ঢাকেশ্বরী রোড, চট্টগ্রাম এর বিবহ ৩,০০,০০০০/- (তিন লক্ষ) টাকা মোহরনায় সুসম্পন্ন হয়।
বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং- ৯৯৯/১২

*০৪/০৬/২০১২ তারিখ মোছা: নারগিস রশীদ, পিতা মৃত-আব্দুল রশীদ খান, ১৩৮, হুমায়ের টাউন, মডেল কলোনী, করাচী, পাকিস্তান এর সাথে সৈয়দ নাঈম উদ্দিন হাফিজ, পিতা-সৈয়দ আশরাফ উদ্দিন আহমদ, রোড নং ২৫, বাসা ২৭, ব্লক ডি, সেকশন ১২, পল্লবী, মিরপুর, ঢাকা এর বিবাহ ২,০০,০০০/- (দুইলক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।
বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং- ১০০০/১২

নাসেরাত দিবস

গত ২৫/০৫/২০১২ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ তেজগাঁও জামে মসজিদ প্রাঙ্গনে লাজনা ইমাইল্লাহ তেজগাঁও এর পক্ষ থেকে ৫ম নাসেরাত দিবস উদযাপন করা হয়। অনুষ্ঠান শুরু হয় পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত ও নযম পাঠের মাধ্যমে। এতে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি হিসেবে যোগদান করেন তরবীয়ত সেক্রেটারী নূরুন্নাহার ময়না। নাসেরাতদের বিভিন্ন বিষয়ে প্রতিযোগিতা নেয়া হয় এবং শেষে তাদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। দোয়ার মাধ্যমে নাসেরাত দিবসের কার্যক্রম সমাপ্ত হয়। এতে ১৩ জন নাসেরাত এবং ৭ জন লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র সদস্যা উপস্থিত ছিলেন।

ভিকারুন নেছা লুনা

লাজনা ইমাইল্লাহ্ আহমদনগরে ১৯তম বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত

গত ০৪/০৫/২০১২ রোজ সোমবার লাজনা ইমাইল্লাহ্ আহমদনগরের উদ্যোগে ১৯তম বার্ষিক ইজতেমা সফলতার সাথে অনুষ্ঠিত হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। এতে সভাপতিত্ব করেন প্রেসিডেন্ট, লাজনা ইমাইল্লাহ, আহমদনগর। কুরআন তেলাওয়াত করেন আক্তার জাহান রুমু। নযম পরিবেশন করেন সানিয়া, স্নিগ্ধা ও শাওন। উদ্বোধনী বক্তৃতা প্রদান করেন প্রেসিডেন্ট, লাজনা ইমাইল্লাহ, আহমদনগর। এরপর বার্ষিক রিপোর্ট উপস্থাপন করেন জেনারেল সেক্রেটারী, বার্ষিক অর্থ বিবরণী উপস্থাপন করেন সেক্রেটারী মাল। এরপর লাজনাদের উদ্দেশ্যে নসিহতমূলক বক্তব্য প্রদান করেন কামরুননেছা। পর্দার গুরুত্ব সম্পর্কে বক্তব্য প্রদান করেন নাছিমা বশির। এরপর বিভিন্ন বিষয়ে প্রতিযোগিতা নেওয়া হয়। সমাপ্তি অধিবেশন শুরু হয় দুপুরের পর এতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন তামান্না হাছিন।

লাজনাদের উদ্দেশ্যে নসিহতমূলক বক্তব্য প্রদান করেন কেন্দ্রিয় প্রতিনিধি সাদেকা হক, নায়েব সদর-১, লাজনা ইমাইল্লাহ, বাংলাদেশ। এতায়াতে নেযমা সম্পর্কে বক্তব্য প্রদান করেন নাছিমা বশির। এরপর শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন জান্নাত বেগম. চেয়ারম্যান, ইজতেমা কমিটি। পুরস্কার বিতরণ ও দোয়ার মাধ্যমে উক্ত ইজতেমার সামপ্তি হয়। এতে ১৩২ লাজনা ও ৫৭ জন নাসেরাত উপস্থিত ছিলেন।

লাজনা ইমাইল্লাহ্ আহমদনগরে তবলীগি সভা অনুষ্ঠিত

গত ০৩/০৬/২০১২ লাজনা ইমাইল্লাহ্ আহমদনগরের উদ্যোগে অত্যন্ত সফলতার সাথে তবলীগি সভা অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। প্রথমে কুরআন তেলাওয়াত করেন কুররাতুল আইন।

এতে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর চারিত্রিক গুণাবলী সম্পর্কে বক্তব্য প্রদান করেন কামরুন্নেছা, সেক্রেটারী তবলীগ, লাজনা ইমাইল্লাহ্ বাংলাদেশ। আহমদীয়া জামাতের পরিচিতিমূলক লিফলেট পড়ে শোনান নাছিমা বশির। এরপর প্রশ্ন উত্তর পর্ব শুরু হয়। উত্তর প্রদান করেন সাদেকা হক, নায়েব সদর-১, লাজনা ইমাইল্লাহ্ বাংলাদেশ। দোয়ার মাধ্যমে উক্ত তবলীগি অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়। এতে ৪৪ জন জেরে তবলীগ ৬৭ জন লাজনা ও ১৪ জন নাসেরাত উপস্থিত ছিলেন।

মিলা পাটোয়ারী

শোক সংবাদ

* অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানানো যাচ্ছে যে, প্রবাসী আহমদী জনাব শোয়াবুর রহমান, পিতা- মরহুম মকবুল আলী মাতা-আমেনা বেগম, গত ৭ মার্চ ২০১২ ফ্রান্সের সোমব্রলে মৃত্যুবরণ করেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহে ওয়া রাজিউন)। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৬০ বৎসর। তিনি ১৯৭৮ সালে চট্টগ্রামের মরহুম বদরুদ্দিন সাহেব এর তবলীগে আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। তিনি ফ্রান্সের সোমব্রল জামাতের বিভিন্ন কার্যক্রমে সম্পৃক্ত থাকতেন। মরহুমের রূহের মাগফেরাত এবং শোক সন্তপ্ত পরিবারকে সাবরে জামিল দান করুন। এইজন্য জামাতের সকলের কাছে দোয়ার আবেদন করছি।

আসমা আহমদ

* গত ২৫ মে ২০১২ রোজ শুক্রবার বিকাল ৪:৪৫ মিনিটে আহমদীয়া মুসলিম জামাত উথলীর যদুপুর গ্রামের লাজনা ইমাইল্লাহর সদস্যা সাহীদা বেগম, স্বামী জনাব মুজিবর রহমান নন-আহমদী ক্যান্সার জনিত কারণে ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহে ওয়া রাজিউন)। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৪০ বৎসর। তিনি উথলী জামাতের যদুপুর গ্রামের জনাব মৌঃ হাফেজ মহিউদ্দিন শাহজালালের বড় ভগ্নি। ভাই ২০১০ সালে আহমদীয়াত গ্রহণ করে, বোনকে আহমদীয়াতের সংবাদ দেন, এতে তিনি পড়াশুনা ও উথলীতে একাধিকবার এসে কুরআন হাদীসের আলোকে হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.) এর সত্যতা বুঝার পরে ২০১১ সালের ২১ জানুয়ারী বয়আত গ্রহণ করে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের অন্তর্ভুক্ত হন। তিনি আহমদীয়াত গ্রহণ করলে তার স্বামী তার চরম বিরোধিতা করলেও তিনি আহমদীয়াত ছাড়েননি। তিনি ২০১১ সালের ঐতিহাসিক জলসা গাজীপুর ও পরে বকশীবাজারে কষ্ট করে যোগদান করেন। তিনি অসুস্থ থাকা অবস্থায় কোন আহমদীর সাক্ষাৎ হলে তিনি একই কথা বলতেন আমার জন্য দোয়া করবেন ও রাজু ভাইসহ জামাতের কেন্দ্রীয় কর্মকর্তাদেরকে দোয়া করতে বলবেন যাতে আমি ঈমানের সাথে মরতে পারি। তিনি বুঝতে পারেন যে তার সময় শেষ হয়ে এসেছে তাই ছোট ভাই মহিউদ্দিন শাহজালালকে বলেন, তুমি আমার জানাযা পড়াবে ও মাটি দিবে, যেহেতু আহমদী ও মোয়াল্লেম সাহেবকে জানাযা পড়াতে দিবে না আমার স্বামী ও বড় ভাই। আহমদীয়াত গ্রহণের কয়েকদিন পরই হুযূর (আই.)-এর খেদমতে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে সার্বিক দোয়ার জন্য পত্র লিখেন হুযূর (আই.) তার জন্য দোয়া করেন তিনি পত্র পেয়ে অত্যন্ত খুশী হন। শাহিদা বেগম অত্যন্ত নেক স্বভাবের নামাযি এবং ধার্মিক ছিলেন। কুরআন হাদীসের প্রতি তার প্রবল ভালবাসা ছিল। সকলের নিকট দোয়ার আবেদন করা যাচ্ছে, মরহুমার রূহের মাগফিরাত ও জান্নাতের উচ্চস্থানে অবস্থানের জন্য।

মুয়ায্‌যেম আহমদ সানী

* অত্যন্ত দু:খের সাথে জানানো যাচ্ছে যে, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, কুমিল্লা হালকার সদস্য জনাব আব্দুল রফ ক্বারী বার্ধক্য জনিত কারণে প্রায় ৮০ বছর বয়সে গত ০৯/০৪/২০১২ নিজ বাস ভবনে মৃত্যুবরণ করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহে ওয়া রাজিউন)। মরহুম অত্যন্ত নেক ও ভাল মনের মানুষ ছিলেন। জামাতকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। ১৯৬১/১৯৬২ সনে যখন দেবকড়ায় আহমদী বিরোধী আন্দোলন হয় তখন মরহুম আহমদী হওয়ার কারণে তার শ্বশুর ও শ্যালকরা তার নামের জমি স্ত্রীর নামে লিখে দিতে বাধ্য করেন এবং তিনি তার স্ত্রীর নামে তা লিখে দেন। তবে পরেও তিনি আহমদী ত্যাগ করেনি। পরিবারে একাই তিনি আহমদী তাই পরিবারের পক্ষ থেকে অনেক কষ্ট পেয়েছেন এবং সহ্য করে ও ধৈর্য ধরে আহমদী জামাতের মধ্যে টিকে ছিলেন। মরহুম নিয়মিত চাঁদা দিতেন এবং পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়তেন। আল্লাহ্ তাআলা যেন তাদের কষ্টের বিনিময়ে সেখানে বড় আহমদী জামাত দান করেন। তাছাড়া সমস্ত ভ্রাতা ভগ্নীর কাছে তার রূহের মাগফিরাতের জন্য এবং মরহুমকে জান্নাতের উচ্চ মাকামে স্থান দিন তার জন্য দোয়ার আবেদন করছি।

মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

বাংলাদেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠার শতবার্ষিকী জুবিলী ২০১৩ পালনের জন্যে দোয়া ও ইবাদতের আধ্যাত্মিক কর্মসূচী

১ প্রত্যেক মাসে একটি নফল রোযা রাখুন। এজন্যে প্রত্যেক জামাতে স্থানীয়ভাবে মাসের শেষ সপ্তাহে একদিন নির্ধারিত করে নিন।

২ প্রত্যেকদিন দু' রাকাআত নফল নামায (ইশার পর থেকে ফজরের আগ পর্যন্ত অথবা যুহরের নামাজের পর) আদায় করুন।

৩ সূরা ফাতিহা কমপক্ষে প্রত্যহ সাতবার পাঠ করুন।

৪ রাব্বানা আফ্‌রিগ আলাইনা সাব্‌রাওঁ ওয়াসাব্বিত আক্বদামানা ওয়ানসুরনা আলাল ক্বাওমিল কাফিরীন [সূরা বাকারা ঃ ২৫১] প্রত্যহ কমপক্ষে ১১ বার পাঠ করুন।

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে অগাধ ধৈর্য দান কর এবং আমাদেরকে দৃঢ়তা প্রদান কর এবং কাফির জাতির বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর।

৫ রাব্বানা লা তুযিগ কুলূবানা বা'দা ইয্‌ হাদাইতানা ওয়া হাবলানা মিল্লাদুনকা রাহমাতান ইন্নাকা আনতাল ওয়াহ্‌'হাব [সূরা আলে ইমরান– ৯] প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন।

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে হেদায়াত দেয়ার পর আমাদের হৃদয়কে বক্র হতে দিও না এবং তোমার নিজ সন্নিধান থেকে আমাদেরকে রহমত দান কর; নিশ্চয় তুমিই মহান দাতা।

৬ আল্লাহুম্মা ইন্না নাজআলুকা ফি নূহুরিহিম ওয়া না'উযুবিকা মিন শুরূরিহিম [আবূ দাউদ ঃ কিতাবুস সালাত] প্রত্যহ কমপক্ষে ১১ বার পাঠ করুন।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমরা [অবিশ্বাসীদের মোকাবেলায়] তোমাকে তাদের অন্তরে [ঢালস্বরূপ] রাখছি আর তাদের অনিষ্ট থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

৭ আস্‌তাগফিরুল্লাহা রব্বি মিন কুল্লি যাম্বিওঁ ওয়াআতুবু ইলায়হে। প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন।

অর্থ ঃ আমি আমার প্রভু-প্রতিপালক আল্লাহতাআলার নিকট আমার সমুদয় পাপ হতে ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তারই সমীপে প্রত্যাবর্তন করি।

৮ সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী সুবহানাল্লাহিল আযীম আল্লাহুম্মা সল্লি 'আলা মুহাম্মদিওঁ ওয়া আলি মুহাম্মদ। (প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন)

অর্থ ঃ আল্লাহ্‌তাআলা তাঁর প্রশংসাসহ অতি পবিত্র। তিনি অতি পবিত্র অতি মহান। হে আল্লাহ্‌! মুহাম্মদ (সঃ)-এর প্রতি ও তাঁর অনুসারীদের প্রতি আশিস বর্ষণ কর।

৯ দুরূদ শরীফ। (প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন)

হুযূর (আইঃ)-এর এই আহ্বান বাস্তবায়ন করার জন্য স্থানীয় জামাত ও জামাতের সমস্ত অঙ্গ সংগঠনকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

বাংলাদেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠার শতবার্ষীকি জুবিলী ২০১৩ ন্যাশনাল কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ, ৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১।

بسم الله الرحمن الرحيم

এমটিএ, বাংলাদেশ স্টুডিও

জুলাই, ২০১২ এর বাংলা অনুষ্ঠানসূচী (বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭ টার পর থেকে এক ঘন্টা)

তারিখ	বিষয়বস্তু
০১/০৭/১২, রবি	রাত ৮ টা যুক্তরাষ্ট্র সালানা জলসার কার্যক্রম, রাত ৯:৫০ হুজুরের (আইঃ) সমাপ্তি ভাষন Live সম্প্রচার।
০২/০৭/১২, সোম	URDV 531 (পুণঃপ্রচার): বক্তৃতাঃ "মহানবী (সাঃ) এঁর চিরস্থায়ী কল্যাণ" - মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী (মাহিগঞ্জ জলসা); পুস্তক আলোচনাঃ "ইসলামে আহমদীয়া খিলাফত" পর্ব-১- মাওলানা ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী।
০৩/০৭/১২, মঙ্গল	URDV 532 (পুণঃপ্রচার): বক্তৃতাঃ মোহতরম ন্যাশন্যাল আমীর সাহেব (তেবাড়িয়া জলসা); পুস্তক আলোচনাঃ "ইসলামে আহমদীয়া খিলাফত" পর্ব-২- মাওলানা ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী।
০৪/০৭/১২, বুধ	URDV 533 (পুণঃপ্রচার): দরসে মলফুযাতঃ আলহাজ মাওলানা সালেহ আহমদ; তবলীগি প্রশ্নোত্তরঃ মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী (তেজগাঁও জামাতে); প্রামাণ্য প্রতিবেদনঃ খোদ্দামুল আহমদীয়া, ঢাকা-র সেবা মূলক কার্যক্রম।
০৫ - ১১ জুলাই, বৃহঃ - বুধ	পুণঃপ্রচারঃ "সত্যের সন্ধানে" ১৬তম পর্ব (৭ দিন)। এর মাঝে ৬ জুলাই রাত ১১ টায় কানাডা থেকে হুযুরের (আইঃ) খুতবা জুমুয়া, ৭ ও ৮ জুলাই রাত ৮ টা থেকে জলসা সালানা কানাডা Live সম্প্রচারিত হবে, ইনশাল্লাহ।
১২ - ১৫ জুলাই, বৃহঃ থেকে রবি	নতুনঃ "সত্যের সন্ধানে" ১৭তম পর্ব (৪ দিন), প্রতিদিন বাংলাদেশ সময় রাত ৮ টায়, ২ ঘন্টা করে Live সম্প্রচার। এর মাঝে ১৩ জুলাই রাত ১১ টায় কানাডা থেকে হুযুরের (আইঃ) খুতবা জুমুয়া Live সম্প্রচারিত হবে, ইনশাল্লাহ।
১৬/০৭/১২, সোম	URDV 416 (পুণঃপ্রচার): "মসজিদ নূর" এর উপর একটি আলোচনা অনুষ্ঠান; অংশ গ্রহণেঃ জনাব শফিক আহমদ (মরহুম), জনাব কামাল পাশা ও জনাব শহিদুল ইসলাম বাবুল; উপস্থাপনাঃ জনাব আব্দুল আলীম খান চৌধুরী।
১৭/০৭/১২, মঙ্গল	URDV 534 (পুণঃপ্রচার): বক্তৃতাঃ "যুবকদের সংশোধন ব্যাতীত জাতিসমূহের সংশোধন হতে পারেনা" - বেলাল আহমদ তুষার; "একটি নৌভ্রমন" (আর্কাইভ থেকে) - অংশগ্রহনেঃ মোহতরম ন্যাশন্যাল আমীর, এডঃ মুজিব উর রহমান, মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী এবং জনাব হামিদুর রহমান; রান্নার অনুষ্ঠানঃ লাজনা ইমাইল্লাহ পরিবেশিত।
১৮/০৭/১২, বুধ	URDV 535 (পুণঃপ্রচার): বক্তৃতাঃ "বাংলাদেশে আহমদীয়াতের শতবার্ষিকী ও আমাদের কর্তব্য" - আহমদ তবশির চৌধুরী; পুস্তক আলোচনাঃ "আহমদীয়াতের ইতিহাসে বাংলার স্মরনীয় ব্যক্তিত্ব" পর্ব- ৭, এবারের ব্যাক্তিত্বঃ মুন্সি দৌলত আহমদ খাদেম। অংশগ্রহনেঃ প্রফেসর মীর মোবাশ্বের আলী, প্রিন্সিপ্যাল জাফর আহমদ ও মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল।
১৯ - ২৬ জুলাই, বৃহঃ থেকে বৃহঃ	পুণঃপ্রচারঃ "সত্যের সন্ধানে" ১৭তম পর্ব (৮ দিন)।
২৭/০৭/১২, শুক্র	সন্ধ্যা ৭ টা - লন্ডন থেকে হুযুরে (আইঃ) খুতবা জুমুয়া সরাসরি সম্প্রচার। এরপর কেন্দ্রীয় বাংলা ডেস্কের অনুষ্ঠান।
২৮/০৭/১২, শনি	URDV 319 (পুণঃপ্রচার): তেলাওয়াতঃ আলহাজ্ব মাওলানা আব্দুল আযীয সাদেক,আলোচনাঃ "শেষ দশ রোজার মাহাত্ম্য" - মাওলানা শাহ মোহাম্মদ নূরুল আমীন, উপস্থাপনাঃ মামুনুর রশিদ, "দোয়া কবুলের মাস রমযান" - আলহাজ্জা মাসুদা সামাদ সাহেবা (মরহুমা), উপস্থাপনাঃ মিসেস আমাতুল হাই।
২৯/০৭/১২, রবি	কেন্দ্রীয় বাংলা ডেস্কের অনুষ্ঠান।
৩০/০৭/১২, সোম	URDV 320 (পুণঃপ্রচার): তেলাওয়াতঃ আলহাজ্ব মাওলানা আব্দুল আযীয সাদেক,আলোচনাঃ শেষ দশ রোজার মাহাত্ম্য- মাওলানা শাহ মোহাম্মদ নূরুল আমীন, উপস্থাপনাঃ মামুনুর রশিদ, "নাজাতের দশ রোজা" - আলহাজ্জা মাসুদা সামাদ সাহেবা (মরহুমা), উপস্থাপনাঃ মিসেস আমাতুল হাই।
৩১/০৭/১২, মঙ্গল	URDV 322 (পুণঃপ্রচার): তেলাওয়াতঃ আলহাজ্ব মাওলানা আব্দুল আযীয সাদেক,আলোচনাঃ "শেষ দশ রোজার মাহাত্ম্য" - মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, উপস্থাপনাঃ মাওলানা শাহ মোহাম্মদ নূরুল আমীন, "নাজাতের দশ রোজা" - আলহাজ্জা মাসুদা সামাদ সাহেবা (মরহুমা), উপস্থাপনাঃ মিসেস আমাতুল হাই।

৬ জুলাই, ২০১২, শুক্রবার, রাত ১১ টা কানাডা থেকে হুযুরের (আইঃ) খুতবা জুমুয়া, রাত ২ টা থেকে ভোর ৪:১৫ টা ৬৪তম জলসা সালানা কানাডা,
৭ জুলাই, ২০১২, শনিবার, রাত ৮টা থেকে ১০ টা জলসা সালানা কানাডার কার্যক্রম, রাত ১০ টা থেকে ১১ টা লজনা জলসা গাহে হুযুরের (আইঃ) বক্তৃতা
৮ জুলাই, ২০১২, রবিবার, রাত ৮টা থেকে ৯:৩০ জলসা সালানা কানাডার কার্যক্রম, রাত ৯:৩০ থেকে ১১:৩০ টা হুযুরের (আইঃ) সমাপ্তি ভাষন।
১৩ জুলাই, ২০১২, শুক্রবার, রাত ১১ টা কানাডা থেকে হুযুরের (আইঃ) জুমুয়ার খুতবা। সব অনুষ্ঠান সরাসরি (Live) সম্প্রচারিত হবে, ইনশাল্লাহ।

নিয়মিত এমটিএ দেখুন, নিজের ও পরিবারের হেফাজত করুন

প্রচারেঃ এমটিএ বাংলাদেশ স্টুডিও

যোগাযোগঃ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ, ৪, বকশি বাজার রোড, ঢাকা - ১২১১

Email: atabshir@hotmail.com **Web:** www.mta.tv; www.ahmadiyyabangla.org; www.alislam.org

সুধি দর্শক-শ্রোতা! আপনারা জেনে আনন্দিত হবেন, দর্শকদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণে সরাসরি সম্প্রচারিত আলোড়ন সৃষ্টিকারী জনপ্রিয় ধর্মীয় প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠান 'সত্যের সন্ধানে' (১৭তম পর্ব) এমটিএ লন্ডন স্টুডিও থেকে আবারো অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে, ইনশাল্লাহ্। আসছে ১২ জুলাই থেকে ১৫ জুলাই, ২০১২ পর্যন্ত টানা ৪ দিন এই অনুষ্ঠানটি সম্প্রচারিত হবে।

অনুগ্রহ করে সারা বিশ্বের বাংলাভাষী সকল আহমদী ভাই-বোনদেরকে এই সাড়াজাগানো জ্ঞানগর্ভ অনুষ্ঠানটি পরিবার-পরিজন, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন এবং সহকর্মী মেহমানদের নিয়ে দেখার, সরাসরি অংশগ্রহণ করার এবং এর সার্বিক সফলতার জন্য দোয়া করার অনুরোধ করা যাচ্ছে। এছাড়া আপনাদের বিশেষভাবে অনুরোধ করছি, তবলীগে আশারা পালনকলীন সময়ে যে সকল মেহমানদের সাথে আপনারা ব্যক্তিগত যোগাযোগ ও সু-সম্পর্ক স্থাপন করেছেন তাদেরকেও এ অনুষ্ঠানে নিয়ে আসবেন। আসন্ন রমযান মাসের কারণে এবারকার অনুষ্ঠানটি এগিয়ে আনা হয়েছে যেন জামা'তের সকলে স্বাচ্ছন্দে এতে যোগ দিতে পারেন।

দিন ও তারিখ		বাংলাদেশ সময়	জিএমটি	ব্যপ্তিকাল
বৃহস্পতিবার	১২/০৭/২০১২	রাত ৮ থেকে	১৪.০০	২ ঘন্টা
শুক্রবার	১৩/০৭/২০১২	রাত ৮ থেকে	১৪.০০	২ ঘন্টা
শনিবার	১৪/০৭/২০১২	রাত ৮ থেকে	১৪.০০	২ ঘন্টা
রবিবার	১৫/০৭/২০১২	রাত ৮ থেকে	১৪.০০	২ ঘন্টা

আপনার প্রশ্ন পাঠানোর জন্য যোগাযোগ করুন ঃ

টেলিফোন ঃ ০০-৪৪-২০৮-৬৮৭-৮০১০

ফ্যাক্স ঃ ০০-৪৪-২০৮-৬৮৭-৮০৩৭

ই-মেইল ঃ sslive@mta.tv

অনুষ্ঠানটি সরাসরি দেখার জন্য লগ-ইন করুন ঃ

www.mta.tv

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

"আমি তোমার প্রচারকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছাব।"

ইলহাম-হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)

পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত থেকে ইন্টারনেট-এর মাধ্যমে বাংলায়
যুগ-খলীফা (আই.) প্রদত্ত জুমুআর খুতবা ও সময়োপযোগী নির্দেশনাসহ
অমূল্য পুস্তকাদি, প্রবন্ধ, পাক্ষিক আহমদী ও অন্যান্য প্রকাশনা
পড়তে, শুনতে ও দেখতে **log in** করুন:

www.ahmadiyyabangla.org

www.alislam.org
www.mta.tv

আসুন, আমরা নিজে দেখি-পড়ি-শুনি এবং অন্যদেরকে উৎসাহিত করি।

সৌজন্যে:

KENTO ASIA LTD
Garments & Buying House

KENTO STUDIOS
IT & Game Developer

Head Office: House No: 16, Road No: 13, Sector 3, Uttata, Dhaka-1230, Bangladesh.
Tel:+880-2-8912349, 8919547, Fax:+880-2-8913396
Factory: Plot No: B-32, BSCIC Industrial Estate, Tongi, Gazipur, Bangladesh.
Tel: +880-2-9815695, 9815696
E-mail: managing-director@kento.org, info@kento.org
Web: www.kento.org

Right Management Consultants

Software Developer & MIS Solution Provider

Md. Musleh Uddin
CEO & MIS Consultants
BPL Bhaban, Suite # 303, 2nd floor, 89-89/1 Arambag, Motijheel, Dhaka-1000
E-mail: right_mc@yahoo.com, rightmc@gmail.com, web: www.rightmc.org
Cell: 01720 340 030, Land Phone: 7191965

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তে বয়'আত গ্রহণের ৫ম ও ৬ষ্ঠ শর্তাবলী

বয়'আত গ্রহণকারী সর্বান্তকরণে অঙ্গীকার করবে

৫। সুখে-দুঃখে, কষ্টে-শান্তিতে, সম্পদে-বিপদে সকল অবস্থায় খোদা তাআলার সাথে বিশ্বস্ততা রক্ষা করবে। সকল অবস্থায় তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে। তাঁর পথে প্রত্যেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও দুঃখ-কষ্ট বরণ করে নিতে প্রস্তুত থাকবে এবং সকল অবস্থায় তাঁর ফয়সালা মেনে নিবে। কোন বিপদ উপস্থিত হলে পশ্চাদপদ হবে না, বরং সম্মুখে অগ্রসর হবে।

৬। সামাজিক কদাচার পরিহার করবে। কুপ্রবৃত্তির অধীন হবে না। কুরআনের অনুশাসন ষোলআনা শিরোধার্য করবে এবং প্রত্যেক কাজে আল্লাহ্ ও রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশকে জীবনের প্রতিক্ষেত্রে অনুসরণ করে চলবে।

সৌজন্যে :

ডিলার- **জনতা সেনেটারী**
হাজী পাড়া, রামপুরা, ঢাকা

গাজী
গুণে মানে সেরা
পানির পাম্প ব্যবহার করুন

COMPLETE VIEW OF ADVANCED INDOOR OUTDOOR SIGNAGE & POP SYSTEMS

HSBC

BRANCH OFFICE:
104, Chashmapahar
Sholoshahar 2 no gate
Nasirabad R/A,Chittagong
Tel: 683555

HEAD OFFICE & FACTORY:
120/32, Shahjahanpur, Dhaka-1217
Tel: 9331306, Fax: 8350262
Mob: 01711344931, 01711-282439
e-mail : arrafi25@yahoo.com

SINCE 1979
AR-RAFI & CO.
Creating Recognition

New Vol. No. 74 | 24th Issue

The Ahmadi
Fortnightly

30th June, 2012 Tk. 15.00
Regd. No. D. A.-12

Printed and Published by **Muhammad Nurul Islam Mithu** at Ahmadiyya Art Press, 4 Bakshi Bazar Road
Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
Editor in Charge: **Mohammad Habibullah**
Phone: 7300808, 7300849 Fax: 880-2-7300925, e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com